চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 35 Thursday, 4 January, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা ✱ ১৮ পৌষ, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার, ৪ জানুয়ারি, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

বুধবার বেলুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হল মায়ের জন্মতিথি। বেলুড়ে দিন শুরু হয় মঙ্গল আরতি দিয়ে। ভোর পৌনে পাঁচটায় মায়ের আরতির পর বেদ পাঠ ও স্তবগান হয়। ...বিস্তারিত পাতা ৩

নিশীথ প্রামাণিকের দুই আত্মীয় যোগদান করল তৃণমূলে। বুধবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী উদয়ন গুহর হাত ধরে তাঁরা তৃণমূলে যোগদান করেন। ...বিস্তারিত পাতা ৫

অসমের গোলাঘাট জেলার দেড়গাঁওয়ে ভয়ংকর এক সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু-মহিলা সহ ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৩৫ জন। ...বিস্তারিত পাতা ৬

কুস্তি বিতর্ক ক্রমশ বিদ্রোহের চেহারা দিচ্ছে। বজরং পুনিয়া সহ দেশের আরও চার কুস্তিগির জাগ্রেব আন্তর্জাতিক আসর থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। ...বিস্তারিত পাতা ৮

কথার লড়াই বন্ধ করুন
দলের নেতাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্যাগের কথা মনে করালেন ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারিঃ বিরোধীদের প্রয়োজন হচ্ছে না। বরং দলের নেতারাই পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যেভাবে সরব হচ্ছেন, তাতে প্রতিদিনই অস্বস্তি বাড়ছে তৃণমূল কংগ্রেসের। এবার এই বিতর্ক অবসানে দলের নেতাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্যাগের কথা মনে করিয়ে দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী এবং তৃণমূলের অন্যতম শীর্ষ নেতা ফিরহাদ হাকিম। কখনও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম তাপস রায়, আবার কখনও সাংসদ অর্জুন সিং বনাম বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম। সম্প্রতি তৃণমূল নেতাদের মধ্যে একে অন্যকে প্রকাশ্যেই আক্রমণ করার প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। সামনে চলে এসেছে দলের ভিতরের নবীন প্রবীণ বিতর্ক। দল ঐক্যবদ্ধ আছে বলে বার বার বার্তা দিয়েও এই নেতাদের নিজেদের এই কথার লড়াই বন্ধ করা যাচ্ছে না। এ দিন দলের নেতাদের উদ্দেশ্যে ফিরহাদ হাকিম বলেন, ''আমি সবাইকে অনুরোধ করব। দলে সমস্যা থাকলে। দলের পার্টি অফিস আছে। সুব্রত বক্সী আছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। তাঁদের সাথে কথা বলুন। দয়া করে বিবৃতির লড়াইয়ে যাবেন না। দল এখন একটা বড় লড়াইয়ে নামছে। লড়াইয়ে যেতে হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সারা জীবনের ত্যাগ দল গঠনের পিছনে। সেটাকে নষ্ট করবেন না। আমরা ছোট বড় সবাই

সুতরাং আমাদের সকলকে একসাথে সেই লড়াই লড়তে হবে।'' এই প্রসঙ্গেই দলের নেতাদের তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্যাগের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের অন্যতম শীর্ষ নেতা। ফিরহাদ বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক ত্যাগ অনেক লড়াইয়ে আজ আমরা এই জায়গায় এসেছি। আমাদের আরও বড় একসাথে লড়াই করব। কারণ আমাদের সবার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের সমস্যা থাকলে আমরা সংবাদমাধ্যমে না বলে দলের অন্দরে বলব।'' শাসক দলের অস্বস্তি বাড়িয়ে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে কড়া একটি মন্তব্যে আপত্তি তোলেন দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। একই ভাবে প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানেই সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন দলের আর এক সিনিয়র নেতা তাপস রায়। একের পর এক এই ধরনের ঘটনায় তৃণমূলের অন্দরের বিবাদ নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ পাচ্ছে বিরোধীরা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য গতকালই কুণাল ঘোষ, ফিরহাদ হাকিম, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের মতো দলের একাধিক নেতা দাবি করেন, তৃণমূলের অন্দরে কোনও বিবাদ নেই। তৃণমূল মমতাই শেষ কথা এবং অভিষেক সেনাপতি, এমন বিবৃতি দিয়েও দলের ঐক্যের সুর তুলে ধরার চেষ্টা করেন দলের শীর্ষ স্তরের নেতারা। এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দলের নেতাদের মুখে কুলুপ দিতে আর্জি জানালেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ। কাজের কাজ কতটা হয়, সেটাই দেখার। কারণ এ দিনও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছেন তাপস রায়, আবার পূর্ব মেদিনীপুরে গিয়ে অর্জুন সিংকে আক্রমণ করেছেন কুণাল ঘোষ।

রুদ্ধদ্বারে শোনা হবে 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস' মামলা, নির্দেশ বিচারপতি অমৃতা সিনহার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারিঃ 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস' মামলায় ইতিমধ্যেই রিপোর্ট পেশ করেছে ইডি। আদালতে দেওয়া তথ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, ওই সংস্থা সংক্রান্ত কোন কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। আজ, বুধবার সেই মামলার শুনানি ছিল কলকাতা হাইকোর্টে। ইডি-র জয়েন্ট ডিরেক্টর ও ইএসআই-এর চিকিৎসকের সঙ্গে এদিন কথা বলতে চেয়েছিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। সেই মতো তাঁরা এদিন হাজিরও হয়েছেন আদালতে। কিন্তু শুনানির আগেই বিচারপতি নির্দেশ দেন, রুদ্ধদ্বার শুনানি হবে। একইসঙ্গে লাইভ স্ট্রিমিং-ও বন্ধ করার নির্দেশ দেন বিচারপতি সিনহা। মঙ্গলবার রিপোর্ট

পেশ হওয়ার পর প্রশ্ন উঠেছিল সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে নিয়ে। নিয়োগ দুর্নীতিতে অন্যতম অভিযুক্ত এই ব্যক্তি বর্তমানে এসএসকেএম-এ চিকিৎসাধীন। তদন্তের স্বার্থে তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করার প্রয়োজন হলেও, তাতে বারবার বাধা পাচ্ছে ইডি। মঙ্গলবার এ কথা শুনে বিচারপতি সিনহা নির্দেশ দিয়েছেন, একটি টিম তৈরি করতে হবে, যেখানে একজন চিকিৎসক থাকবেন, যিনি ভয়েস টেস্ট করতে পারেন। সেই টিমে থাকবেন ইডি-র জয়েন্ট ডিরেক্টরও। এরপরই চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন তিনি। এদিকে, 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস'-এর দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্য পেশ করেছে ইডি। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সাড়ে সাত কোটি টাকার সম্পত্তির হদিশ মিলেছে। সবটাই দুর্নীতির টাকা বলে দাবি করেছে ইডি। তার মধ্যে একাধিক বাড়ি আছে বলেও দাবি ইডি-র। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস'-এর নামে থাকা যে সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে কালীঘাট রোডের দুটি বহুতল। ইডি-র দেওয়া তথ্য বলছে, এর মধ্যে একটি বাড়ি কিনেছিলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ও অপরটি কিনেছিলেন অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাথমিকে ৪৩ হাজার নিয়োগের প্যানেল ১০ দিনের মধ্যে প্রকাশের নির্দেশ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারিঃ প্রাথমিকের নিয়োগ মামলায় বড় নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। ২০১৬ সালের প্রাথমিক নিয়োগ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত মামলার বুধবার শুনানি ছিল হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ! গঙ্গোপাধ্যায়ের একক বেঞ্চে। সেখানে আজ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন, ৪২ হাজার ৯৪৯ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের প্যানেল আগামী ১০ দিনের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে। যদি প্যানেল আগেই প্রকাশ হয়ে থাকে, তাহলে সেই প্যানেলের হার্ড কপি ও সফ্ট কপি উভয়ই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে যে টেট নেওয়া হয়েছিল, সেই পরীক্ষার ভিত্তিতে ২০১৬ সালে প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল। ৪২ হাজারেরও বেশি শিক্ষক পদে নিয়োগ হয়েছিল ২০১৬ সালে। সেই নিয়োগ ঘিরে বিস্তর গরমিলের অভিযোগ উঠে এসেছিল। দীর্ঘদিন ধরে একাধিক ধরনা মঞ্চ গড়ে উঠেছিল। অতীতে এই ২০১৬ সালের প্রাথমিক নিয়োগ মামলায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের মেধাতালিকা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ উঠে এসেছে। অতীতে পুরো প্যানেল বাতিল করে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছিল আদালত। আর এবার ঘুরেফিরে আবার সেই চর্চায় ২০১৬ সালের প্রাথমিকের নিয়োগের প্যানেল। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী ১০ দিনের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে ২০১৬ সালের ৪২ হাজার ৯৪৯ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের প্যানেল প্রকাশ করতে হবে। যদি এই প্যানেল ইতিমধ্যেই জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়ে থাকে, তাহলে তার হার্ড কপি ও সফ্ট কপি উভয়ই আদালতের কাছে জমা দিতে হবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।

'অভিষেকের জন্য কাজ ছেড়ে আড়াই ঘণ্টা বসেছিলাম', কালীঘাটে বললেন সাধ্বী জ্যোতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারিঃ গত বছরের অক্টোবর মাসে বকেয়া টাকার দাবিতে দিল্লি গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে খোদ পঞ্চায়েত মন্ত্রকের দফতরে গিয়ে ধরনা দিয়েছিল সেই প্রতিনিধিরা। পরে সেই দফতর থেকে তাঁদের আটক করে দিল্লি পুলিশ। তৃণমূলের অভিযোগ ছিল, দফতরে গেলেও মন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে দেখা করেননি। এবার কলকাতায় এসে পঞ্চায়েত মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি দাবি করলেন, সে দিন আড়াই ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করলেও তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি তৃণমূলের প্রতিনিধিরা। বুধবার সকালে কলকাতায় কালীঘাটে পুজো দিয়ে গিয়েছিলেন সাধ্বী জ্যোতি। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, সে দিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করবেন বলে বসেছিলেন তিনি। সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। মন্ত্রী বলেন, ''প্রথমে ওরা বলেছিল, ৫ জন দেখা করবে। তারপর বলল ১০ জন দেখা করবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যাবেন বলেছিলেন। আমি রাজি হয়েছিলাম দেখা করতে। তারপর ওরা বলল, প্রতিনিধি নয়, জনতার সঙ্গে দেখা করতে হবে।'' মন্ত্রী আরও বলেন, ''আমার খুব কষ্ট হয়, আমি নিজের কাজ ছেড়ে কথা বলতে চেয়েছিলাম বাংলার মানুষের ভালর জন্য।'' তাঁর দাবি, বাংলার মানুষের কথা ভাবা নয়, এদের মূল উদ্দেশ্যই ছিল ধরনা দেওয়া। তিনি আরও বলেন, ''আমরা কারও টাকা বন্ধ করিনি। যদি টাকা বন্ধ করাই লক্ষ্য হত, তাহলে অন্যান্য প্রকল্পের সব টাকা বন্ধ করে দেওয়া হত।'' উল্লেখ্য, দিল্লি থেকে ফিরেও বারবার এই ইস্যুতে সরব হয়েছে ঘাসফুল শিবির। রাজভবনের সামনে ধরনাও দিয়েছিলেন অভিষেক। সম্প্রতি এই বকেয়া টাকার দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহুয়া-মামলায় লোকসভার সচিবালয়কে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারিঃ ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন কাণ্ডে গত ডিসেম্বরে তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ মহুয়া মৈত্রের লোকসভার সদস্যপদ খারিজ হয়ে গেছিল। লোকসভার সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন মহুয়া। সেই ঘটনায় বুধবার লোকসভার সচিবালয়কে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। তিন সপ্তাহের মধ্যে এই ঘটনায় একটি রিপোর্ট পেশ করার জন্য লোকসভার সচিবকে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। যদিও মহুয়াকে লোকসভার অধিবেশন কিংবা অন্য কাজে তাঁকে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেয়নি আদালত। মহুয়ার বিরুদ্ধে টাকা এবং দামি উপহারের বিনিময়ে ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি দর্শন হীরানন্দানিকে লোকসভার ওয়েবসাইটের লগইন ক্রেডেনশিয়ালস দিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনায় মহুয়াকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল লোকসভার এথিক্স কমিটি। তাঁর সাংসদ পদও খারিজ করে দেওয়া হয়। তারপরেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মহুয়া। তিনি জানিয়েছিলেন, এই ঘটনায় এথিক্স কমিটির তাঁকে বহিষ্কার করার ক্ষমতা নেই এবং হীরানন্দানির কাছ থেকে তাঁর ঘুষ নেওয়ার কোনও প্রমাণ নেই। তিনি আরও জানান, এথিক্স কমিটি তাঁকে হীরানন্দানি এবং তাঁর প্রাক্তন বন্ধু জয় অনন্ত দেহাদরাইকে জেরা করার অনুমতি দেয়নি, যিনি আসলে মহুয়ার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছিলেন। এর মধ্যেই নতুন করে মহুয়ার বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের কাছে নালিশ জানালেন তাঁর প্রাক্তন বয়ফ্রেন্ড জয় অনন্ত দেহাদরাই। এই একই অভিযোগ তিনি জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহর কাছেও। এবার সিবিআই ডিরেক্টরের প্রবীণ সুদের কাছে চিঠি লিখে জয় অনন্ত দেহাদরাই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে তাঁর ফোনে বেআইনি ভাবে আড়িপাতা হতে পারে বা নজরদারি চালানো হতে পারে। তাঁর অভিযোগ, মহুয়া এর আগেও তাঁর এক প্রাক্তন বয়ফ্রেন্ডের ফোনে এভাবে নজরদারি চালিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কোনও অফিসারের সাহায্য নিয়ে সুহান মুখোপাধ্যায় নামে সেই বয়ফ্রেন্ডের কল ডিটেল রেকর্ড বের করেছিলেন। কারণ, তাঁর সন্দেহ ছিল সুহান মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে হেলেনা লার্চ নামে এক মহিলার সম্পর্ক রয়েছে। জয় অনন্তের দাবি, সেই কল ডিটেল রেকর্ড তাঁকে হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করেছিলেন মহুয়া। সেই সব হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের স্ক্রিনশটও সিবিআইয়ের কাছে পেশ করেছেন জয় অনন্ত। তাঁর অভিযোগ, মহুয়া তাঁর ক্ষমতা অপব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মাধ্যমে নজরদারি চালানোর কাজ আগেও করেছেন। তাঁর আশঙ্কা যে তাঁর ফোনেও আড়ি পাতা হচ্ছে বা নজরদারি চালানো হচ্ছে।

বাড়িতে বসেই চিকিৎসা করাতে চান, এবার নতুন আবদার পার্থর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারিঃ বার বার জামিনের আবেদন। যেন তেন প্রকারে জামিন পেতে মরিয়া নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার পার্থ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু জামিন মিলছে না রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর। বুধবারও আদালতে জামিনের জন্য আর্জি জানান পার্থর আইনজীবী। যে কোনও শর্তের বিনিময়ে যাতে জামিন মঞ্জুর করা হয়, সেই আর্জি রাখা হয় আদালতের কাছে। আর এবার আইনজীবী মারফত একেবারে নতুন আবদার পার্থর। জেলবন্দি দশায় তাঁর ঠিকঠাক চিকিৎসা হচ্ছে না বলেই আদালতে জানান পার্থর আইনজীবী। তাই এবার বাড়ি বসেই চিকিৎসা করাতে চান পার্থ চট্টোপাধ্যায়। গ্রুপ সি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আজ পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে আদালতে পেশ করা হয়েছিল। যদিও পাল্টা সিবিআই-এর আইনজীবী এই আবেদনের বিরোধিতা করেন। কোনওভাবেই যাতে পার্থর জামিন না হয়, সেই দাবি জানান তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী। শেষ পর্যন্ত এদিনই পার্থর জামিনের আর্জি খারিজ করে দেয় আদালত। আগামী ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত এই মামলায় পার্থকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

সুদীপের ফাইল খোলার হুঁশিয়ারি দিয়ে তাপস বললেন
'ও সাদা হাতি, অনুৎপাদক'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারিঃ উত্তর কলকাতার রাজনীতিতে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম তাপস রায় সংঘাত এবার চরমে পৌঁছল। এতটাই যে এসপার ওসপার করার হুঁশিয়ারি দিয়ে বরানগরের বিধায়ক তাপস এদিন বলেন, ''ওঁর সব ফাইল আমার কাছে রাখা আছে। সাদা হাতি বলেছিল, তৃণমূলটাই উঠে যাবে।'' পঞ্চায়েত ভোটের আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন নবজোয়ার যাত্রা করে বাংলা গ্রামেগঞ্জে ঘুরছেন, তখন সুদীপ বিলেতে ফটো তুলে বেড়াচ্ছিলেন বলে অভিযোগ তাপসের। অভিষেককে এ ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন, ''পঞ্চায়েত ভোটের সময়ে দলের একজন সাংসদ কেন ন্যূনতম দায়িত্ব কেন পালন করবেন না! কেন শুধু কোলে মার্কেটে গিয়ে একটা সভা করে দায় সারবেন? লোকসভা ভোটে ওকে ফের প্রার্থী করা হলে কেন ওঁর হয়ে কেউ প্রচার করবে?'' সুদীপের বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ এবার নতুন মোড়কে এনেছেন তাপস। অভিষেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, ''সুদীপ অকেজো। তাঁকে দিয়ে দলের কোনও উপকার হবে না।'' তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে সুদীপ বলেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না থাকলে বাংলা ছাগলের তৃতীয় সন্তান হয়ে যাবে। নতুন করে সংঘাতের সূত্রপাত সেখান থেকেই। তাপস রায় মঙ্গলবার বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না থাকলে মানে কী? বালাই ষাট। সুদীপ নিজে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেয়ে দশ-বারো বছরের বড়।'' তাপসের একথা শুনে সুদীপ আবার বলেছিলেন, ''একটা প্রবাদ রয়েছে, হাতি চলে বাজার...।'' বুধবার এরই পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় তাপস রায় বলেছেন, ''ও হল সাদা হাতি। আনপ্রোডাক্টিভ। অনুৎপাদক। সুব্রতদা (পড়ুন সুব্রত মুখোপাধ্যায়) অবশ্য বলতেন, দেখ কেমন পেঙ্গুইনের মতো হেঁটে আসছে।'' সম্প্রতি নেতাদের প্রোডাক্টিভিটির প্রসঙ্গ তুলেছিলেন অভিষেক। তিনি বলেছিলেন, ত্রিশ-চল্লিশ বছর বয়সে যেরকম দৌড় ঝাঁপ করে কাজ করা যায়, সত্তর বছর বয়সে সেই প্রোডাক্টিভিটি থাকে না। সুদীপের বয়স ৭০ পেরিয়ে গিয়েছে অনেক আগেই। এদিন সেই কথাটাই তাপস

ফের বোঝাতে চেয়েছেন। তাৎপর্যপূর্ণ হল, গত বছর খানেকের বেশি সময় ধরে তাপস রায় যে লাগাতার সুদীপের সমালোচনা করে চলেছেন, তা নিয়ে কিন্তু দল কখনওই তাঁকে টেনে ধরেননি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এক বারও বারণ করেননি তাপস রায়কে। বা ডেকে বলেননি, এটা কেন করছ? বরং তাপস রায়ের সঙ্গে ইদানীং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক ও তালমিল যে ভাল তা দৃশ্যত স্পষ্ট। গত শনিবার অভিষেকের আমন্ত্রণে তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজেও গিয়েছিলেন তাপস। এদিন তাপসবাবু বলেন, ''সুদীপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামীদের পছন্দ করেন না। উত্তর কলকাতায় উনি সমান্তরাল ব্যবস্থা চালাতে চান। ভুলে গেলে চলবে না, উনি ৬ বছরের জন্য দল ছেড়েছিলেন। বলেছিলেন, ৬ মাসের মধ্যে তৃণমূল উঠে যাবে। সেই সময় আর যা বলেছিলেন, সেই সব কাগজ রেডি করেছি।'' একদা সুদীপের বিরুদ্ধে ভুসি কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছিল। সেই সব ফাইলও তাপসবাবু রেডি করে রেখেছেন বলে ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন।

মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে কড়া পদক্ষেপ পর্ষদের

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩ জানুয়ারিঃ কখনও পরীক্ষা শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে কখনও বা পরীক্ষা শুরুর এক ঘণ্টার মধ্যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। প্রায় প্রত্যেকবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত অভিযোগ ওঠে। চলতি বছরেও ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেজন্য একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। অর্থাৎ হাতে মাত্র আর ১ মাস। পরীক্ষা শেষ হবে ১২ ফেব্রুয়ারি। বেলা ১১টা ৪৫ থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত চলবে পরীক্ষা। এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় সাত লক্ষ। বুধবার পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মুর্শিদাবাদ কার্যালয়ে চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি সংক্রান্ত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। বৈঠক শেষে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে একগুচ্ছ পদক্ষেপের কথা জানান তিনি। পর্ষদ সভাপতি বলেন, ''কী কী কারণে প্রশ্নপত্র ফাঁস হতে পারে, তা নিয়ে আলোচনার পর আমরা কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আশা করছি, এবারে প্রশ্নপত্র ফাঁস ১০০ শতাংশ আটকানো যাবে।''

চাইনিজ নিউমোনিয়া ছড়িয়েছে কলকাতাতেও? আক্রান্ত বালিকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারিঃ কলকাতায় এসে গেল চাইনিজ নিউমোনিয়া। শহরে মিলল এই রোগের পিছনে থাকা 'মাইকোপ্লাজমা নিউমোনি' ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণের অস্তিত্ব। এই রোগে আক্রান্ত হয়ে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১০ বছরের এক বালিকা। আর এতেই কিছুটা উদ্বেগ ছড়িয়েছে নানা মহলে। গত নভেম্বরে চিনে অজানা নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে অসংখ্য শিশু হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। বেশ কয়েক জনের মৃত্যুও হয়। বিষয়টি চিনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, আমেরিকাতেও ওই নিউমোনিয়ার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছিল। বহু শিশু, কিশোর-কিশোরীরা তাতে আক্রান্ত হয়। প্রথম দিকে এটিকে বিশেষ ধরনের নিউমোনিয়া বা অজানা নিউমোনিয়া বলা হচ্ছিল। তার পরে এটিকে হোয়াইট লাং সিনড্রোমও বলা হয়। পরে বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন এর পিছনে থাকা ব্যাকটিরিয়াটির ভূমিকার কথা। কলকাতায় আক্রান্ত বালিকা বর্তমানে পার্ক সার্কাসের এক শিশু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলেই দাবি চিকিৎসকদের। তবে এটি সত্যিই চাইনিজ নিউমোনিয়া কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে চিকিৎসক মহলে। চিকিৎসক জয়দেব রায় এক দৈনিক সংবাদপত্রে জানিয়েছেন, ওই ব্যাকটিরিয়া নতুন নয়। সমস্ত রোগীর রেসপিরেটরি প্যানেল পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না বলে হয়তো সহজে এর অস্তিত্ব জানা যায় না। তাঁর বক্তব্য, এটি চাইনিজ নিউমোনিয়া কি না, তা বুঝতে একটু সময় লাগবে। গত এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দিল্লি এমস্ নিউমোনিয়া আক্রান্ত প্রায় ৬০০ শিশুর উপরে একটি সমীক্ষা চালায়। তাতে সাত জনের শরীরে এই বিশেষ জীবাণুটি অর্থাৎ মাইকোপ্লাজমা নিউমোনি ব্যাকটিরিয়ার খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। এই রোগের উপসর্গগুলি কী কী? কলকাতার আক্রান্ত বালিকার তীব্র জ্বর, সর্দি-কাশি ছিল। শ্বাসকষ্টের কারণেই তাকে ২৫ ডিসেম্বর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বালিকার চিকিৎসক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, সিটি স্ক্যানে ধরা পড়ে, সে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত। কী কারণে ফুসফুসের অনেকটা অংশ জুড়ে নিউমোনিয়া ছড়িয়েছে, তা জানতে রেসপিরেটরি প্যানেল পরীক্ষা করা হয়। তখন দেখা যায়, ওই বালিকা মাইকোপ্লাজমা নিউমোনি ব্যাক্টিরিয়ায় আক্রান্ত। হাসপাতাল সূত্রের খবর, প্রথমে ওই বালিকাকে অক্সিজেন দেওয়া হলেও এখন খুলে দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসক জানিয়েছেন, অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করেছে বালিকার শরীরে। সুতরাং ওই ব্যাকটিরিয়ায় আক্রান্ত হলেই চিন বা আমেরিকার মতো অবস্থা হবে, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। বরং সতর্ক থাকতে হবে। তাহলেই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। আপাতত এটি নিয়ে আলোচনা চলছে, কলকাতার 'মাইকোপ্লাজমা নিউমোনি'ই কি চাইনিজ নিউমোনিয়ার পিছনে থাকা ব্যাকটিরিয়াটি- তা নিয়ে। বিষয়টি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সচেতন থাকতে বলছেন চিকিৎসকরা।

লোকসভা ভোটের আগেই লাগু হবে সিএএ! ধারা প্রস্তুত, আবেদনের পোর্টালও তৈরি

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারিঃ বিল থেকে আইন হয়েছিল ৪ বছর আগেই। তারপর চলছিল ধারা প্রস্তুত করা। সেসব কাজ নাকি এখন শেষ পর্যায়ে। আর তারপর আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগেই চালু হতে চলেছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লোকসভায় পাশ হয়েছিল নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। তারপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সংসদের উচ্চকক্ষে সেই বিল পেশ করার পর রাজ্যসভাতেও তা পাশ হয়ে আইনে পরিণত হয়। অন্য ধর্মের মানুষদের এই আইনের আওতায় আনলেও নির্দিষ্ট করে মুসলমানদের তার অধীনে না আনার জন্য রাজনীতিবিদ এবং সাধারণ নাগরিকদের তুমুল আপত্তি এবং সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। কিন্তু সেসব সত্ত্বেও সেই বিল সংসদের দুই কক্ষে পাশ হয়ে আইনে পরিণত হয়েছিল। এবার ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেই তা লাগু হতে চলেছে বলে জানা যাচ্ছে। এই আইনের লক্ষ্য, মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে নিপীড়িত হয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া হিন্দু, পার্সি, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন এবং খ্রিস্টানদের নাগরিকত্ব প্রদান করা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে মুসলিম শরণার্থীদের ধর্মের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া, বিশেষত তারা নিজেদের দেশে হয়েছিল। কিন্তু প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভ সত্ত্বেও সরকার আইন প্রত্যাহার তো করেইনি, উল্টে সেটির ধারাগুলি তৈরি করা হচ্ছিল। সূত্রের খবর, ধারাগুলি ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

নির্যাতিত হচ্ছে কিনা তা না দেখেই, সেই সঙ্গে এনআরসির জোড়া ফলায় দেশজুড়ে হাজার হাজার মানুষ এই আইনের প্রতিবাদে পথে নেমেছিলেন। একাধিক হিংসার ঘটনাও ঘটেছিল। বাস, ট্রেনে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করা সিএএ-র অধীনে নাগরিকত্বের আবেদন করার জন্য একটি অনলাইন পোর্টালও তৈরি হয়ে গেছে। এই আইনের অধীনে নাগরিকত্বের আবেদন জানামতে গেলে আগে জানাতে হবে আবেদনকারী কত সালে তাঁরা বৈধ কাগজ ছাড়াও ভারতে ঢুকেছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে কোনও নথি চাওয়া হবে না। যাঁরা ২০১৪ সালের পরে আবেদন করেছেন, তাঁদের আবেদন নতুন নিয়ম অনুসারে বিচার করা হবে। মূল আইনে ভারতে প্রবেশের নির্ধারিত সময়সীমা- যা ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল, তা সম্ভবত বাড়ানো হবে বলে জানা গেছে। গত কয়েক বছর ধরে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতারা বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং সমাবেশে সিএএ বাস্তবায়িত করার কথা একাধিকবার তুলে ধরেছেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আইনটি শীঘ্রই কার্যকর হবে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন, ''দিদি প্রায়ই আমাদের উদ্বাস্তু ভাইদের সিএএ নিয়ে বিভ্রান্ত করেন। আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি যে সিএএ দেশের আইন এবং কেউ এটিকে আটকাতে পারবে না। সবাই নাগরিকত্ব পাবেন। এটা আমাদের দলের অঙ্গীকার।'' সিএএ-এর আইনি বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে একগুচ্ছ পিটিশন সুপ্রিম কোর্টে এখনও বিচারাধীন। গত অক্টোবরে এই আইনের পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার আদালতে একটি হলফনামা দাখিল করে জানায়, এই আইন সম্পূর্ণ বৈধ।

সাবিত্রীবাই ফুলেকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা বিজেপির

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি ঃসাবিত্রীবাই ফুলেকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে বিজেপি। বুধবার নারী মুক্তি আন্দোলনের মহান নেত্রী সাবিত্রীবাই ফুলের জন্মবার্ষিকী পালন করছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। এই মহান নেত্রীর সামাজিক অবদানের কথাও স্মরণ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)।বিজেপির পক্ষ থেকে এদিন সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ পোস্ট করে লেখা হয়েছে, দেশের প্রথম মহিলা শিক্ষক, নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত ও সমাজসেবী সাবিত্রীবাই ফুলেকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে জানাই শত সহস্র শ্রদ্ধা।

হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ঠিকানায় ইডি-র তল্লাশি

রাঁচি, ৩ জানুয়ারি ঃঅবৈধ খনি মামলায় ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ঠিকানায় তল্লাশি অভিযানে নামল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বুধবার সকালে হেমন্ত সোরেনের প্রেস উপদেষ্টা অভিষেক প্রসাদ ওরফে পি ন্টুর বিরুদ্ধে ইডি অভিযান চালায়, পি ন্টুর বাড়ি ঘিরে রেখেছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।হেমন্ত সোরেনের প্রেস উপদেষ্টা অভিষেক প্রসাদের বাড়ি ছাড়াও সাহেবগঞ্জ জেলা প্রশাসকের বাড়ি এবং মোট ১২টি স্থানে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে বলে ইডি সূত্রের খবর। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, অবৈধ খনি মামলায় এই তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।

ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা কমল দিল্লিতে, বুধেও প্রভাবিত রেল পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি ঃহাড় কাঁপানো ঠান্ডায় কাঁপছে জাতীয় রাজধানী দিল্লি, শীতের দাপটে জবুথবু অবস্থা গোটা উত্তর ভারতজুড়ে। হরিয়ানা, পঞ্জাব, উত্তর ও পূর্ব রাজস্থান, পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশে ঠান্ডা এতটাই বেশি যে সকালের দিকে আগুনের তাপ নিতে দেখা যাচ্ছে মানুষজনকে। সর্বত্রই এখন জমজমাট ঠান্ডা। দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য বুধবার সকালেও ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল, ফলে দৃশ্যমানতা অনেকটাই কমে যায়।এদিকে, খারাপ আবহাওয়া কারণে রাজধানী দিল্লিতে এদিনও সমস্যার মধ্যে প।ছেন সাধারণ মানুষজন। দিল্লিতে এদিন সকালে বিঘ্নিত হয়েছে ট্রেন পরিষেবা। ঘন কুয়াশা ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে ২৬টি ট্রেন বিলম্বে চলাচল করেছে। এই ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে - ভোপাল-নিজামউদ্দিন, ভুবনেশ্বর-নতুন দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস, চেন্নাই-নতুন দিল্লি দুরন্ত এক্সপ্রেস, প্রয়াগরাজ-নতুন দিল্লি এক্সপ্রেস প্রভৃতি।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমার প্রবণতা রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায়, বেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ২ ডলার থেকে ৭৬ ডলার কমেছে এবং ডব্লুটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭১ ডলারে নেমে এসেছে। সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি বুধবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৬.৭২ টাকা, ডিজেল ৯০.০৮ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৬.৩১ টাকা, ডিজেল ৯৪.২৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা, ডিজেল ৯২.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৪ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের তৃতীয় দিনে প্রথম দিকে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ০.০৬ ডলার বা ০.০৮ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৭৫.৮৩ ডলারে রয়েছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টরটারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ০.০২ বা ০.০৩ শতাংশ কমে ৭২.৭৩ ডলারে লেনদেন করছে।

নির্বাচনী প্রচারে যাওয়া রুখতে কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করতে চায় মোদী সরকারঃসৌরভ ভরদ্বাজ

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি ঃ অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর উপর্যুপরি সমনের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাল আম আদমি পার্টি (এএপি)। বুধবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দিল্লির মন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ বলেছেন, নির্বাচনী প্রচারে যাওয়া রুখতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করতে চায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন মোদী সরকার। প্রসঙ্গত, ইডি-র সমনে বুধবারও হাজিরা দেননি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়াল। ৩ জানুয়ারি তাঁকে ইডি-র দফতরে এসে দেখা করতে বলেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। এই মর্মে গত ২২ ডিসেম্বর অরবিন্দকে সমন পাঠানো হয়েছিল। বুধবার ছিল সেই দিন। তবে সকালেই আম আদমি পার্টির (আপ) প্রধান অরবিন্দ জানিয়ে দেন, তিনি ইডি দফতরে আসছেন না। কেন আসছেন না, তার কারণও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।এরপরই সাংবাদিক সম্মেলন করেন দিল্লির মন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ। তিনি বলেছেন, এখনও পর্যন্ত, ইডি অথবা কেন্দ্র কেউই আমাদের জানায়নি যে তাঁরা কী ক্ষমতায় অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ডাকছেন, তিনি সাক্ষী অথবা অভিযুক্ত নন। (সমনের) সময়ের কারণেও প্রশ্ন ওঠে। যখন সমস্ত দল লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন কেন্দ্রীয় সরকার অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করার ষড়যন্ত্র করছে, যাতে তিনি নির্বাচনের প্রচার করতে না পারেন। সৌরভ আরও বলেছেন, মণীশ সিসোদিয়া ১ বছর ধরে বন্দি রয়েছেন। তাঁরা মণীশ সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ জোগাড় করতে পারেনি এবং এখন অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতারের প্রস্তুতি চলছে। দেশের বিরোধী দলের নেতাদের গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে অনেক মামলা উঠলেও তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে মুকুল রায়, পেমা খান্ডু, অজিত পওয়ার, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সকলের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছিল বিজেপি এবং তারপরে তাঁরা বিজেপিতে যোগ দিয়েছিল।

অরবিন্দ কেজরিওয়াল হলেন কট্টর বেইমানঃগৌরব ভাটিয়া

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি ঃ অরবিন্দ কেজরিওয়াল হলেন কট্টর বেইমান, বুধবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান কেজরিওয়ালের ইডির সমন এড়ানো প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেন বিজেপির মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া। বুধবার বিজেপির মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া একটি সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন।আবগারি দুর্নীতি মামলায় কেজরিওয়ালের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর সমন এ।য়ে যাওয়া প্রসঙ্গে তোপ দেগেছেন বিজেপির মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া। বুধবার আবগারি দুর্নীতি মামলায় কেজরিওয়ালকে ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি, কিন্তু এদিনকে সকালেই এএপি দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিনি ইডির দফতরে যাবেন না।বুধবার বিজেপির মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল ইডিকে সমন ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য একটি চিঠি লিখেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে ৫টি রাজ্যে নির্বাচন রয়েছে এবং আমি একজন তারকা প্রচারক তাই আমি সমনে হাজিরা দেব না, কিন্তু আসল তথ্য হল, এএপি দল মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং ছত্তিশগড়ে নোটার থেকেও কম ভোট পেয়েছে। বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া আরও বলেছেন, কট্টর বেইমান হলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। যিনি একসময় বলতেন যে আমাদের ভারত থেকে দুর্নীতি নির্মূল করতে হবে, কিন্তু বর্তমানে তিনি এখন এমন একজন দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন যিনি মনে করছেন যে তিনি আইনের উর্ধ্বে চলে গেছেন।

সেবি-তেই ভরসা শীর্ষ আদালতের, আদানি-হিন্ডেনবার্গ মামলায় সিট গঠনের দাবি ওড়াল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি ঃ আদানি-হিন্ডেনবার্গ মামলায় গৌতম আদানির সংস্থার ভবিষ্যতের রাশ রইল সেবি-র হাতেই। সেবি-তেই আস্থা রেখে আদানি-হিন্ডেনবার্গ মামলায় সিট গঠনের দাবি উড়িয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার কেন্দ্রীয় সরকার ও সেবি-কে নিয়ন্ত্রক কাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। এরপরই সিট তদন্তের দাবি খারিজ করে দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত।সর্বোচ্চ আদালত এদিন সেবি-কে নির্দেশ দিয়েছে, আদানি-হিন্ডেনবার্গ ইস্যুতে ২৪টির মধ্যে দু'টি মুলতুবি হয়ে থাকা মামলার তদন্ত ৩ মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং সেবি আদালত-নিযুক্ত প্যানেলের সুপারিশের ভিত্তিতে কাজ করার কথা বিবেচনা করবে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, সেবি-র নিয়ন্ত্রক কাঠামোতে প্রবেশের ক্ষেত্রে এই আদালতের ক্ষমতা সীমিত। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে খুশি ব্যক্ত করেছেন গৌতম আদানি। তিনি সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের রায় বুঝিয়ে দিল, সত্যের জয় হয়েছে। যারা আমাদের পাশে থেকেছেন তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। ভারতের প্রবৃদ্ধির গল্পে আমাদের নম্র অবদান অব্যাহত থাকবে।

সুখদেব সিং খুনের মামলায় তপর এনআইএ, হরিয়ানা ও রাজস্থানের ৩১টি ঠিকানায় অভিযান

চন্ডীগড় ও জয়পুর, ৩ জানুয়ারি ঃ শ্রী রাষ্ট্রীয় রাজপুত করণী সেনার প্রধান সুখদেব সিং গোগামেদি খুনের ঘটনায় এবার তপর হয়ে উঠল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। বুধবার সকাল থেকে গোগামেদি খুনের ঘটনায় হরিয়ানা ও রাজস্থানের মোট ৩১টি স্থানে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। হরিয়ানার মহেন্দ্রগড়ে এদিন সকাল থেকে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছেন এনআইএ আধিকারিকরা। তল্লাশি অভিযান চালানো হয় রাজস্থানের জয়পুরেও।উল্লেখ্য, বেশ কিছু দিন রাজস্থানের জয়পুরে ' রাষ্ট্রীয় রাজপুত করণী সেনা'-র প্রধান গোগামেদিকে গুলি করে খুন করা হয়। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, নিহত নেতার সামনে বসে রয়েছে কয়েক জন। গোগামেদি যখন নিজের ফোন দেখতে ব্যস্ত, সেই সময় হঠাই উঠে দাঁড়িয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে তারা। পুলিশের তরফে জানানো হয়, গোগামেদিকে লক্ষ্য করে মোট ৫টি গুলি চালানো হয়। শেষ গুলিটি নিহতের মাথায় লাগে। এই ঘটনার তদন্ত করছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা।

রাজ্যে বন্ধ রেজিস্ট্রি ম্যারেজ! কী কারন জানেন?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ওয়েস্ট বেঙ্গল ম্যারেজ রেজিস্ট্রার জেনারেলের অফিস এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানাল মঙ্গলবার থেকে রাজ্যে বন্ধ আইনি বিয়ে। ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বহাল থাকবে এই নিষেধাজ্ঞা।২০১৯ সাল থেকে পোর্টাল মারফ এরাজ্যে আইনি বিয়ে নথিভুক্ত করার কাজ শুরু হয়। ২০২২ সালের ১ নভেম্বর থেকে রেজিস্ট্রি ম্যারেজের জন্য বায়োমেট্রিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট যাচাই করার ব্যবস্থা চালু হয়। এখানেই শুরু হয় সমস্যা। অনেক ক্ষেত্রেই বর-কনের, এমনকী আধিকারিকদের আঙুলের ছাপ না মেলায় নির্দিষ্ট দিনে বিয়ের নিবন্ধন ব্যর্থ হয়েছে। এই জাতীয় সমস্যা এড়াতে পোর্টালের রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। তারজন্যই এই চারদিন রেজিস্ট্রি ম্যারেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর। নবান্নর এই নিষেধাজ্ঞায় বিপাকে পড়েছেন রাজ্যের বহু যবুক-যবুতী।কারণ এই চারদিনে হাজার খানেকের বেশি রেজিস্ট্রি ম্যারেজের আবেদন জমা পড়েছিল।সবই স্থগিত হয়ে গেল। রক্ষণাবেক্ষণের কাজ অবশ্য ৩১ ডিসেম্বর রাত দশটা থেকে শুরু হয়েছে। সোমবার ভোর তিনটে পর্যন্ত কাজ চলেছে।উল্লেখ্য, এর আগেও রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে তিন-চার ঘণ্টা পোর্টাল বন্ধ রাখা হয়েছে। কিন্তু টানা চার দিন বন্ধ থাকার নজির এই প্রথম।

পরিস্রুত জল সরবরাহের কাজ শেষ করার সময়সীমা বেঁধে দিল আদালত

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জলে আর্সেনিকের উপস্থিতি নিয়ে গত মার্চে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করে জাতীয় পরিবেশ আদালত। সেই মামলাতেই পুরসভা আদালতে হলফনামা জমা দিয়ে জানায়, শহরের প্রায় সমস্ত প্রান্তেই পাইপলাইনের মাধ্যমে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া গিয়েছে।পুরসভার হিসাব জানাচ্ছে, ইতিমধ্যেই শহরের ৫ লক্ষ ' পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। যা শহরের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯৮ শতাংশ। বাকি পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।যার পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের নির্দেশ, পাঁচ বছর নয়, এই প্রকল্প আগামী তিন বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে হবে।ভপরিশুদ্ধ পানীয় পরিসেবা প্রসঙ্গে পুরসভা জানায় , ভূগর্ভস্থ জলস্তর ' জন্য বৃষ্টির জল সংরক্ষণ নীতি বাস্তবায়নের উপরেও জোর দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে ২০ হাজার বর্গমিটার বা তার বেশি এলাকা জুড়ে আবাসন, বহুতলের ক্ষেত্রে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ নীতি (রেনওয়াটার হারভেস্টিং) ২০১৯ সালে ' এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি'-র নির্দেশিকা অনুযায়ী বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।ভপ্রসঙ্গত, সংশ্লিষ্ট মামলায় পুরসভার আইনজীবী পৃথ্বীশ বসু বলছেন, ' নির্দেশমতো নির্দিষ্ট সময়েই পানীয় জল সরবরাহের পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ শেষ করা হবে।''

বিক্রি হবে দাউদের বাড়ি! নিলামে ডনের ১৯ কোটির সম্পত্তি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ আগামী ৫ জানুয়ারি কুখ্যাত ডন দাউদ ইব্রাহিমের বাড়ি সহ তার অন্যান্য একাধিক জিনিপত্র বিক্রি হয়ে যাবে। জানা গিয়েছে, ওইদিন নিলামে তোলা হবে দাউদের ছোটবেলার বাড়ি। এছাড়াও বিক্রি হবে মুম্বইয়ে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ মামলার মূলচক্রীর তিনটি সম্পত্তি। SAFEMA আইনের আওতায় দাউদের এই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।মহারাষ্ট্রের মুম্বাকে গ্রামে দাউদের বা।-সহ চারটি ফার্ম হাউস বিক্রি হবে এই নিলামে। প্রত্যেকটি বা।হি দাউদের মা আমিনা বাইয়ের নামে নথিভুক্ত ছিল বলে জানা গিয়েছে। বর্তমান বাজার অনুযায়ী চারটি বাড়ির দাম প্রায় ১৯.২ কোটির কাছাকাছি। আগামী শুক্রবার তিনভাবে এই বাড়িগুলোর নিলাম হবে। মুখবন্ধ খামে টেন্ডার ডাকার পাশাপাশি ই-অকশনেও এই সম্পত্তি কেনা যাবে। উল্লেখ্য, অর্থমন্ত্রকের অধীনে SAFEMA আইন মোতাবেক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল দাউদের সম্পত্তি।ভপ্রসঙ্গত, গত নয়বছরে দাউদের মোট ১১টি সম্পত্তি নিলাম করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি রেস্তরাঁ বিক্রি হয়েছে ৪.৫৩ কোটি টাকায়। গেস্ট হাউসের দাম উঠেছে ৩.৫২ কোটি টাকা। এছাড়াও ৩.৫৩ কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছিল দাউদের ৬টি ফ্ল্যাট। এবার বিক্রি হবে মুম্বাকেতে দাউদের ছোটবেলার বাড়ি। ১৯৮৩ সালে মুম্বই আসার আগে এই বা।তিতেই থাকতেন কুখ্যাত ডন।ভউল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই খবর ছড়িয়ে পড়ে, শরীরে বিষক্রিয়ার জেরে করাচির হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে দাউদ ইব্রাহিমকে। দাউদের অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে প।তেই গোটা পাকিস্তান জুড়ে ইন্টারনেট পরিষেবায় কড়াকড়ি শুরু হয়।তবে সূত্রের খবর , দাউদ সুস্থই আছেন।

তিন রামলালার ভোটযুদ্ধ শেষ! কার বানানো মূর্তি গর্ভগৃহে স্থান পাচ্ছে, জানেন?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে রামমন্দিরের গর্ভগৃহে রামলালার কোন মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হবে, গত শুক্রবারই শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের বৈঠকে তা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। এ বার প্রকাশ্যে এল সেই মূর্তির রূপকারের নাম। সোমবার রাতে এক্স হ্যান্ডলে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী জানিয়েছেন, যে মূর্তিটি গর্ভগৃহে থাকছে, তার ভাস্কর অরুণ যোগিরাজ। তিনি কর্নাটকের বাসিঃদা।গত রবিবার মন্ত্রী সমাজমাধ্যমে লেখেন, প্রভু রামের প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য মূর্তি বাছাইয়ের কাজ চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। প্রভু রামের যে মূর্তিটি অযোধ্যায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, সেটি বানিয়েছেন দেশের প্রখ্যাত ভাস্কর অরুণ যোগিরাজ। মূর্তির সঙ্গে যোগিরাজের একটি ছবি এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেন মন্ত্রী। যোগিরাজকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কর্নাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা বিএস ইয়েদুরাপ্পা। যোগিরাজের মা সংবাদ সংস্থা এএনআইকে জানিয়েছেন, মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিন তিনি অযোধ্যায় যাবেন।ভজ্ঞাত শুক্রবার রামের তিনটি মূর্তির মধ্যে ভোটাভুটি হয়েছিল। তিনটি মূর্তি বানিয়েছিলেন, দেশের তিন জন আলাদা আলাদা শিল্পী। তার মধ্যে যোগিরাজের বানানো মূর্তিটি সেরা বলে বিবেচিত হয়। তবে ট্রাস্টের তরফে জানানো হয়েছে, তিনটি বিগ্রহই মন্দিরে থাকবে এবং সমান গুরুত্ব পাবে। ওই তিন মূর্তি এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, আগামী ১০০০ বছরে তার কোনও সংস্কারের প্রয়োজন হবে না।ট্রাস্ট সূত্রে খবর, নির্বাচিত মূর্তিটিতে রামের পাঁচ বছর বয়সি রূপের আদল ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মূর্তিসজ্জার জন্য তাঁর হাতে আলাদা করে বসানো হয়েছে তির এবং ধনুক। মূর্তিটির উচ্চতা ৫১ ইঞ্চি। তুলসীদাস রচিত রামচরিতমানস এবং মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ মহাকাব্যে রামের যে রূপ বর্ণনা করা হয়েছে, হুবহু সেই আদলেই এই মূর্তি গঠিত।

'আজাদি কা অমৃত কাল'-এ উন্নত ভারত গড়তে বড় ভূমিকা পালন করেছে লাক্ষাদ্বীপঃপ্রধানমন্ত্রী

কাভারত্তি, ৩ জানুয়ারি ঃ 'আজাদি কা অমৃত কাল'-এ উন্নত ভারত গড়তে বড় ভূমিকা পালন করেছে লাক্ষাদ্বীপ। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, লাক্ষাদ্বীপকে আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরার চেষ্টা করছে ভারত সরকার। বুধবার লাক্ষাদ্বীপের কাভারত্তিতে ১,১৫৬ কোটি টাকা মূল্যের বেশ কয়েকটি উন্নযন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এখানে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক জি-২০ বৈঠকের কারণে লাক্ষাদ্বীপ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে, লাক্ষাদ্বীপে দুটি 'ব্লু ফ্ল্যাগ' সৈকতও রয়েছে।প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ২০২০ সালে আমি একটি গ্যারান্টি দিয়েছিলাম, এক হাজার দিনের মধ্যে আপনাদের উচ্চ-গতির ইন্টারনেট সরবরাহ করা হবে। আজ কোচি-লাক্ষাদ্বীপ সাবমেরিন অপটিক্যাল ফাইবার প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে, এবং এটি এখানে উচ্চ-গতির হন্টারনেট সরবরাহ করবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের অগ্রাধিকার হল ভারতের প্রতিটি অঞ্চল এবং প্রতিটি নাগরিকের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনা। আজ এখানে প্রায় ১,২০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করা হয়েছে। এগুলি হন্টারনেট, বিদ্যুৎ, জল, স্বাস্থ্য ও শিশু যত্ন সম্পর্কিত প্রকল্প।

ভেসেলে ওঠার সময় অসুস্থতা! গঙ্গাসাগরে আসার পথে মৃত্যু রাজস্থানের পুণ্যার্থীর

কাকদ্বীপ, ৩ জানুয়ারি ঃ মেলা শুরু হওয়ার আগে গঙ্গাসাগর আসার পথে মৃত্যু হল এক পুণ্যার্থীর। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটায় ঘটনাটি ঘটে কাকদ্বীপের লট-৮ এলাকায়। মৃতের নাম গোমান সিং (৫৫)। তাঁর বাড়ি রাজস্থানে।স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মেলা শুরু হতে এখনও কয়েকদিন বাকি, ভিন রাজ্য থেকে দলে দলে আসছেন পুণ্যার্থীরা। গঙ্গাসাগর মেলায় যাবেন বলে কাকদ্বীপ লট-৮ এসে পৌঁছেছিলেন রাজস্থানের এক দল পুণ্যার্থী। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটায় ভেসেলে ওঠার সময় হঠাই অসুস্থ হয়ে ঘাটেই পড়ে যান ওই পুণ্যার্থী। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্স-এর কর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে কাকদ্বীপ হাসপাতালে পাঠানোর

উত্তর ভারতে শীত থেকে এখনই রেহাই নয়, আগামী ২৪ ঘন্টাও বজায় থাকবে ঠান্ডা

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি ঃ প্রবল ঠান্ডা থেকে এখনই রেহাই পাবে না দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। আগামী ২৪ ঘন্টা এমনই কনকনে ঠান্ডা বজায় থাকবে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের (আইএমডি) পূর্বাভাস অনুযায়ী, পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ এবং উত্তর রাজস্থানের কিছু অংশে আগামী ২৪ ঘন্টা ঠান্ডা ও শৈত্যপ্রবাহ পরিস্থিতি বজায় থাকবে।আইএমডি-র পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ডে ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। পঞ্জাব, হরিয়ানা-চণ্ডীগড়, উত্তর প্রদেশ এবং উত্তর রাজস্থানের বেশিরভাগ অংশে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬ থেকে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। আইএমডি আগামী দু'দিনের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব ভারতের কিছু অংশে ঘন থেকে খুব ঘন কুয়াশার পূর্বাভাস দিয়েছে।

গুরুগ্রামে বাড়িতে ঢুকে পড়ল চিতা, আতঙ্কে দিশেহারা নরসিংহপুর গ্রামের বাসিন্দারা

গুরুগ্রাম, ৩ জানুয়ারি ঃহরিয়ানার গুরুগ্রামে বাড়িতে ঢুকে পড়ল একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। বুধবার সকালে গুরুগ্রামের নরসিংহপুর গ্রামে একটি চিতাকে দেখতে পাওয়া যায়, সেই চিতাটি একটি বাড়িতেও ঢুকে পড়ে। এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকে চিতাটি। আতঙ্কে দিশেহারা নরসিংহপুর গ্রামের বাসিন্দারা।স্থানীয় সূত্রের খবর, বুধবার সকালে নরসিংহপুর গ্রামে দেখা যায় একটি চিতাকে, সেই বন্যপ্রাণীটি একটি বাড়িতেও ঢুকে পড়ে। তবে, চিতা কাউকে আক্রমণ করতে পারেনি। খবর পাওয়ার পর নরসিংহপুর গ্রামে এসেছে পুলিশ ও বন দফতর। ওই চিতাকে ধরার চেষ্টা চলছে।

জাপানে ভূমিকম্পে মৃত্যু বেড়ে ৬২, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হাজারের বেশি ঘর-বাড়ি

টোকিও, ৩ জানুয়ারি ঃজাপানে বিধ্বংসী ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬২-তে পৌঁছেছে, এছাড়াও আহতের সংখ্যা তিন শতাধিক। ভূমিকম্পের তীব্রতায় ভেঙে পড়েছে হাজারের বেশি ঘর-বাড়ি। অস্থায়ী শিবিরে এখন আশ্রয় নিয়েছেন হাজার-হাজার মানুষ। সোমবার দুপুর থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত মৃদু এবং মাঝারি মাত্রার কম্পনে ১৫৫ বার কেঁপে ওঠে জাপান। এগুলির মধ্যে রিখটার স্কেলে কম্পনের সর্বোচ্চ যে মাত্রা ধরা পড়েছে, তা হল ৭.৬। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কম্পনের মাত্রা ৬। অন্য কম্পনগুলির অধিকাংশেরই মাত্রা ৩ বা তারও কম।সোমবার দুপুরে জাপানের মূল ভূমিকম্পটির কেন্দ্র ছিল হনসু দ্বীপের ইশিকাওয়া। যার মাত্রা ছিল ৭.৬। সোমবার দুপুর ১টা নাগাদ এই কম্পনেই প্রথম কেঁপে ওঠে জাপান। সতর্কতা মতোই উপকূলে আছড়ে পড়ে সুনামি। ৭.৬ তীব্রতার ভূমিকম্প ও সুনামির জেরে কার্যত লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে মধ্য জাপান। বুধবার সকাল পর্যন্ত সে দেশে ভূমিকম্পে অন্তত ৬২ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহতের সংখ্যা ৩০০-র বেশি।

রাজ্যজুড়ে শুরু অনির্দিষ্টকালের রেশন ধর্মঘট!কী করবে ৮১ কোটি গ্রাহক?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দেশজুড়ে রেশন ধর্মঘটের ডাক দিল অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ওনার্স ফেডারেশন। ধর্মঘটের ফলে গোটা দেশে ৫ লক্ষ ৩৮ হাজার রেশন দোকান বন্ধ।সমস্যায় দেশের অন্তত ৮১ কোটি মানুষ। মঙ্গলবার সকাল থেকে কেষ্টপুর-সহ বিভিন্ন এলাকায় পোস্টার, ব্যানার হাতে পথে নামেন রেশন ডিলাররা। খাদ্যভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিও রয়েছে তাঁদের।ভমঙ্গলবার সকালে কেষ্টপুরে পোস্টার ব্যানার হাতে নিয়ে পথে নামেন রেশন ডিলার। তাঁদের সঙ্গে পথে নামেন এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু। তিনি জানান, রেশন ডিলারদের মাসিক ন্যূনতম ৫০ হাজার টাকা আয় সুনিশ্চিত হওয়া এবং পিডিএস কন্টোলার নামে যে দমনমূলক নীতি রাজ্যের খাদ্যদপ্তর এনেছে, তা প্রত্যাহার করতে হবে। পাশাপাশি তাঁর আশ্বাস, রেশন গ্রাহকদের প্রাপ্য থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা যাবে না।উল্লেখ্য, বহু রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে নানা সময় অভিযোগ ওঠে রেশনে কারচুপির। বরাদ্দ অনুযায়ী রেশন মিলছে না বলে অভিযোগ করেন গ্রাহকরা। এই অভিযোগ মেটাতে আইরিশ স্ক্যানারে গ্রাহকের পরিচয় যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে রেশন দোকানগুলিতে। রেশন তোলার ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিকের প্রয়োজনে আধার কার্ড নম্বর আপডেট করার পাশাপাশি হাতের আঙুলের ছাপ মিলিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করে খাদ্যদপ্তর। তাতেও সমস্যা মিটছিল না। হাতের আঙুলের ছাপ না মেলাতে পারায় গ্রাহকের পরিচিতি নিয়ে সমস্যা হচ্ছে।ভরেশন ডিলারদের দাবি, খাদ্যশস্য নষ্ট কমাতে এফসিআই থেকে চটের বস্তায় খাদ্যশস্য দিতে হবে। দার্জিলিংয়ের মতো অন্যান্য জেলাতেও বর্ধিত কমিশন দিতে হবে। এনএফএসএ-র নিয়ম অনুযায়ী অগ্রিম কমিশন চালু করতে হবে। আর এই দাবি না মানা পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট চলবে বলে জানা গিয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৪জানুয়ারি ঃবৃহঃবার, ১৮পৌষ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৪জানুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৮পৌষ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৮পৌষ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ১৮পৌষ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বুধবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২১মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃঅতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং সুস্থ থাকতে নিয়মিতভাবে হেলথ ক্লাবে যান। **বৃষভ রাশিঃ**প্রত্যেক মানুষের কথায় কান দিন, আপনি হয়তো আপনার সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে পারেন। শুভ দিন হবে। **মিথুন রাশিঃ**রক্তচাপের রোগীরা তাদের রক্তচাপ কমানো এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখার । **কর্কট রাশিঃ**আপনার ঝগড়ুটে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখুন যেহেতু এটি আপনার সম্পর্ককে চিরস্থায়ীভাবে নষ্ট করতে পারে।। **সিংহরাশিঃ**আজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।সংসারে শান্তি। **কন্যারাশিঃ**আপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। প্রাচীন জিনিস এবং গয়নায় বিনিয়োগ লাভ এবং সমৃদ্ধি আনবে। বিবাহের যোগ। **তুলারাশিঃ**আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক উন্নতির জন্য ধ্যান এবং যোগ চর্চা করা উচিত। শুভদিন **ধনু রাশিঃ** আপনার অন্য মানুষদের প্রশংসা করে সাফল্য ভোগ করতে পারেন। আপনার খরচা নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করুন। **মকর রাশিঃ**আপনার উচ্চ উদ্দীপনা সত্ত্বেও আপনি এমন কারোর অভাব অনুভব করবেন যিনি আজ আপনার সাথে থাকতে পারছেন না। আপনি আজ অজানা উৎস থেকে অর্থ অর্জন করতে পারেন যা আপনার অনেক আর্থিক সমস্যার সমাধান করবে। সংসারে শান্তি হতে পারে **কুম্ভ রাশিঃ**কাজের চাপ এবং ঘরে বিরোধ কিছু চাপের সৃষ্টি করতে পারে। এই রাশিচক্রের লোকেরা যারা বিদেশ থেকে ব্যবসা করে থাকে তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **মীন রাশিঃ**আপনার ওজনের উপর নজর রাখুন এবং বেশি খাওয়ায় প্রশ্রয় দেবেন না। অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যাওয়ার সময় যথাযথভাবে আচরণ করুন। আপনার অতীতের কারোর

শ্যামপুরের নাওদা নয়নচন্দ্র বিদ্যাপীঠে প্লাটিনাম জয়ন্তী সমাপ্তি অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা,উলুবেড়িয়া, ৩ জানুয়ারি ঃ তিন দিন ব্যাপী প্লাটিনাম জয়ন্তী সমাপ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো শ্যামপুরের নাওদা নয়নচন্দ্র বিদ্যাপীঠে। গত ইংরেজি ২রা জানুয়ারি ২০২৩ থেকে সারা বছর নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয় বিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জযন্তী বর্ষ। গত ১লা জানুয়ারি ছিল প্লাটিনাম জয়ন্তী বর্ষের শেষ অনুষ্ঠান, ২রা জানুয়ারি মঙ্গলবার ছিল নাওদা নয়নচন্দ্র বিদ্যাপীঠের জন্মদিন, ১,২,৩জানয়ারী ছিল নাওদা নয়নচন্দ্র বিদ্যাপীঠের প্লাটিনাম জয়ন্তী সমাপ্তি অনুষ্ঠান, প্রথমদিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সংগীত,বিদ্যালয়ের মুখপত্র প্রকাশ, নৃত্য, আবৃত্তি ম্যাজিক শো,ও আমন্ত্রিত অতিথিদের ভাষন,উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক সুবোধ সরকার,বেলাড়ী রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ভক্তিব্রতানন্দ মহারাজ। দ্বিতীয় দিনে ছিল বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা,বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় কুমার দাস .

শীতের শিরশিরানি ফিরল দক্ষিণবঙ্গে, আবহাওয়া মানোরমই থাকবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারি ঃ শীতের শিরশিরানি ফিরল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, তবে কনকনে ঠান্ডা এখনও ফেরেনি। আপাতত কনকনে ঠান্ডা ফেরার কোনও সম্ভাবনাও দেখছেন না আবহবিদরা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই মুহূর্তে তাপমাত্রার বিশেষ কোনও হেরফের হবে না। বিহার, পূর্ব উত্তর প্রদেশ ও সিকিম হয়ে রাজ্যে ঢুকছে উত্তর-পশ্চিমী বাতাস, যদিও তা খুব শক্তিশালী নয়। তাই তাপমাত্রা স্বাভাবিক অথবা তার থেকে এক ডিগ্রি ওপরে থাকতে পারে। আবহবিদরা জানিয়েছেন, ৫-৭ জানুয়ারির মধ্যেই পূর্ব ভারতকে প্রভাবিত করতে পারে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা, প্রভাব দেখা দিতে পারে ঝাড়খণ্ড ও দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে। ৫ জানুয়ারি পশ্চিমের জেলাগুলি অর্থাৎ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, ঝাড়গ্রামে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। আবার দার্জিলিং-এ আগামী ৭২ ঘন্টার মধ্যে হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আপাতত কলকাতার আকাশ থাকবে পরিষ্কার, সকালের দিকে কুয়াশা থাকবে। একইরকম আবহাওয়া থাকবে লাগোয়া জেলাগুলিতেও। আগামী ৪-দিনে তাপমাত্রার বিশেষ তারতম্য না হলেও, তারপর ফের বাড়তে পারে তাপমাত্রা, ১০ জানুয়ারির পর আবারও তাপমাত্রা কমতে পারে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক।

রুনা খাতুনের নামে অভিযোগ এনেছেন বলাগড়ের বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী

দুরন্ত বার্তা, বলাগড়, ৩ জানুয়ারি ঃ দলে যখন নবীন-প্রবীণ সংঘাত তুঙ্গে, তখনই আরেক আদি-নব্য সংঘাতে সরগরম বলাগড় জেলা পরিষদের সদস্যা রুনা খাতুনের নামে গুচ্ছের অভিযোগ এনেছেন সাহিত্যিক তথা বলাগড়ের বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী সব মিলিয়ে দলের কোন্দল এমন মাত্রায় পৌঁছেছে যা নিয়ে চিন্তিত জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব । মনোরঞ্জন ব্যাপারী ও রুনা খাতুন তাপমাত্রার পারদ কিছুটা নামলেও হুগলি জেলার আবহাওয়া বেশ খানিকটা গরম হল বুধবার। উপলক্ষ্য, হুগলির বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী এবং স্থানীয় যুব নেত্রীর বাদানুবাদ। দলে যখন নবীন-প্রবীণ সংঘাত তুঙ্গে, তখনই আরেক আদি-নব্য সংঘাতে সরগরম বলাগড়। জেলা পরিষদের সদস্যা রুনা খাতুনের নামে গুচ্ছের অভিযোগ এনেছেন সাহিত্যিক তথা বলাগড়ের বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। পালটা, আক্রমণ তৃণমূল যুব নেত্রীর। ফেসবুকে একটি বিস্ফোরক পোস্ট করেন মনোরঞ্জন। সেখানেই দলের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে মনোরঞ্জন আগামী ৭ জানয়ারি কোনও একটি সিদ্ধান্ত জানাবেন বলেও ইঙ্গিত দেন। এরপরেই যুব নেত্রী রুনা খাতুনকে নিয়ে বলেন, ' সেই যে- বলাগড়ের ফুলন দেবী ! যে সাথে কুড়ি পঁচিশজন সার্প শুটার নিয়ে ঘোরে, যে আমাকে মহিপাল পুরে জনসভা করে মাটিতে পুঁতে দেবে বলেছে ! হয় সে আমাকে সত্যি সত্যিই পুঁতে দেবে, আর তা না হলে আমি তাকে তার রাজনৈতিক জীবন থেকে রিটায়ার্ড করিয়ে দেব। দেখবো তাঁর কলকাতার 'বাবু' তাঁকে কি ভাবে বাঁচায়।' রুনা খাতুন জানান, ওঁর অনৈতিক কাজে আমি হয়তো বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছি, সেটাতে হয়তো ওঁর সমস্যা হচ্ছে, সেই কারণে আমার নামে সমস্ত কিছু দায় চাপিয়ে পার পেয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। রুনা বলেন, 'উনি নিজেই নিজের গায়ে কাদা ছুঁড়ছেন। ওঁর একটা মানসিক সমস্যা আছে। আক্রমণ ছাড়া উনি থাকতে পারেন না।' পাশাপাশি, যে অভিযোগগুলি বিধায়ক তুলছেন, তার আদৌ কোনও প্রমাণ আছে কিনা, সে ব্যাপারেও সন্দে প্রকাশ করেন যুব নেত্রী। যুব নেত্রী জানান, এরকমটা ভাবার কোনও কারণ নেই। পুরো বিষয়টি দলকে জানানো হয়েছে। দল নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেবে। যা সিদ্ধান্ত নেবে, সেই অনুযায়ী কাজ হবে বলেও জানান তিনি। অন্যদিকে, আগামী ৭ জানুয়ারি বলাগড়ের বিধায়ক কোন বার্তা নিয়ে আসেন, সে ব্যাপারেও শুরু হয়েছে গুঞ্জন। বিষয়টি নিয়ে যুব নেত্রীর বার্তা, উনি কি বলবেন সেটা ওঁর বিষয়। তবে উনি যেন কোথাও না লুকিয়ে এখানকার পার্টি অফিসে এসে সেই ফেসবুক লাইভ করেন। সেই স সাহস ওঁর আছে তো, প্রশ্ন তোলেন তিনি। সব মিলিয়ে দলের কোন্দল এমন মাত্রায় পৌঁছেছে যা নিয়ে চিন্তিত জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব।

রাতের অন্ধকারে জয়নগরের বাটরা গ্রামে এক গৃহস্থের বাড়িতে আগুন

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৩ জানুয়ারি ঃ রাতের অন্ধকারে এবার গৃহস্থের বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জয়নগর থানার অধীন রাজাপুর-করাবেগ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁটরা গ্রামে। আর এই আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বাসিন্দা জাকির মন্ডলের বাড়িতে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে,এমনিতেই জাকিরদের সঙ্গে পারিবারিক শত্রুতা ছিলো প্রতিবেশী কয়েক জনের সঙ্গে।সেই সঙ্গে জায়গা জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। মঙ্গলবার রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে সপরিবারে ঘুমিয়ে পরে জাকির মণ্ডলদের বাড়ির লোকজন। রাত একটার পর তাদের ঘুম ভেঙে যায় আগুনে। প্রতিবেশীরাই দেখতে পান যে মন্ডল বাড়িতে খড়ের চাল দাউ দাউ করে জ্বলছে। এরপর গ্রাম বাসীরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে এবং গ্রামবাসীরাই মন্ডল পরিবারের সঙ্গে হাত লাগায় জল দিয়ে আগুন নেভাতে। যদিও ততক্ষনে আগুনে পুড়ে ছারখার হযে.গেছে বাড়িটি। বিষয়টি বুধবার জয়নগর থানার পুলিশকে জানানো হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। কিভাবে, কেন বা কারা এই ঘটনা টা ঘটালো তাঁর তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।

কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী মাননীয়া শ্রীমতি সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি আজ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন। ছবি সুবল সাহা।

পানীয় জলের পাইপ সংস্কারের জন্য জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩ জানুয়ারি ঃ ভূ-গর্ভস্থ পানীয় জলের পাইপ সংস্কারের জন্য ৪ জানুয়ারী সন্ধ্যে থেকে পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে হাওড়ায়। হাওড়া পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, জরুরি ভিত্তিতে ভূ-গর্ভস্থ পানীয় জলের পাইপ সংস্কারের জন্য ৪ জানুয়ারী সন্ধ্যে থেকে পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে হাওড়ায়। সালকিয়ার ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের ভিতর পুরনো জল সরবরাহকারী পাইপ পরিবর্তন করে নতুন পাইপ সংযোগ করা হবে। সেই কারণেই ৪ জানুয়ারী সন্ধ্যে ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত হাও।। পুরনিগমের ১ থেকে ৬নং ওয়ার্ড, ৭নং ওয়ার্ডের অংশিক জায়গা ও ১০ থেকে ১৬নং ওয়ার্ডের পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। পরের দিন ৫ জানুয়ারী সকাল ৬টা থেকে সমস্ত ওয়ার্ডে জল সরবরাহ স্বাভাবিক হতে পারে বলে পুরনিগমের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

জয়নগরের সাহাজাদাপুরে স্থায়ী সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের দাবি তুললো স্থানীয় মানুষ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৩ জানুয়ারি ঃ এবারে জয়নগরের সাহাজাদাপুরে স্থায়ী সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের দাবি তুললো এলাকার মানুষ।

জয়নগর ২ নং ব্লকের শাহাজাদাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বকুলতলা গ্রামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অধীনে থাকা জমিতে দীর্ঘদিন ধরে অস্থায়ী ভাবে চলছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র। গ্রামে স্থায়ী ভাবে স্বাস্থ্য কেঃন্দ্র তৈরির স্বার্থে সরকারকে নিঃ শর্তে ওই জমি দান করে দিতে চাইছে ঐ সংগঠনটি। কিন্তু অভিযোগ, নানা কারণে আটকে রয়েছে সেই প্রক্রিয়া। সম্প্রতি জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডলের দ্বারস্থ হন ঐ সংগঠনের কর্মীরা। সাংসদ দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন তাদের। জয়নগর ২ ব্লকের শাহাজাদাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বকুলতলা গ্রামে দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করছে বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্র নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। বছর কুড়ি আগে ওই গ্রামে তকালীন বাম সরকারের তরফে নতুন উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। সেই সময় ঐ সংগঠনের একচালা ঘরেই সেই উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালু হয়েছিল। পরবর্তী কালে গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কাজও শুরু হয় সেখানে। বর্তমানে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র বদলে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র হয়েছে। গ্রামের মানুষ নিয়মিত চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন এখান থেকে।কিন্তু অ্যাসবেসটাসের ছাউনি দেওয়া সেই ঘরেই কোনওরকমে কাজ চালাতে হচ্ছে। সরকারি তরফে জানানো হয়, জমি পেলে স্থায়ী ভবন তৈরি করা হবে। এর পরেই প্রায় দু'কাটা ওই জমি সরকারকে দান করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ওই সংগঠন। পঞ্চায়েত সহ ব্লক প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হয়। তবে এখন ও জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি।ঐ সংগঠনের সম্পাদক সিদ্ধিশ্বর গায়েন বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই আমরা চাইছি ওখানে স্থায়ী স্বাস্থ্য কেঃন্দ্র তৈরি করা হোক। জমি দিতে আমরা প্রস্তুত। স্থানীয় প্রশাসনকে ও জানিয়েছি। তবে নানা কারণে তা আটকে রয়েছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি হলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন ।ব্লক স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্থায়ী ভবন তৈরির জন্য সাধারণত যে পরিমাণ জমির প্রয়োজন, ওই এলাকায় তার থেকে কিছুটা কম জমি রয়েছে।সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডলের সঙ্গে দেখা করেন বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্রের কর্মীরা। জমি দান করতে চাওয়ার কথা তাঁরা সাংসদকে জানান। তিনি শুনে বিষয়টি সমাধানে উদ্যোগী হন। সুপারিশ চিঠি লিখে জেলা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন তিনি। এ ব্যাপারে সাংসদ প্রতিমা মন্ডল বলেন, ওখানে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চলছে। ওরা চাইছেন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্থায়ী ভবন তৈরি করা হোক। জমি দান করতে ওরা প্রস্তুত। আমি চিঠি লিখে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছি। সরকারি তরফে না হলে,আমার সাংসদ তহবিলের টাকায় ওই এলাকায় স্থায়ী ভবন তৈরি করা হবে। সিদ্ধিশ্বর গায়েন এ ও বলেন, সাংসদ পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। চিঠিও লিখে দিয়েছেন। চিঠি নিয়ে দ্রুত জেলা শাসকের কাছে যাওয়া হবে। আর দ্রুত স্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আশায় এলাকার মানুষ।

হরিপাল ব্লক কৃষিকরণ এর উদ্যোগে কৃষি আলোচনা চক্র

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলি, ৩ জানুয়ারি ঃ হরিপাল ব্লক কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে এবং শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের কমিউনিটি হলে আজ এক কৃষি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা চক্রে উপস্থিত ছিলেন হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী,হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ দেবাশীষ সিংহ, হরিপাল ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা শর্মিষ্ঠা রায় , শ্রীরামপুর সহ কৃষি অধিকর্তা প্রশাসন সুদীপ মিত্র,অ্যাসিস্ট্যান্ট এ ই ও দেবমাল্য পাল, শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান যথাক্রমে অর্চনা কোলে ও সঞ্জয় ধাড়া সহ হরিপাল ব্লক কৃষিকরণের আতমা সেলের আধিকারিক বৃন্দ।

এই কৃষি আলোচনা চক্রে কৃষকদের জন্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রকল্পগুলির মধ্যে ছিল বাংলা শস্য বীমা, ভর্তুকিতে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ, বাংলা কৃষি সেচ যোজনা, আলু চাষে বিভিন্ন উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, আলু চাষের রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ সহ চাষবাস সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়। এই আলোচনা চক্রে আগত কৃষকবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন কৃষি আধিকারিকরা মূলত আলু চাষ নিয়ে বেশিরভাগ কৃষকই তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন । এই আলোচনা চক্রে ৫০ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন।

এক প্রশ্নের উত্তরে হরিপাল ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা শর্মিষ্ঠা রায় জানান এখনো পর্যন্ত হরিপাল ব্লকে আলু চাষ স্বাভাবিক ছন্দে চলছে। এ বছর হরিপাল ব্লকে সাত হাজার ছয়শত হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছে,সর্ষের চাষ হয়েছে ১৬৫ হেক্টর এবং অন্যান্য শীতকালীন সবজি চাষ হয়েছে প্রায় . ১৫০০ হেক্টর। উল্লেখ্য এই হরিপাল ব্লকে সবজি চাষের একটি বিশেষ সুনাম আছে।

গঙ্গা ভাঙন কবলিত এলাকার বাসিন্দাদের পাট্টা বিতরণ করল সামসেরগঞ্জ ব্লক প্রশাসন

দুরনত বার্তা, সুতি, ৩ জানুয়ারি ঃ গঙ্গা ভাঙন কবলিত এলাকার

বাসিন্দাদের পাট্টা বিতরণ করল সামসেরগঞ্জ ব্লক প্রশাসন। বুধবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ বিডিও অফিস প্রাঙ্গনে এক অনুষ্ঠান করে আনুষ্ঠানিকভাবে মোট ১৬ টি পরিবারের হাতে পাট্টা তুলে দেওয়া হয়। পাট্টা বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সামসেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, বিডিও সুজিতচন্দ্র লধ্, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পায়েল দাস, সহ-সভাপতি আনোয়ারা বিবি, ভূমি সংস্কার দফতরের আধিকারিক তাপস পাল সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। এদিন সামসেরগঞ্জের বোগদাদনগর অঞ্চলের ১৪ টি ভাঙ্গন কবলিত এলাকার পরিবার এবং চাচন্ড অঞ্চলের দুটি গঙ্গায় সর্বহারা পরিবারের হাতে জমির পাট্টা তুলে দেওয়া হয়। গঙ্গায় ভিটেমাটি হারানোর পর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে এবং তৎপরতায় আবারো ১৬ টি পরিবারের হাতে পাট্টা তুলে দাওয়াই ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান বাসিন্দারা। আগামী দিনে খুব দ্রুত ভাঙ্গন কবলিত এলাকার বাসিন্দারা সকলেই পাট্টা পাবেন বলেও আশা ব্যক্ত করেন প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।

চোরাচালানকারীদের হামলা পরিবেশ প্রেমীর উপর

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৩ জানুয়ারি ঃ চোরাচালানকারীদের হামলা পরিবেশ প্রেমীর উপর। ঘটনায় গুরুতর জখম হন ওই পরিবেশ প্রেমী। হাওড়ার পাঁচলা থানায় এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পাঁচলার জুজারসাহা কুলডাঙায় সোমবার রাতে ওই হামলার ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগ, বেশ কয়েকদিন ধরে এলাকায় বন্যপশু ও পাখি ধরে পাচারের চেষ্টা চালাচ্ছিলো কিছু চোরাচালানকারী। বন দফতরের সাহায্যে সেই কাজ বন্ধ করে ওই পরিবেশ প্রেমী ও পরিবেশকর্মীরা। তারপরেই এই হামলা বলে দাবি। আক্রান্ত শুভঙ্কর কোলে বলেন, সোমবার সন্ধ্যা প্রায় সাড় ৭টা নাগাদ বাজারের দিকে গিয়েছিলাম। প্রায় ৯টা নাগাদ ওখান থেকে ফেরার সময় ২জন গাড়ি থেকে নামিয়ে আমায় বেধড়ক মারধর করে। আমার কাছ থেকে ফোনটা কাড়তে গেলে কোনওরকমে ছুটে পালাই। যারা মেরেছে তাদের মধ্যে ১জন পাখি ব্যবসায়ী। সে বিদেশি পাখি ছাড়াও দেশি শালিক, টিয়া বিক্রি করে। গত ২৩ আগস্ট একটা স্ট্রিং অপারেশন করেছিলাম। বন দপ্তরকে নিয়ে সেই অপারেশন আমিই করি। এরপর ওই পাখি বিক্রেতা আটক হয়। রাতেই ওই পাখি বিক্রেতাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এতদিন পর ওই পাখি ব্যবসায়ী আমার উপর আক্রমণ করবে বোঝা যায়নি। এদিকে, আক্রান্ত শুভঙ্করের বন্ধু শুভজিত মাইতি বলেন, এটা শুভঙ্করের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ। শুভঙ্কর একজন সাধারণ পরিবেশকর্মী। পরিবেশ বাঁচানোর জন্য একটা অপারেশনে বন দপ্তরকে সহায়তা করেছিল। সেখানে সে বেআইনি পাখি ব্যবসায়ীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিল। সেখানে শুভঙ্করকে বনবিভাগ ক্রেতা হিসেবে ব্যবহার করেছিল। সেই ঘটনায় শুভঙ্কর টার্গেট হয়ে যায়। এরপরেই বছরের প্রথমে ঘটে এমন বর্বরোচিত ঘটনা। ওকে প্রচন্ড মারধর করে দুষ্কৃতিরা। এই বিষয়টা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। কারণ শুধু শুভঙ্কর নয়। এই পরিবেশ মঞ্চে কয়েক হাজার কর্মী কাজ করছে। এর ফলে পরিবেশকর্মীদের ওপর যারা এই অন্যায় করে তাদের রাগ থাকে। এই রাগের ফলে কোনও সময় টার্গেট হয়ে যায়। পরিবেশকর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এই ব্যাপারে পাঁচলা থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ এসপির কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

বেলুড়ে সাড়ম্বরে পালিত শ্রী শ্রী সারদা মায়ের জন্মতিথি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩ জানুয়ারি ঃ বুধবার বেলুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হল মায়ের জন্মতিথি। বেলুড়ে দিন শুরু হয় মঙ্গল আরতি দিয়ে। এদিন ভোর পৌনে পাঁচটায় মায়ের আরতির পর বেদ পাঠ ও স্তবগান হয়। ভোর সাড়ে ৫ টায় ভজনের অনুষ্ঠান হয়। তারপর সকাল ৭ টায় শুরু হয় বিশেষ পুজো। হোমের সময় বেলা ১২ টা। সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টো অবধি চলবে মায়ের ভোগ বিতরণ। এছাড়া সারাদিনই রয়েছে বিভিন্ন ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান। মায়ের টানে দূরদূরান্ত থেকে ছুটে এসেছে শয়ে শয়ে ভক্ত। মা আজও যেন সব সন্তানদের জন্য পেতে রেখেছেন তাঁর স্নেহের আঁচল। ঠিক যেমনটি করে মা একাধারে ধরে রেখেছিলেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দভাবাদর্শের রথের রশি, অন্যদিকে সারথি হয়েছিলেন নারীমুক্তি আন্দোলনের । সন্ন্যাসী ভক্ত হোক বা গৃহী, পুরুষ হোক কিংবা মহিলা - তাঁর মাতৃত্ব হয়ে উঠেছে বিশ্বজনীন। একটি কথায় তিনি বেঁধে রেখেছেন সব সন্তানকে - জানবে কেউ না থাক, তোমার একজন মা আছেন। আমি মা থাকতে ভয় কি? ১৮৫৩ সালের ২২ ডিসেম্বর, বাংলা ১২৬০ সনের ৮ পৌষ হুগলী জেলার জয়রামবাটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সারদা দেবী। তাঁর যখন মাত্র পাঁচ বছর বয়স, সেই সময় ২৩ বছর বয়সী শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

অল ইন্ডিয়া জিতো লেডিস প্রিমিয়ার লিগ শুরু হচ্ছে এন কে ডি এ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। সারা দেশের ৯ টি জোনের ১০৮ জন মহিলা ক্রিকেটার এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহন করবেন। কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারপারসন সঙ্গীতা লালানী। ছবি -আশিস কুমার ঘোষ

নমামী গঙ্গা প্রকল্পে নদী উৎসব ২০২৩

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ৩ জানুয়ারি ঃ নমামী গঙ্গা প্রকল্পে 'নদী উৎসব ২০২৩'অনুষ্ঠিত হলো হাওড়া জেলা গঙ্গা কমিটির উদ্যোগে শ্যামপুর ১নং ব্লকের ব্যবস্থাপনায় ঘাটের পাড়ে হাট। বুধবার শ্যামপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির নবগ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভাগীরথী নদীর তীরে বরাগাছি খেয়া ঘাটের পাড়ে অনুষ্ঠিত হয় নদী উৎসব ২০২৩, ঘাটের পাড়ে হাট। গঙ্গা কে দূষনের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং গঙ্গার পাড় সহ সর্বত্র পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে এই উদ্যোগ। উপস্থিত আতিথিবর্গ বলেন গঙ্গা হলো মা, সুতরাং গঙ্গাকে পরিচ্ছন্ন রাখতে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে, এবং আগামী দিনে গঙ্গার জলকে পানীয় হিসেবে ব্যবহার করার জন্য সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অজয় মন্ডল, শ্যামপুর ১নং বিডিও তন্ময় কার্যী, শ্যামপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৃন্ময় মান্না,সহ সভাপতি অপর্না দোলুই, কর্মাধ্যক্ষ টগরী কয়াল, কর্মাধ্যক্ষ বীনা পাল,রিজিয়া মোল্লা, নবগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আজনবী মোল্লা, উপপ্রধান লুতফর রহমান খান, বেলাড়ী পঞ্চায়েতের প্রধান শান্তি বর,জযন্ত কুমার মন্ডল, সদানন্দ রায়চৌধুরী প্রমুখ।

শ্রীরামপুরে সিল্ক হাবের জমির মাপজোক করতে গিয়ে বিক্ষোভ

বনস্পতি দে, শ্রীরামপুর, ৩ জনৈুয়ারি ঃ শ্রীরামপুরে তৈরি হবে সিল্ক হাব জমির মাপজোক করতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে আধিকারিকরা জোর করে জমি অধিগ্রহণ হবে না বলে আশ্বাস কাউন্সিলরদের ।পুনর্বাসনের দাবিতে বিক্ষোভ কৃষকদের সিল্ক হাবে আপত্তি নেই, তবে তাঁদের প্রাপ্য দিতে হবে, দাবি কৃষকদের। যার জেরে, শ্রীরামপুরে প্রস্তাবিত সিল্ক হাবের জমি মাপজোক করতে এসে ক্ষোভের মুখে পড়লেন আধিকারিকরা। তবে কোনও কৃষককে বঞ্চিত করা হবে না বলে আশ্বাস স্থানীয় কাউন্সিলরদের। শ্রীরামপুর পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের প্রভাস নগরে সিল্ক হাব হবে বলে ২০১৬ সালে ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু জমিজটে সেই সিল্ক হাব তৈরির কাজ থমকে ছিল এতদিন। কয়েকদিন আগে সেখানে নীচু জমি ভরাট করতে মাটি ফেলা শুরু হয়েছে। প্রায় কুড়ি একর জমির উপর গড়ে উঠবে সিল্ক হাব। আধিকারিকদের ঘিরে বিক্ষোভ বুধবার সকালে প্রস্তাবিত সিল্ক হাবের জায়গা মাপজোক করতে যান এসডিএলআরও দফতরের কর্মীরা, ছিলেন শ্রীরামপুর পুরসভার কাউন্সিলররাও। সেই সময় তাঁরা কৃষকদের বাধার মুখে পড়েন। সরকারি আধিকারিকদের ঘিরে ধরে তাঁদের দাবি জানাতে থাকেন কৃষকরা। তাঁদের আরও দাবি, বহুদিন ধরে এই জমিতে চাষ করে আসছেন। এই জমিতে সিল্ক হাব হলে তাঁদের কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু তাঁদের পুনর্বাসন দিয়ে যা হওয়ার হোক। যদিও প্রশাসনের দাবি, সরকারি কিছু খাস জমি পড়ে রয়েছে, সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী সিল্ক হাব করার কথা বলেছিলেন। এর মধ্যে দিয়ে শ্রীরামপুর ও বৈদ্যবাটির সিল্ক প্রিন্টিংকে এক ছাতার তলায় আনা হবে। এর ফলে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানও হবে। এই বিষয়ে এক কৃষক বলেন, 'সিল্ক হাব হলে আপত্তি নেই। কিন্তু এই জমি আমরা ৪০-৫০ বছর চাষ করি। সরকারি খাস জমি বলছে, সেটা কী করে হয়? আর খাস জমি যদি হয়, তাহলে সেই জমিতে আবাসের ঘর কী করে হয়? আমরা চাই সিল্ক হাব হোক, কিন্তু আমাদের পুনর্বাচন দিয়ে।' এদিকে পুরভার কাউন্সিলর সন্তোষ সিং, পিন্টু নাগরা বলেন, 'সরকারি খাস জমিতে সিল্ক হাব তৈরি হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কৃষক দরদী। কোনও কৃষককে বঞ্চিত করা হবে না। আমরা বলেছি জমির কাগজ যদি কিছু থাকে তা নিয়ে আসুন, পুরসভায় দেখান। মুখের কথায় হবে না। যদি কাগজ থাকে কাজ বন্ধ থাকবে। আর কাগজ না থাকলে প্রশাসন নিজের মতো করে ব্যবস্থা নেবে।' প্রসঙ্গত, এই হুগলির সিঙ্গুরই একসময় জমি আঃ দালনে উত্তাল হয়ে ওঠে। তবে ক্ষমতায় আসার পর, সরকার জোর করে কোনও জমি নেবে না বলে প্রথম দিন থেকেই নিজের অবস্থান স্পষ্ট দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া স্টেশনে গৃহীত আইজিবিসি প্ল্যাটিনাম রেটিং

কলকাতা, ৩ জানুয়ারী ঃ পূর্ব রেলওয়ে পরিবেশ ব্যবস্থাপনায়, অপারেশন প্রক্রিয়ায় বা স্টেশন বা অন্যান্য রেলওয়ে প্রাঙ্গনে উন্নত মান অর্জনের জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ স্থায়িত্বের প্রচেষ্টা সর্বদাই পূর্ব রেলওয়ের অগ্রাধিকারের অগ্রাধিকার এবং মহাব্যবস্থাপক শ্রী সুমিত সরকারের দক্ষ নির্দেশনায়, পূর্ব রেলওয়ে সর্বক্ষেত্রে আরও ভাল সবুজ শংসাপত্র অর্জনের জন্য এগিয়ে চলেছে। একটি যুগান্তকারী কৃতিত্বে, ইস্টার্ন রেলওয়ের হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন, ভারতীয় রেলওয়ের বৃহত্তম, ব্যস্ততম এবং প্রাচীনতম রেলওয়ে স্টেশনগুলির মধ্যে একটি বিস্ময়কর পাঁচ মাসের মধ্যে তার সবুজ রেটিং গোল্ড থেকে প্লাটিনামে আপগ্রেড করা হয়েছে। আনুমানিক ৬.৫ লক্ষ যাত্রীর দৈনিক পদযাত্রার সাক্ষী, স্টেশনগুলি টেকসই অনুশীলন এবং পরিবেশগত দায়িত্বের প্রতি অসাধারণ প্রতিশ্রুতি গ্রীন রেটিং-এর ইতিহাসে একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে, মাত্র পাঁচ মাসে গোল্ড থেকে প্লাটিনামে আপগ্রেড সম্পন্ন করেছে। CII-IGBC (Confederation of Indian Industry - Indian Green Building Council) ভারতীয় রেলওয়ের পরিবেশ অধিদপ্তরের সহায়তায় গ্রীন রেলওয়ে স্টেশন রেটিং সিস্টেম তৈরি করেছে। রেটিং এর প্রধান উদ্দেশ্য হল সবুজ ধারণাগুলি গ্রহণের সুবিধা প্রদান করা, যার ফলে স্টেশন পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের কারণে প্রতিকূল পরিবেশগত প্রভাবগুলি হ্রাস করা এবং স্টেশনে সামগ্রিক যাত্রীদের অভিজ্ঞতা উন্নত করা। রেটিং সিস্টেম স্টেশনের 'সবুজ পারফরম্যান্স' এবং ক্রমাগত ভিত্তিতে পারফরম্যান্স বাড়ানোর জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন সে বিষয়ে স্টেশন পরিচালনাকে তাদের বর্তমান অবস্থান বুঝতে সাহায্য করবে। সবুজ রেটিংগুলিকে সার্টিফাইড (৫০-৫৯), সিলভার (৬০-৬৯), গোল্ড (৭০-৭৯), এবং প্ল্যাটিনাম (৮০-৮৯) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন ৮৩-এর অসাধারণ স্কোর অর্জন করে, সর্বোচ্চ সম্ভব। রেটিংপ্ল্যাটিনামের দিকে যাত্রা ২০১৮ সালের এপ্রিলে শুরু হয়েছিল যখন পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন একটি সিলভার রেটিং পেয়েছিল যা ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত বৈধ ছিল। ব্যাপক পরিবেশগত

প্রকল্প এবং পুনরায় শংসাপত্রের প্রচেষ্টার পরে, স্টেশনটি ২৩শে জুন ২০২৩-এ গোল্ড রেটিং অর্জন করেছিল। সোনার প্রতি সন্তুষ্ট নয়, হাওড়া বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার হাওড়া, শ্রী সঞ্জীব কুমার এর নির্দেশনায় ০৩ শে জানুয়ারী ২০২৪-এ কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি - ইন্ডিয়ান গ্রীন বিল্ডিং কাউন্সিল দ্বারা প্রদত্ত মর্যাদাপূর্ণ প্ল্যাটিনাম রেটিং অর্জনের জন্য আরও ভাল ফলাফল অর্জনের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা করেছিলেন। সোনা থেকে প্ল্যাটিনামে রূপান্তরটি পরিবেশগত কর্মক্ষমতা, শক্তি এবং দক্ষতা এবং সামগ্রিক সবুজ উদ্যোগে স্টেশনের অসামান্য উন্নতিকে হাইলাইট করে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ, কর্মচারী, যাত্রী এবং সকল স্টেকহোল্ডারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই অসাধারণ যাত্রায় সহায়ক হয়েছে। হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটিনাম রেটিং এর জন্য পূর্ব রেলওয়ে দ্বারা গৃহীত মূল উদ্যোগগুলির মধ্যে রয়েছে. বর্জ্য নিষ্পত্তি ব্যবস্থার উন্নতি, জোড়া ডাস্টবিন সহ একটি শক্তিশালী বর্জ্য নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, উৎসে পৃথকীকরণ এবং একটি কেন্দ্রীভূত বর্জ্য সংগ্রহের সুবিধা হয়েছে. নন-ফেয়ার বক্স রাজস্বের জন্য সম্পত্তি উন্নয়ন,বন্দে ভারত এক্সপ্রেস উন্নয়ন সহ ব্রাউনফিল্ড পুনঃউন্নয়ন উদ্যোগে উদ্ভাবন করা হয়েছে। হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নতুন কমপ্লেক্স ও ওল্ড কমপ্লেক্সে রেস্তোরাঁর কোচ এবং এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ।.জল নিরীক্ষা এবং সংগ্রহ, নিয়মিত জল নিরীক্ষা এবং মিটারিং করা হচ্ছে এবং জল সংগ্রহ এবং বৃষ্টির জল সংগ্রহের বাস্তবায়নও করা হয়েছে। এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং CO_2 মনিটরিং সহ সমস্ত এসি রুমে তাজা চিকিৎসা করা বাতাস।.নিয়মিতভাবে এনার্জি অডিট করা হচ্ছে, সৌর প্যানেলের সর্বোচ্চ ছাদ দিয়ে SCADA সিস্টেম চালু আছে। প্ল্যাটিনাম রেটিং অর্জন হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের স্থায়িত্ব এবং পরিবেশগত দায়িত্বের প্রতি অটল প্রতিশ্রুতির উদাহরণ দেয়, যা দেশব্যাপী অন্যান্য রেলওয়ে স্টেশন এবং প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য একটি প্রশংসনীয় উদাহরণ স্থাপন করে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৩৫ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ১৮ পৌষ ১৪৩০

প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসে নিগৃহীত অধ্যাপক ওটেন-এর নেতাজি প্রীতি

রবীন্দ্র কুমার শীল

প্রেসিডেন্স কলেজের ইতিহাসে ১৯১৬ সালটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সালে ছাত্র ধর্মঘট এবং অধ্যাপক ওটেনের নিগ্রহ ছাত্র সমাজ থেকে শুরু করে শিক্ষা জগতে আলোড়ন তুলেছিল। জানুয়ারি মাস নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের জন্মমাস। জন্মমাসে নেতাজি এখনও জনপ্রিয়। প্রেসিডেন্ট কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিয়েছিলেন ১৯০৯ সালে এডওয়ার্ড এফ. ওটেন। তিনি ছিলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির স্নাতক। ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসের সদস্য। প্রেসিডেন্স কলেজের পড়ানোর ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন যে প্রেসিডেন্স কলেজের ছাত্ররা খুবই মেধাবী। সেই কলেজে ১৯১৫ সাল থেকে রাজনীতি প্রবেশ করতে শুরু করে। তার ফলে ছাত্র এবং শিক্ষকদের নিকট সম্পর্ক গাঢ় হওয়ার চেয়ে দূরত্ব পরিলক্ষিত হতে থাকে। ছাত্র রাজনীতিতে তখন স্বদেশের জোয়ার আসতে শুরু করে দিয়েছে। ইউরোপীয় শিক্ষকেরা ভারতের ছাত্র সমাজ সম্পর্কে ভালো ধারনা তৈরি করে নিতে পারতেন না। তার ফলে একটি মতানৈক্য স্থাপন করাটা খুবই কঠিন হয়ে পড়তে শুরু করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা অসভ্য বর্বর ভারতবাসীকে শিক্ষিত করে তুলতে এসেছে এই রকম একটি মানসিকতা বহন করে চলছিল। তাঁরা মনে করতেন যে ভারতবাসীদের শিক্ষিত করে তোলা মহান দায়িত্ব পালন করছেন। অধ্যাপক ওটেন এর বাইরে ছিলেন না। ১৯১৫ সালে হিন্দু হোস্টেলের ছাত্রদের একটি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সভার সভাপতি অধ্যাপক ওটেন বলেছিলেন, ''As the Greeks had Hellerised the barbarious people with whom thay came in contact so the mission of English people has also been to civilise Indian people''। এই বক্তব্যই ছাত্র সমাজকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। ছাত্ররা প্রকাশ্যে অধ্যাপক ওটেনের বিরুদ্ধে কোনও বিক্ষোভ দেখায়নি এবং প্রকাশ্যে কোনও প্রতিবাদ করেনি। তারা সংযমের পরিচয় দিয়েছিল। সভা শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ হয়। ওটেন সাহেবের ভারত বিদ্বেষী বক্তব্যের পর ছাত্র সমবেত হয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানটি গেয়েছিল যা প্রশাসকদের খাতায় কালো তালিকাভুক্ত ছিল। এই গানটি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের আর একজন শিক্ষক ছিলেন মিস্টার এইচ. আর. জেমস। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯০৭ সালে তিনি অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। তিনি আবার এই কলেজের ইংরেজি অধ্যাপক ছিলেন। দক্ষ প্রশাসক এবং ছাত্র দরদী ছিলেন। তিনি শিক্ষক-ছাত্রদের মধ্যে সেতু বন্ধন রচনা তৈরি করতে গড়েছিলেন 'সুডেন্ট কনসালটেটিভ কমিটি'। ছাত্র এবং শিক্ষকেরা মিলিত হয়ে আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে অনভিপ্রেত ঘটাকে এড়ানো যাতে সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তিনি শাসকদের গোঁড়ামি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। ২৫ আগস্ট ১৯১৪ সালের ছাত্রদের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অধ্যক্ষ জেমস পরিস্কার করে বলেছিলেন যে ছাত্রদের মধ্যে যে দেশপ্রেমের প্রকাশ তার মূলে রয়েছে ব্রিটিশ শিক্ষা ও মূল্যবোধ। তা যদি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ধাবিত হয় তাহলে তা হবে পিতৃহত্যার সামিল। বাংলায় তখন জোর কদমে চলছে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন। অরবিন্দ ১৯০৬ সালেই শুরু করে দিয়েছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলন। ক্ষুদিরামের ফাঁসি থেকে শুরু করে আলিপুর মামলায় অভিযুক্তরা আন্দামান জেলে চলে গিয়েছে। তার ফলে বাংলার চারদিকে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন গুপ্ত সমিতি। তারা ব্রিটিশ সরকারকে নাস্তানাবুদ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। ছাত্রদের ওপরে আদেশ জারি করা হয়েছে কোনও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকা চলবে না। তার ফলে ছাত্র সমাজ সরকারের ওপরে খুবই ক্ষুব্ধ। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজরে গিয়ে পড়তে শুরু করেছিল ছাত্র শিক্ষক সমাজের মধ্যে অমিল চিত্র। অতীতে ইউরোপীয় শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্র সমাজের যে সম্পর্ক ছিল তা ক্রমশ গুপ্ত হতে শুরু করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ জেমস তাঁর সাথে সহমত হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে বললেন এর জন্য ছাত্ররা দায়ী। ছাত্র এবং শিক্ষক সমাজের মধ্যে দিয়ে অবিশ্বাসের স্রোত প্রবাহিত হতে শুরু করে দিয়েছিল। একটা চাপা অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইউরোপীয় শিক্ষকেরা অনুধাবন করতে পারছিলেন না যে তাদের বিভিন্ন ভারত বিরোধী মন্তব্য এবং ব্যবহারে ছাত্র সমাজ অপমানিত হতে থাকে। তাদের অবিমৃষকারিতার জন্য শিক্ষক নিগ্রহের মতো ঘটনা ঘটল। সুভাষ চন্দ্রের সঙ্গে

প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিচয় যখন ঘটে তখন ভারত জুড়ে স্বদেশিয়ানার জোয়ার। সুভাষ ১৯১৩ সালে মার্চ মাসে কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ৭০০ নম্বরের মধ্যে ৬০৯ নম্বর পেয়ে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। তিনি ২০ টাকা বৃত্তি লাভ করেছিলেন। কটকে ভর্তি না হওয়ার জন্য বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হলেও তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১০ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। তবে তিনি প্রেসিডেন্সি কলজে ভর্তি হতে চান নি সেটা জানতে পারা গিয়েছিল তাঁর মাকে লেখা একটি চিঠি থেকে। প্রেসিডেন্সি কলেজের পড়ার সময়ে রাজনৈতিক উন্মেষ জাগতে শুরু করে দিয়েছিল তাঁর মনে। কলকাতায় ইংরেজরা ভারতীয়দের প্রতি যে বিদ্বেষ মনোভাব এবং অবজ্ঞার পরিচয় লাভ করতে থাকে তাতে ইংরেজ জাতি সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব তৈরি হতে থাকে। যাতায়াতের পথে উদ্ধত ইংরেজদের আচরম তাঁর মনকে বিষিয়ে তোলে। ১৯১৩-১৫ সালের মধ্যে তিনি বাংলা এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। ভ্রমণের সময় দেশের আচার ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্স কলেজে পড়ার সময়ে দুর্ভিক্ষ এবং ত্রাণ কমিটির তিনি সম্পাদক এবং যার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। 'স্টুডেন্ট কনসালটেটিভ কমিটি'র তিনি ছিলেন নির্বাচিত প্রতিনিধি। নানান কজে ব্যস্ত থাকার ফলে তিনি আই.এ পরীক্ষায় পাশ করেন সাধারণভাবে প্রথম বিভাগে। ১৯১৩-১৯১৫ সাল পর্যন্ত শিক্ষাকাল ভালোভাবে কাটলেও ১৯১৬ সালের জানুয়ারি মাসের ঘটনা তাঁর জীবনের গতি পথটাকে একেবারে পাল্টে গেল। কটকে ছাত্র অবস্থায় থাকার সময়ে তাঁর মন রাজনৈতিক আন্দোলনে দ্বারা প্রবাহিত ছিল না। তিনি তখন দেশের রাজনীতির অবস্থা থেকে মনকে একেবারে দূরে রেখে দিয়েছিলেন। কলকাতায় এসেই প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি যখন হয়েছিলেন তখন তাঁর মন শান্ত এবং সব ব্যাপারে উদাসীন থাকার প্রবণতা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। তারপরে ক্রমশ তঁর মনের মধ্যে স্বদেশিয়ানা থেকে শুরু করে বিপ্লবী আন্দোলনের চিন্তাধারা এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি পথের দ্বারা আকর্ষিত হতে থাকেন। কটকের ছেলে কলকাতায় এসে স্বদেশি আন্দোলন দ্বারা প্রভবিত হতে থাকেন। ১০ জানুয়ারি ১৯১৬ সালে হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় ছাত্ররা আমন্ত্রিত ছিল। অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য ছাত্ররা উদগ্রীব। তারা তখন অধ্যাপক আর এন ঘোষের কাছ থেকে আগাম অনুমতি নেওয়ার চেষ্টা করছিল। অধ্যাপক ঘোষের ক্লাস ছিল ১২ টার সময়ে। তার থেকে যেন কিছুটা দেরিতে ক্লাস নিলে ভালো হয়। অনুষ্ঠান শেষ হতে কলেজে ক্লাস হতে ১২.৩০ মিনিট হয়ে গিয়েছিল। তাই অধ্যাপক ক্লাস না নিয়ে ছাত্রদের ছুটি দিয়ে দেন। ছাত্ররা যখন ক্লাস থেকে বের করিডর দিয়ে যাচ্ছিল তখন বেশ কিছু গোলযোগের সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক ওটেন ক্লাসে পড়া ছিলেন। গোলমাল শুনে তিনি ক্লাস থেকে বের হয়ে দেবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি নামে একজন ছাত্রের ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে তার ক্লাসে ফেরত পাঠিয়ে দেন এবং অন্য ছাত্রদের ক্লাসে গিয়ে বেলা ১টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন। এই সময়ে তিনি কোনও কোনও ছাত্রদের ধরে ক্লাসে ফেরত পাঠাতে শুরু করে দিয়েছিলেন এবং উত্তেজনার মধ্যে থেকে তিনি তাঁর সহকর্মী অধ্যাপক আর. এন. ঘোষকেও ছাত্র ভেবে তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র তখন লাইব্রেরীতে ছিলেন। সমস্ত ঘটনার শোনার পর তিনি চিন্তা করলেন এর বিহিত করা খুবই প্রয়োজন। তিনি স্টুটেন্ড কনসালটেটিভি কমিটির প্রতিনিধি। সেই কারণে তিনি অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করে ছাত্রদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করার জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করেন। অধ্যক্ষ এব্যাপারে তাঁর অপরাগতা জানিয়ে সুভাষকে পরিস্কার করে বলে দিলেন যে অধ্যাপক ওটেন ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসের সদস্য তাই তাঁকে ক্ষমতা চাওয়ার কথা বলা একেবারে অসম্ভব। উপরন্তু অধ্যক্ষ মত প্রকাশ করেছেন যে অধাপক ওটেন কারোর হাত জোর করে ধরে তাকে সরিয়ে দেননি বা বলপ্রয়োগ করেননি। তিনি হাত ধরে সরিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। সুবিচার না পাওয়ার জন্য তারপরে দিন ছাত্ররা ধর্মঘটের ডাক দিল ১১ জানুয়ারি ১৯১৬ সালে। অধ্যক্ষ বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তিনি বলছিলেন যে ওটেনের সঙ্গে দেখা করে সমাধান করে ফেলতে। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের মধ্যে থেকে তিন জন ছাত্রকে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয় ওটেন সাহেবের সঙ্গে দেখা করার। কিন্তু অধ্যাপকের সঙ্গে তাদের দেখা না হওয়ায় এবং সমসার নিষ্পপ্তি না হওয়ার ফলে ছাত্ররা ধর্মঘট চালিয়ে যেতে থাকে। ছাত্ররা পরিস্কার করে বলতে শুরু করে দিয়েছিল অভিযোগের সুরাহা না হলে কিন্তু ধর্মঘট চালু থাকবে। তারা ক্লাস বয়কট করতে থাকবে। ছাত্রদের অভিভাবকেরা ধর্মঘট বিরোধী। ছাত্ররাও চাইছিল ধর্মঘটের অবসান হোক। ১৩ জানুয়ারি ১৯১৬ সালে অধ্যাপক প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, অধ্যাপক এ. এন. মুখার্জি, অধাপক পিকে, অধ্যাপক পিসি ঘোষ এবং অধ্যাপক হিদায়েৎ হোসেন পাঁচজন অধ্যাপক মিলে হিন্দু হোস্টেলে ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হলে ধর্মঘট উঠে যায়। ধর্মঘট মিটে গেলে ছাত্রদের পাঁচ টাকা জরিমানা করা হয়েছিল তা অধ্যক্ষ প্রত্যাহার করেননি। ধর্মঘট মিটে যাওয়ার পরে অধ্যক্ষ কলেজ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধে ছাত্রদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, অধ্যাপক ঘোষকে প্রকারান্তরে দায়ী করা হয় এবং অধ্যাপক ওটেন যা করেছেন তা অসাবধানবশত বলে মনে করা হয়েছিল। ধর্মঘট মিটে যাওয়ার পরেই আবার গণ্ডগোল। ১৫ জানুয়ারি কলেজের রসায়ন বিভাগে গবেষণাগারে আগুন লেগে গিয়েছিল। তার ফলে প্রফল্লচন্দ্র রায় নির্দিষ্ট ক্লাস নিতে পারেননি। তখন তাঁর ক্লাসটি নিয়েছিলেন 'ডেমনস্টেটর' গঙ্গা গোবিন্দ বসাক। তিনি নির্দ্ধারিত সময়ে আগেই ক্লাস ছুটি দিয়ে দেন। তার ফলে হইচই শুরু হয়। তখন ওটেন ৫ম বর্ষের ক্লাস নিচ্ছিলেন। ছাত্রদের কথা বলতে নিষেধ করেন। সেই সময়ে কমলাভুষণ বোস নামে এক ছাত্র একজনকে 'পঞ্চানন' বলে দুই বার ডাকে। তখন অধ্যাপক ওটেন বিরক্ত হয়ে ছেলেটির ঘাড় ধরে কলেজের স্টুয়ার্ডের কাছে নিয়ে যান এবং এক টাকা জরিমানা ধার্য করেছিলেন। কমলাভূষণ সঙ্গে সঙ্গে অক্ষ্যক্ষের কাছে গিয়ে অভিযোগ করে যে ওটেন তাঁকে ঘাড় ধরেছেন এবং তাকে রাস্কেল বলেছেন। (ক্রমশ)

ভারত কানাডা সম্পর্ক

কানাডা সরকার এখন পর্যন্ত নির্জ্জর হত্যা কাণ্ডের কোনও তথ্য জোগাড় করতে পারেনি। তারওপরে ভারতের ওপরে দোষারোপ করতে শুরু করে দিয়েছে। কানাডা সরকার থেকে বলা হয়েছে যে নিজ্জর হত্যাকাণ্ডেসঙ্গে থাকা দুইজন ব্যক্তির ওপরে নজর রাখা হচ্ছে। তাদেরকে যে কোনও সময়ে কানাডার গোয়েন্দা দফতর গ্রেফতার করতে পারে। এই মুহূর্তে কানাডার সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। যদি দুটি দেশ সংযত হয়ে চলার চেষ্টা করছে। কোনও রকম উত্তাপ সৃষ্টি করার ইচ্ছা প্রকাশ করছে না দুটি দেশ। ভারত এবং কানাডা সরকার একন তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখে চলেছে। জটিল পরিস্থিতির মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে বাধ্য হচ্ছে ভারত এবং কানাডা সরকার। এদিকে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক কানাডার প্রধানমন্ত্রীর কথা ক্ষুব্ধ। সেই কারণে কানাডার নাগরিকদের ভিসা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। দ্বিতীয়ত কানাডা দূতাবাস থেকে কূটনীতিকদের তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। এত দিন ধরে পাকিস্তানের সহেগ যে রকম ব্যবহার ভারত করে এসেছে তা এখন কানাডার ওপরে বর্তাতে শুরু করেছে। ভারতের আর্থিক এবং ব্যণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল কানাডার সঙ্গে। বিপুল পরিমানে আর্থিক লেনদেন হতো। সেই কানাডাকে ভারতের বিদেশে মন্ত্রক বলেছে যে সন্ত্রাসবাদীদের স্বর্গোদ্যান। এদিকে কানাডার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো বলেছেন যে ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকলেও কানাডার নিজস্ব কিছু আইন রয়েছে। সেই অনুযায়ী তদন্ত শুরু করা হয়েছে। রাজনৈতিক শিবির মনে করতে শুরু করে দিয়েছে যে জি-২০ সম্মেলন ভারত যে ভাবমূর্তি তৈরি করেছিল সেখানে কাদা লাগাতে চেষ্টা করছে কানাডা সরকার। বৈরতা সৃষ্টি করছে কানাডা সরকার। খলিস্তানপন্থীদের ভারত বিরোধী রাজনৈতিক অধিকার দিতে শুরু করে দিয়েছে কানাডা সরকার। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বৈরতা সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক দিক দিয়ে ভারতের কোনও ক্ষতি হয়নি। বরং লাভ হয়েছে। কিন্তু কানাডার সঙ্গে বৈরিতা করতে ভারত তার ভাবমূর্তিকে একেবারে নষ্ট করে ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে যে কানাডা সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। তারা কেবল বলতে শুরু করে দিয়েছে যে খলিস্তানপন্থীরা কানাডার নাগরিক। তাদের রাজনৈতিক প্রচার করার অধিকার রয়েছে। কানাডার ভিসা সংক্রান্ত একটি বেসরকারি সংস্থা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে যে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কানাডাবাসীদের ভিসা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে বিদেশ মন্ত্রকে মুখপাত্র আরবিন্দম বাগচী বলেছেন যে কানাডা এখন ভারতীয়দের কাছে নিরাপদ নয়। হামলার আশঙ্কা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। দূতাবাসও সরিয়ে নিয়ে আসা হতে পারে। তবে আগে যারা ভারতের আসার ভিসা পেয়েছে কানাডাবাসীরা তারা ইচ্ছা করলে ভারতে আসতে পারে। নতুন করে ভিসা আপাতত দেওয়া হবে না। এদিকে প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো তাঁর মত থেকে এক চুলও সরে আসেননি। তিনি বলেছেন কানাডার এক নাগরিকের মৃত্যু ভারতীয় এজেন্ট দ্বারা হয়েছিল। তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। এদিকে কী প্রমাণ রয়েছে কানাডা সরকারের কাছে তা কোনও ব্যাখ্যা দিচ্ছেন না কানাডার প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ভালো। কিন্তু কানাডার নাগরিককে হত্যা করা হবে এটাকে মেনে নেওয়া চলে না। এদিকে ভারতীয় গোয়েন্দারা জানতে পেরেছিল যে কানাডার মাটিতে বসে পাক গুপ্তচর সংস্থা খলিস্তান সংস্থার নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছিল। 'শিখস ফর জ্যাস্টিস' এর আইনজীবী গুরপতবন্ত সিংহ পান্নুন সহ খলিস্তান নেতাদের সঙ্গে গোপান বৈঠক করেছিল পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। এমনকী পাক গুপ্তচর সংস্থা আর্থিক সাহায্য দিতে শুরু করে দিয়েছিল। কানাডায় কুড়িজন খলিস্তানপন্থীরা বসবাস করে। তাদেরকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার কথা বললেও কানাডা সরকার সে কথা কানেই তুলছে না। খলিস্তানপন্থী নেতা নিজ্জরকে রোড কর্নার নোটিশ জারি করলেও কানাডা সরকার তাকে নাগরিকত্ব দিয়েছিল। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপত্র বলেছেন কানাডা সরকার নিজেদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করেছে। সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় স্থল হিসাবে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। এদিকে জল ঘোলা করতে নেমে পড়েছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের বিদেশ সচিব বলেছেন পাকিস্তানের মাটিতে ভারত 'র'কে ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত পাকিস্তানে নাশকতা করতে শুরু করেছে। এদিকে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে যে যে দেশের বিশ্বাসযোগ্যতা নেই ভারত তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। এদিকে বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে যে ভারতের মাটিতে কানাডা দূতাবাসের কর্মী বেশি। কানাডায় ভারতের দূতাবাসে এত কর্মী নেই। সেই কারণে ভারত থেকে কানাডা দূতাবাসের কর্মী কমিয়ে ফেলার দিকে নজর দিতে শুরু করেছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক।

পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে বাম

পশ্চিমবঙ্গের বাম দলের নেতারা লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করতে ইচ্ছুক নয়। তারা পরিস্কার করে বলে দিয়েছে পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস যে কাণ্ড কারখানা করেছে তাতে করে বাম দলের সঙ্গে ওই দলের কোনও সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। জাতীয় স্তরে যদিও সিপিএম বা বাম দলের সঙ্গে সমঝোতা হবে তবে কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গে কোনও সমঝোতা নয়। কংগ্রেসও পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলে ব্যাপারে কোনও আসন সমঝোতা চাইছে না। তার ফলে সেখানে বিজেপি দলকে একা লড়াই করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি দল তৃণমূল কংগ্রেস, বাম এবং কংগ্রেসের সঙ্গে লোকসভায় লড়াই করতে প্রস্তুত। কিন্তু বিজেপি পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলে তাদের দলকে শক্তিশালী করতে পারছে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বিজেপি দলের কোনও যোগ্য নেতৃত্ব নেই যিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে লড়াই করতে পারবেন। বিজেপি দলের নেতারা এখনও সাধারণ মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারেনি। বিপদে আপদে সাধারণ মানুষের পাশে বিজেপি দলের নেতা থেকে শুরু করে সমর্থকেরা এসে দাঁড়াচ্ছে না। ফলে সেখানে শাসক দলের নেতারা যা বলছে তাই সবাইকে মেনে চলতে হচ্ছে। এদিকে শরদ পাওয়ারের অবস্থা একেবারে নড়বড়ে। তিনি তো জমিতে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। অজিত শরদ পাওয়ারকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন। তিনি এখন একনাথ শিন্ডের সঙ্গীসাথী। তার ফলে শরদ পাওয়ারের দলকে শক্তিশালী দল বলা যায় না। কংগ্রেসের নেতা অধীর চৌধুরী বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী স্পেনে গিয়েছিলেন। সেখানকার কোনও শিল্পপতি কি সত্যিই পশ্চিমবঙ্গে শিল্প গড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। নাকি পুরো ব্যাপারটাই মাঠে গোঁজামিল রয়েছে। স্পেনে গিয়ে কী হল তার কোনও সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় শালবনিকে ইস্পাত কারখানা করার কথা বলেছেন। সত্যিই কি তাহলে শালবনিতে ইস্পাত কারখানা হচ্ছে। এদিকে রাজ্য কোষাগারের অবস্থা খুবই খারাপ। রাজ্য সরকারের শাসক দলের নেতারা সেই কারণে দিল্লিতে গিয়ে অর্থ মন্ত্রক অবরোধ করার ডাক দিয়েছেন। এদিকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে কেন্দ্র কারোর অর্থ আটকে রাখছে না। সবার অর্থ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার হিসাব দিতে পারছে না। সেই কারণে একশো দিনের কাজের টাকা এবং আবাস যোজানার টাকা আটকে রাখা হয়েছে। গোটা পশ্চিমবঙ্গটা চলছে একন মদ বিক্রি করার রাজস্ব দিয়ে। সেখান থেকে মোটা রাজস্ব আদায় হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে আর আয় করার কোনও রাস্তা খোলা নেই। ব্যবসায়িক লেনদেন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তৃণমূল কংগ্রেস সৃষ্টি হয়েছিল সিপিএম দলকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য। কংগ্রেস থেকে বের হয়ে নেত্রী মমতা তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করেন। বিজেপি দলই তৃণমূল নেত্রীকে জাতীয় স্তরে নিয়ে গিয়েছিল। ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের গায়ে বিজেপির গন্ধ লেগে রয়েছে।

চিনের সঙ্গে সংঘাতের দায় নেহরুর বললেন জয়শঙ্কর

চিনের সঙ্গে মৈত্রী করতে গিয়ে নেহরু বাস্তবতাকে একেবারে ভুলতে বসেছিলেন বলে মন্তব্য করলেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর। চিনের সঙ্গে অতিরিক্ত মাখামাখি করতে গিয়ে ভারতকে রাজনৈতিক প্রভাব থেকে সরে যেতে হয়েছিল। চিন বারবরই চাইছিল তারা তিব্বতে প্রবেশ করে ভারতের প্রভাবকে একেবারে খাটো করে দেবে। সেটাই চিন করে দেখালো। এবারে চিন অরুণাচল প্রদেশের ওপরে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছে। হিমালয় অঞ্চলগুলিতে ভারতের রাজনৈতিক প্রভাব যথেষ্ট পরিমানে ছিল। চিন এখন হিমালয় দেশগুলির ওপরে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে দিয়েছে। চিন এখন জল এবং পাহাড় দখল করার কথা ভাবতে শুরু করেছে। ভারত মহাসাগর এবং হিমালয় পাদদেশে যতগুলি দেশ রয়েছে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে চিন। ভারত বহুকাল ধরে এই সব পাহাড়ি অঞ্চলে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে চলছিল। এবারে চিন সেই পথকে অবলম্বন করতে শুরু করে দিয়েছে। চিন চাইছে ভারতে আরও খাটো করে দিতে। তার জন্য চিন একন পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। চিন এখন আবার আফগানিস্তানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলছে। চিনের বর্তমান নীতি হচ্ছে ভারত যেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা দেখাতে শুরু করেছে সেখানে প্রবেশ করে তাকে দখল করা এবং চিনের আয়ত্তে নিয়ে আসা। চিনের সঙ্গে আবাস্তব সম্পর্ক তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। তিনি যেভাবে চিনের সঙ্গে ভাই ভাই সম্পর্ক তৈরি করতে চেষ্টা করেছিলেন তা কিন্তু একেবারে বাস্তব সম্মত ছিল না। চিন ভারতেরসঙ্গেসেই সময়ে মৈত্রী করার ব্যাপারে গোপন ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করে। চিন বুঝতে পেরে গিয়েছিল যে ভারতের থেকে যদি তিব্বতের প্রভাব দূর করে দেওয়া যেতে পারে তাহলে চিন অদূর ভবিষ্যতে সুরক্ষিত থাকবে। ভারত সেই সময়ে চিনের সঙ্গে কোনও রকম সংঘাত করতে চাইছিল না। নেহরুর ভুল রাজনীতির খেসারত দিতে হল ভরতকে। আজকে চিন যেভাবে ভারতের ওপরে চাপ দিতে শুরু করে দিয়েছে সেই রকম পাল্টা চাপ দিতে শুরু করেছে ভারত। পরিস্কার করে নেহরুর চিন নীতির পরিবর্তন করে ফেলেছে বিজেপি সরকার। চিনের ভারত নীতি ছিল যে ভারতকে বুঝিয়ে সুজিয়ে হিমালয় অঞ্চলে প্রবেশ করা। আজকে চিন হিমালয় পাদদেশে আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছে তার মূল কারণ হচ্ছে নেহরুর ভুল নীতি। কাশ্মীর নীতিতেও ভুল ছিল নেহরুর। তার ফল আজকে কাশ্মীর নিয়ে ভুগতে হচ্ছে এই সরকারকে। বিজেপি সরকার এখন শক্ত হাতে সব কিছুর মোকাবিলা করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের সঙ্গে দোলনা নীতি করে মোদি বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন চিন ভারতের ওপরে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করার খেলা খেলতে শুরু করে দিয়েছে। চিন যেভাব পাকিস্তানের ওপরে পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে রেখে দিয়েছে সেই রকম ভারতের ওপরে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে। তার ফলে তারা কাশ্মীরে আর্থিক করিডর তৈরি করছে। আসল ভারতের ওপরে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। চিন এখন আমেরিকার সঙ্গে মৈত্রী করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তাইওয়ান এবং ভারতকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে আসা। নেহরুর চিন নীতির সমলোচনা করছিলেন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটল। তিনি চিনের সঙ্গে অতিরিক্ত সম্পর্ক তৈরি করার ব্যাপারে নেহরুকে বারবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু নেহরু রোমান্টিক প্রেম করতে শুরু করে দিয়েছিল চিনের সঙ্গে। তার মূল্য দিতে হয়েছে ভারতকে। আজকে আবার চিন সেই ধরনের খেলা খেলতে শুরু করে দিয়েছে। তারা আবার অরুণাচল প্রদেশ থেকে শুরু করে ভূটানের দিকে হাত বাড়াতে শুরু করেছে। নেপালের গৃহযুদ্ধে চিনের উস্কানি ছিল বলে মনে করা হয়ে থাতে। চিন বুঝতে পেরে গিয়েছিল যতদিন নেপালর ওপরে

ইজরায়েলি হামলায় এবার নিহত হলেন হামাস উপপ্রধান

ইজরায়েল ড্রোন হামলায় লেবাননের বেরুটে হামাসের উপপ্রধান সালেহ অল-আরৌরি নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে হামাসের তরফ থেকে তা জানানো হয়। হামাস জানিয়েছে দক্ষিণ দাহিয়ে এলাকায় হামাসের একটি কার্যালয়ে নিশানা করে ড্রোন হামলা চালায় ইজরায়েল। তাতে সালেহ-সহ চারজন নিহত হন। জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন। হামাস সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে সালেহ দলর সামরিক বিষয়গুলির দায়িপ্রাপ্ত ছিলেন। লেবাননে হামাসকে সমর্থন করে ইরানের মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন হিজবুল্লা। গাজার বাইরে যে কয়েকটি দেশ থেকে হামাস তার কাজকর্ম চালায় তার মধ্যে লেবানন অন্যতম। এর আগে প্যালেস্টাইনের সমর্থনে লেবাননের রাস্তায় মিছিল বের হয়। তাতে যোগ দিয়েছিল সাধারণ মানুষ। গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েল হামাস যুদ্ধ শুরু হলে পরে লেবানন ইজরায়েল সীমান্তে উত্তেজনা ছড়ায়। সীমান্তবর্তী সংঘাতে হিজবুল্লা এবং ইজরায়েল দুই পক্ষের সেনা মারা গিয়েছে। বিপদর আশঙ্কায় উত্তরে লেবাননের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে কয়েক হাজার বাসিন্দাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর প্রশাসন। তবে গাজার ওপরে ইজরায়েলের হামলা তীব্রতা যত বেড়েছে ইজরায়েল মাটি লক্ষ্য করে হামলা জারি রেখেছে হিজবুল্লাও। বিষয়টি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তো বটেই বিশ্বের অন্য দেসের সমানেও নেতানিয়াহুর সরকারের অস্তিত্বের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডিসেম্বরের শেষে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বেনি গানজ এ বিষয়ে হুঙ্কার দিয়ে বলেন, হামলা না থামালে সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে হিজবুল্লাকে মুছে ফেলতে তারা কসুর করবে না। লেবাননের হিজবোল্লা জঙ্গি গোষ্ঠীর সদস্যরা হামাসকে সমর্থন করে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে অভিযান শুরু করেছে। এখন এই যুদ্ধ ধর্ম যুদ্ধে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। যদি তা হয় তাহলে তা হলে দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধে পরিণত হবে। ইজরায়েল যুদ্ধ যাতে দীর্ঘ মেয়াদী না হয় তার জন্য জ্বালানি, খাদ্য এবং পানীয় জল বন্ধ করে দিয়েছে। গাজা ভূকণ্ডে কোনও বাইরের কিছুই প্রবেশ করতে পারছে না। তার ফলে গাজা নিরীহ নাগরিকদের অবস্থা খুবই করুণ। হামাস সন্ত্রাসবাদীদের জন্য সমগ্র নিরীহ গাজাবাসীদের আজকে ভুগতে হচ্ছে। বহু লোক ঘর বাড়ি ত্যাগ করে রাষ্ট্রপুঞ্জে শরনার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। রেড ক্রস সোসাইটি ওষুধ, শিশুদের পথ্য সহ বিভিন্ন মানবিক সাহায্য দেওয়া শুরু করে দিয়েছে। এই যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতির ওপরে চাপ পড়বে। একদিকে ইউক্রেন যুদ্ধ অন্য দিকে ইজরায়েল যুদ্ধ বিশ্বকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। ব্যবসা বাণিজ্য থেকে শুরু করে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এই যুদ্ধের বিশাল প্রভাব পড়বে। তবে ভারতের পররাষ্ট্র নীতির অবস্থান কোন দিকে যাবে তা এখনই বলা একেবারে অসম্ভব। তবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পরিস্কার করে জি-২০ সম্মেলনের বিশ্ব স্পিকার বৈঠকে বলেছেন যে ভারত সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে নয়। ভারত বিশ্ব থেকে সন্ত্রাসবাদীদের উচ্ছেদ করতে চায়। বিশ্ব থেকে যে দেশ সন্ত্রাসবাদীদের মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর ভারত তার পাশে রয়েছে। বহু বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এখন পথ পরিবর্তন করে ইজরায়েলকে সমর্থন দিচ্ছে। যদিও বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে যে ভারত সন্ত্রাসবাদীদের বিপক্ষে। এর বেশি কিছু বলা ভারতের পক্ষে শোভা পায় না। প্যালেস্টাইন যদি সন্ত্রাসবাদীদের রাজনৈতিক প্রশ্রয় না দেয় তাহলে তারা প্রকাশ্যে কেন সন্ত্রাসবাদীদের হামলার প্রতিবাদ করছে না? তারা কেন চুপ করে বসে রয়েছে? প্যালেস্টাইন যদি হামাসের মতো সন্ত্রাসবাদীদের রাজনৈতিক সমর্থন করতে শুরু করে তাহলে নিশ্চয় সারা বিশ্বের উচিত কাজ হচ্ছে প্যালেস্টাইন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলতেন, পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম।

হেরিটেজ ঃ কলকাতার অতি প্রাচীন বাজার

হেরিটেজ ঃ কলকাতার বাজার

বৈঠকখানা বাজার তৈরি হয়েছিল জব চার্নকের সময়। তখন তিনি এখানে এসে বাজারে অংশ গ্রহণ করতেন। এখানে কলকাতায় তখন বাজার বলতে ছিল মাত্র কয়েকটি। বাগবাজার নাম হয়েছে সেখানে একটি বড় বাজার ছিল। আবার শ্যামবাজার হয়েছে সেখানেও আগে একটি বাজার ছিল। গঙ্গার পাড়ে তখন বেশ কয়েকটি বাজার ছিল। মল্লিক বাজার কলকাতার বেশ প্রাচীন

বাজার। মল্লিক বাজার হওয়ার পরে বড় বাজার তৈরি হয়েছিল। তারপরে ছিল বৈঠকখানা বাজার। এখানে জব চার্নক এসে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করতেন এবং পণ্যের দাম নির্দ্ধারণ করতেন বলে জানতে পারা যায়। কোলে বাজার এখানেই তৈরি হয়েছিল। পাইকারি আনাজের বাজার বলা যেতে পারে। তবে বৈঠকখানা বাজারের চেয়ে বড় বাজার দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে পাশে গঙ্গা এবং হাওড়া স্টেশন। হাওড়া স্টেশন থেকে সব পণ্য এই বড় বাজারে প্রবেশ করতো। মল্লিক বাজার আগে বেশ বড় ছিল। কিন্তু পরে রাস্তাঘাট তৈরি হওয়ার ফলে এখানকার বহু বিক্রেতা অন্য স্থানে গিয়ে ব্যবসা করতে শুরু করে।

চিঠিপত্র ঃ ভারতের স্বাধীনতায় জাপান

ইতিহাস বলে, জাপানের সহযোগিতা না পেলে 'আজাদ হিন্দ বাহিনী' তৈরি করা একেবারে অসম্ভব ছিল। বিপ্লবী রাসবিহারী বোসকে ভারতে ফেরৎ দেওয়ার ব্যাপারে ইংরেজ সরকার জাপানের ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে। আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। কিন্তু জাাপন সেই সময়ে ইংরেজদের কথাকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে শুরু করে। ভারতের বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বোস আওয়াজ তুলে দিয়েছিলেন, এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য। রাসবিহারী বোসের এই স্লোগানকে সমর্থন করে জাপান সরকার। এমনকী জাপানের রাজা এবং রানি রাসবিহারী বোসকে সম্মনান দিতে থাকে। সেই সময়ৈ রাজার আদেশ ছিল রাসবিহারী বোসকে সব কিছু দিযে. সাহায্য করতেহবে। তাঁর যেন কোনও অসুবিধা না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হলে জাপান জার্মানদের পক্ষ অবলম্বন করলে ইংরেজ সরকারের শত্রু দেশে পরিণত হয়। সেই সময়ে লুকিয়ে জাপান চলে গিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বোস। তিনি সেখানে গিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাসবিহারী বোস জাপানে থাকার সময়ে একজন জাপানী মহিলাকে বিবাহ করে সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। জাপান না থাকলে রাসবিহারী বোস এবং সুভাষ চন্দ্র বোস কোনও সময়ে সেনা বাহিনী তৈরি করতে পারতো না। ভারত সেরা বন্ধু জাপান। **মানস দে সরকার, কলকাতা।**

শীত পড়তেই আবার হরিশ্চন্দ্রপুরে প্রকাশ্যে মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য, প্রশাসনের নিয়মকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চলছে দেদার মাটি কাটা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ জানুয়ারি ঃ শীত পড়তেই ফের এলাকায় মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য। অবৈধ ভাবে চলছে দেদার মাটি কাটার কাজ। মানা হচ্ছে না কোনরকম নিয়ম কানুন। ভ্রুক্ষেপ নেই প্রশাসনেরও। মাটি কাটার প্রভাব পড়ছে ধানের ফলনে অভিযোগ চাষীদের। এদিকে মাটিকাটা নিয়ে তরজা তুঙ্গে কংগ্রেস এবং তৃণমূলের মধ্যে। খোঁচা দিতে ছাড়েনি বিজেপি। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকা। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত হরিশ্চন্দ্রপুর ১ এবং ২ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় একাধিকবার মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য সামনে এসেছে। নদী তীরবর্তী এলাকাগুলি থেকে মাটি কেটে সেই মাটি পাচার হয়ে গেছে বিহারে। সেই খবরও সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে উঠে এসেছে। মাটি কাটা রুখতে প্রত্যেক ব্লকে গঠিত হয়েছে প্রশাসনের ৩ সদস্যের কমিটি। শীতের শুরুতে হরিশ্চন্দ্রপুরের গোবরাঘাট এলাকায় পুলিশি নজরদারিও দেখা গেছে। কিন্তু এত কিছুর পরেও মাটি মাফিয়াদেরকে রোখা যায়নি। সম্প্রতি হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের বারদুয়ারি খন্তা হাই স্কুলের সামনে চলছে দেদার মাটিকাটা।

ডিসিআর কাটলেও যেখানে নিয়ম রয়েছে তিন থেকে চার ফিট পর্যন্ত মাটি কাটার। সেখানে মাটি কাটা হচ্ছে ১০ থেকে ১২ ফিট পর্যন্ত। জানা যাচ্ছে শুধু এখানেই নয় হরিশ্চন্দ্রপুর ১ এবং ২ নম্বর ব্লকের একাধিক জায়গায় মাটিকাটা শুরু হয়েছে। চাষীদের অভিযোগ এই ভাবে মাটি কাটার ফলে আমন ধানের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। গর্ত হয়ে যাওয়াই জল জমে থাকছে জমিতে বর্ষার সময়। প্রভাব পড়ছে পরিবেশেও। অবৈধ ভাবে মাটি কাটা রুখতে প্রত্যেক ব্লকে আইসি, বিডিও এবং বিএলআরওকে নিয়ে ৩ সদস্যের একটি কমিটি গঠন হয়েছে। সেই কমিটি সবটা খতিয়ে দেখে তবেই মাটি কাটার অনুমতি দেবে। কিন্তু তারপরও কি ভাবে এত দেদার মাটি কাটা চলছে। প্রশ্ন তুলছে চাষীরা? এদিকে মাটিকাটা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। কংগ্রেসের দাবি হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি রয়েছে জোটের দখলে। ভূমি কর্মাধক্ষ্য রয়েছে কংগ্রেসের। এখানে যেটুকু মাটি কাটা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ম মেনে। কিন্তু হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি তৃণমূলের দখলে থাকায় সেখানে কোন নিয়মের তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। অন্যদিকে অবৈধ ভাবে মাটি কাটা হচ্ছে মেনে নিয়ে পাল্টা তৃণমূলের অভিযোগ হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকেই সব থেকে বেশি মাটি মাফিয়া রয়েছে। কংগ্রেস, সিপিএম জোট ক্ষমতায় আসতেই যারা আবার সক্রিয় হয়ে গেছে। সমগ্র ঘটনায় খোঁচা দিতে ছাড়েনি বিজেপিও। তৃণমূলের মদতেই মাটি কাটা হচ্ছে। কংগ্রেস তৃণমূল দুইজনেই দুর্নীতিতে সিদ্ধহস্ত কটাক্ষের সুর বিজেপির গলায়। তবে প্রশ্ন উঠছে এত নিয়ম এত তরজার পরেও কেন বন্ধ হচ্ছে না মাটি কাটা। চাষী আফজল হোসেনের অভিযোগ, এই ভাবে মাটি কাটার ফলে চাষের ক্ষতি হচ্ছে। আমন ধানের ফলনে ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। চাষের জমিতে জল জমে থেকে যাচ্ছে। কংগ্রেস নেতা তথা হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির ভূমি কর্মাধ্যক্ষার স্বামী আব্দুস শোভান বলেন, আমাদের ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি জোটের দখলে রয়েছে। এখানে মাটি কাটা হলেও সেটা নিয়ম মেনে হচ্ছে। অনেকেই আবেদন করেছে কিন্তু আমরা অনুমতি দিচ্ছি না। কিন্তু ২ নং ব্লক তৃণমূলের দখলে। সেখানেই মূলত এই অবৈধভাবে মাটি কাটা হচ্ছে। তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য স্বপন আলীর দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় মাটি মাটিয়াদের দৌরাত্ম্য চলছে। প্রশাসন এই নিয়ে যথেষ্ট কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে বারবার। কিন্তু এখানে কংগ্রেস সিপিএম জোট আসার পর ফের মাটি মাফিয়ারা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। শুনতে পাচ্ছি একাধিক জায়গায় মাটি কাটা হচ্ছে। বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় পাশোয়ান বলেন, কংগ্রেস তৃণমূল দুজনেই দুর্নীতিগ্রস্ত। একসময় কেন্দ্রে কংগ্রেস দুর্নীতির মাস্টার মাইন্ড ছিল। তৃণমূল তো এদের থেকেই জন্ম। এখন রাজ্যে তৃণমূল করছে।

ছাত্রের ব্যাগে দেশি পিস্তল ও তাজা কার্তুজ, হেফাজতে নিয়ে জেরা করতে চায় পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৩ জানুয়ারি ঃ স্থানীয় হাই স্কুলের নবম শ্রেণির ওই পড়ুয়ার ব্যাগ থেকে একটি দেশি পিস্তল এবং তাজা কার্তুজ উদ্ধারের পর এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ধৃত স্কুলপড়ুয়াকে আটক করে পুলিশ রাতে বংশীহারী থানায় নিয়ে আসে। বুধবার তাকে হেফাজতে নিতে চেয়ে বুনিয়াদপুর কোর্টে তোলা হবে। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানার পাথরঘাটা এলাকায়। স্কুলপড়ুয়ার ব্যাগে পিস্তল কোথা থেকে এল তা নিয়ে ধন্দে সহপাঠী থেকে স্কুলের শিক্ষক- শিক্ষিকারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বংশীহারী থানার পুলিশ। এই নিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার স্কুলে বই বিতরণ চলছিল। সেই সময় তার ব্যাগ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়। কী কারণে আগ্নেয়াস্ত্র স্কুলে এনেছে ওই পড়ুয়া, সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে শিক্ষকদের মাথায়। এক স্থানীয় পুলিশকর্তা বলেন, ''পাথরঘাটার একটি স্কুল থেকে ফোন পাই যে, নবম শ্রেণির এক ছাত্র অস্ত্র নিয়ে স্কুলে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ পৌঁছায়। আমরা অস্ত্রটি উদ্ধার করেছি, সেই সঙ্গে একটি কার্তুজও উদ্ধার হয়েছে। এ বিষয়ে একটা অভিযোগ জমা পড়েছে। আমরা তদন্ত করছি।''

কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন আইনের প্রতিবাদে ট্রাক চালকদের মহাসড়ক অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩ জানুয়ারি ঃ হিট অ্যান্ড রান (সড়ক দুর্ঘটনার পর পালিয়ে যাওয়া) সংক্রান্ত নতুন কঠোর আইনের প্রতিবাদে বুধবার

আসাম সীমানা সংলগ্ন ঘোড়ামারাতে পূর্ব পশ্চিম মহাসড়কে পথ অবরোধ করে পশ্চিমবঙ্গ ড্রাইভার মহাসঙ্ঘ। মহাসড়ক অবরোধের কারণে চরম সমস্যায় পড়তে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। উত্তর পূর্বের রাজ্য গুলোতে সামগ্রী নিয়ে যাওয়া ট্রাকগুলো এই অবরোধের ফলে আটকে যায়। দুপাশে তৈরী হয় লম্বা ট্রাকের লাইন। আটকে পড়ে ভুটানের যাত্রীবাহী বাস, ব্যক্তিগত গাড়ি সহ অন্যান্য গাড়িও। ট্রাক চালকরা জানান কেন্দ্রীয় সরকারের তৈরি নতুন আইনে বলা হয়েছে, সড়ক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে পালিয়ে যাওয়া চালকদের ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং ৭ লাখ টাকা জরিমানা করা হবে। এই নিয়ে ক্ষুব্ধ সমস্ত গাড়ি চালক। গাড়ি চালকরা কেন্দ্রীয় সরকারের আনা এই আইনের তীব্র প্রতিবাদ ও স্লোগান দেন। মহাসড়কে গাড়ির সামনে শুয়ে প্রতিবাদে সামনে হয় গাড়ি চালকরা। তাদের বক্তব্য, একজন ড্রাইভার খুব সামান্য আয় করে, নতুন আইনে ধার্য জরিমানা তারা সারাজীবন কাজ করেও মেটাতে পারবে না। তাদের আরো দাবি এই কালা কানুন বাতিল করতে হবে।

মন্ত্রী উদয়নের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ মন্ত্রী নিশীথের দুই আত্মীয়ের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের দুই আত্মীয় যোগদান করল তৃণমূলে। বুধবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী উদয়ন গুহর হাত ধরে তাঁরা তৃণমূলে যোগদান করেন। সুনীল বর্মন ও জগদীশ বর্মন নামে নিশীথের ওই দুই আত্মীয়ের বাড়ি দিনহাটা পুটিমারি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে। উদয়ন গুহ দাবি করেছেন, দু'জনই সম্পর্কে নিশীথ প্রামাণিকের ভাই হন। কিছুদিন আগেই নিশীথ প্রামাণিককে তৃণমূলের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ ছুঁড়ে দিতে দেখা গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, ভেটাগুড়িতে তৃণমূল সংগঠন করার লোক না পেলে, লোক খুঁজে দেব যাতে ওরা সংগঠনটা চালাতে পারে। নিশীথের বক্তব্য ছিল, দলীয় কার্যালয়ে বসার যদি লোক না থাকে, তাহলে তাঁর কাছে অনুরোধ করলে তিনি দলীয় কার্যালয় খুলে দেওয়ারও ব্যবস্থা করবেন। নিশীথ প্রামাণিকের এই মন্তব্য ঘিরে বছর শুরুর দিনই সরগরম হয়ে উঠেছিল কোচবিহারের মাটি। তৃণমূলের যোগ দেওয়া নিশীথের আত্মীয় সুনীল বর্মনের বক্তব্য, কোনওরকম গুরুত্ব তাঁরা পাননি। তাই বাধ্য হযে তাঁরা তৃণমূলে যোগদান করলেন। তৃণমূল নেতা উদয়ন গুহর বক্তব্য, যারা অন্যের ঘর ভাঙার স্বপ্ন দেখে, আজ তাদের ঘরের লোকই তৃণমূলে যোগ দিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দুই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, একজন জ্যেঠতুতো ভাই, আরেকজন খুড়তুতো ভাই। তাঁরা আমাদের দলকে শক্তিশালী করতে যোগ দিলেন তৃণমূলে। যদিও এই নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক তথা বিজেপি নেতৃত্বের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিক্ষোভ চা বাগান শ্রমিকদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ জানুয়ারি ঃ নভেম্বর মাস থেকে চা শ্রমিকদের পিএফ বোনাস ও মজুরি না দিয়ে বাগান বন্ধ করে চলে যায় মালিক কর্তৃপক্ষ। এর ফলেই আজ আবারও রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় চা বাগান শ্রমিকরা। এদিন ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত তীরহানা চা বাগান। পুজোর

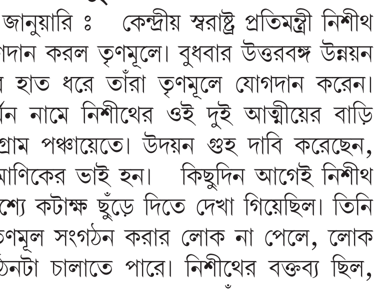

আগে আগে থেকে বেশ কয়েকবার বাগান কর্তৃপক্ষকে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন শ্রমিকরা। আজ আবারও দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন আইএনটিটিইউসির শ্রমিক সংগঠন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাগডোগরা থানার পুলিশ। পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকদের সাথে শ্রমিকদের কথা বলে তারপরে পথ অবরোধ তুলেন তারা সংগঠনের সদস্য।

যে কোনও সংকটে ডুয়ার্সে পর্যটকদের জন্য এবার 'টুরিস্ট বন্ধু'

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ৩ জানুয়ারি ঃ বরাবরই পর্যটকদের পছন্দের জায়গা ডুয়ার্স। দিন দিন যেন সেই পছন্দের মাত্রাটা আরও বাড়ছে। ডুয়ার্সের পাহাড়, নদী, জঙ্গল ও বন্যপ্রাণী দেখতে এ বছরেও ক্রমশ ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের। আর ডুয়ার্সে ঘুরতে আসা পর্যটকদের যাতে কোনওরকম সমস্যা না হয়, সেজন্য সেখানে থাকছেন 'টুরিস্ট বন্ধু'। এই 'টুরিস্ট বন্ধু'রা পুলিসেরই লোক। ভ্রমণের যে কোনও পর্যায়ে কোনও সমস্যার উদয় হলে পর্যটকদের ভরসা জোগাবেন পুলিসের এই টুরিস্ট বন্ধুরা। ঘটছেও তাই। ডুয়ার্সের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে ঘুরতে আসা পর্যটকেরা তাঁদের নানা সমস্যা নিয়ে কথা বলতে পারছেন টুরিস্ট বন্ধুদের সঙ্গে। ডুয়ার্সে এমনিতে ভিড় থাকে। এর উপর শীতের মরসুম পড়তেই ডুয়ার্সে পর্যটকদের আনাগোনা কয়েকগুণ বেড়েছে। কাজেই এই মুহূর্তে টুরিস্ট বন্ধুদের কাজের চাপও অনেক। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিসের তরফ থেকে বেশ কয়েকজন পুলিসকর্মীকে এই টুরিস্ট বন্ধু-র কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। ডুয়ার্সে ঘুরতে আসা পর্যটকদের যে কোনো সমস্যায় তাঁদের এক ফোনে সামনে হাজির হচ্ছেন টুরিস্ট বন্ধুরা। পাশাপাশি দুটি গাড়িতে নিয়মিত বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে টহল দিচ্ছেন তাঁরা। হোটেল বুকিং, গাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত সমস্যা থেকে শুরু করে নানা সমস্যায় পর্যটকদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের আস্থা বাড়িয়েছেন এই পুলিসকর্মীরা। ডুয়ার্স অবশ্য বরাবরই পর্যটকদের জন্য নিরাপদ গন্তব্য। এর উপর টুরিস্ট বন্ধুদের এই নজরদারি ডুয়ার্সে পর্যটকদের নিরাপত্তা আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে সম্প্রতি। মূর্তি এলাকাতেও টুরিস্ট বন্ধুর একটি কিয়স্ক রয়েছে। পর্যটকেরা চাইলে সেখানে গিয়ে তাঁদের অভিযোগ জানাতে পারেন। বর্তমানে টুরিস্ট বন্ধুরা মেটেলি ব্লকের পর্যটন কেন্দ্র সামসিং, লালিগুরাস, চালসা ভিউ পয়েন্ট, মূর্তি-সহ বাতাবাড়ি - লাটাগুড়িমুখী জাতীয় সড়কের জঙ্গুলে রাস্তাতেও নিয়মিত টহলদারি করছেন। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিসের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরাও।

গুঞ্জরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আনুমানিক ৭০ জন বাসিন্দার নাম বিহারের ভোটার তালিকাতে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৩ জানুয়ারি ঃ গুঞ্জরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আনুমানিক ৭০ জন বাসিন্দার নাম বাংলার ভোটার তালিকার পাশাপাশি বিহারের ভোটার তালিকাতেও দুর্নীতি যেন বাংলার অঙ্গে অঙ্গে বাসা বেধে রয়েছে। কোনওভাবেই যে দুর্নীতি দুষ্কর্ম বাংলার পিছু ছাড়ছে না। আর তাই এবার দুর্নীতির প্রতিবাদে সাধারন মানুষকেই এগিয়ে আসতে দেখা গেলো। বিভিন্ন নির্বাচনের সময় ছাপ্পা ভোটের বিস্তর অভিযোগ উঠলেও ভোট পেরিয়ে গেলে ছাপ্পা ভোটের তদন্তে প্রশাসনের কাউকেই দেখা যায় না। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ব্লকের গুঞ্জরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত ভৌগোলিকভাবে বিহার রাজ্যের সাথে লাগোয়া। গুঞ্জরিয়ার অধিকাংশ বাসিন্দার নাম বাংলার পাশাপাশি বিহার রাজ্যের ভোটার তালিকাতেও রয়েছে। আর এই সুযোগে দুই রাজ্যে ভোটের সময় ব্যাপক ছাপ্পা ভোটের ঘটনাও ঘটে থাকে। গুঞ্জরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আনুমানিক ৭০ জন বাসিন্দার নাম বাংলার ভোটার তালিকার পাশাপাশি বিহারের ভোটার তালিকাতেও দেখা গেছে বলে অভিযোগ। গুঞ্জরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা তৌসিফ রেজা নিজের সামাজিক দায়িত্ব বোধে

এই বিষয়ে উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন। এমনকি বাংলা ও বিহারের ভোটার তালিকাতেও বাসিন্দাদের নাম উল্লেখ রয়েছে। জেলাশাসকের নির্দেশে ইসলামপুরের বিডিও তৌসিফ রেজাকে হিয়ারিংয়ে ডাকেন। মঙ্গলবার হিয়াড়িংয়ে উপস্থিত হয়ে সমস্ত তথ্য বিডিও দীপান্বিতা বর্মনের হাতে তুলে দেন তৌসিফ সাহেব। ঘটনার বিবরণে খুব শীঘ্রই প্রশাসনিক পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে ইসলামপুর ব্লক প্রশাসন।

মা সারদার পুণ্য তিথি পালন

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩ জানুয়ারি ঃ ৩ জানুয়ারি বুধবার ভোর পাঁচটা থেকে নলহাটি দুই ব্লকের ভদ্রপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের আকালিপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রমে ১৭২ তম মা সারদার পুণ্য আবির্ভাব তিথি পালিত হচ্ছে মহাসমারোহে। আশ্রমের মহারাজ স্বামী বাগিশানন্দপুরী জানান, সকালে মায়ের প্রতিকৃতি নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। সারাদিন ধরে চলে নানা পূজা আর্চা, হোম যজ্ঞ, পাঠ হওয়ার পর দুপুরে ভক্তদের অন্য প্রসাদ দেওয়া হয়। প্রসাদ গ্রহণের পর সন্ধ্যে অবধি চলবে নানান ভক্তিমূলক গানের অনুষ্ঠান। এলাকাবাসীদের পাশাপাশি অনেক দূর-দূরান্ত থেকে বহু ভক্তের সমাগম হয় মায়ের আবির্ভাব তিথি উৎসব দেখতে।

আইএনটিপিইউসি মিছিল, বিশৃঙ্খলা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্রের পরিবহন আইনের প্রতিবাদ জানিয়ে কোচবিহার শহরে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিপিইউসির মিছিল এবং ডেপুটেশন কে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা কোচবিহারে। মিছিল থেকে বেরিয়ে কোচবিহার শহরের সনিতি রোড অবরোধ করে আন্দোলনকারীরা। আটকে দেওয়া হয় বিজেপি বিধায়ক মিহির গোস্বামীর গাড়ি। প্রায় এক ঘন্টা যাব চলে অবরোধ। চলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিও।

বিদ্যালয়ে হঠাৎ পরিদর্শনে রাজগঞ্জের বিডিও, শিশুদের দিলেন উপহার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ জানুয়ারি ঃ হঠাৎ পরিদর্শনে গিয়ে স্কুলের বাচ্চাদের নতুন বছরের উপহার দিলেন রাজগঞ্জের বিডিও। রাজগঞ্জের

বিডিও হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে তিনি হঠা ভিজিট করে অফিস গুলির কাজকর্মে গতি ফিরে পায়। আজও হঠাৎ রাজগঞ্জের সন্ন্যাসী পাড়ার বিবেকানন্দ স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে গিয়ে মিড ডে মিলের খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে বাচ্চাদের পড়াশোনা কেমন হয় তার খোঁজ-খবর নেন।এরপর বিদ্যালয়ের সব শিশুদের হাতে নতুন বছরের উপহার হিসেবে পেন্সিল বক্স, রুল, রবার দেন। শিশুদের মিষ্টিমুখ করার জন্য দেন চকলেট। সারপ্রাইজ পরিদর্শনে গিয়ে রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের এমন মানবিক মুখ দেখে ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে খুশি এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও। বিডিও প্রশান্ত বর্মন জানান বিদ্যালয়ের মিড ডে মিল ও অন্যান্য খোঁজখবর নিতেই স্কুলে হঠাৎ পরিদর্শনে আসি এবং নতুন বছরের আজ ৩য় দিনে ছোট ছোট শিশুদের সাথে সময় কাটালাম, আমাদের আগামী প্রজন্মের শিশুদের পড়াশুনা যাতে ঠিকঠাক হয় সেই বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সাথে কথা বলি।

৫ মন্দিরে চুরি, চাঞ্চল্য দুবরাজপুরে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩ জানুয়ারি ঃপরপর পাঁচটি মন্দিরে চুরি। কোথাও মুর্তির গা থেকে উধাও সোনার চেন। কোথাও উধাও ভোগের বাসন, প্রণামীর বাক্স। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বীরভূমের দুবরাজপুরে। বীরভূমের দুবরাজপুর এলাকায় বেশ কয়েকটি মন্দির রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, গত কয়েকদিনে পর পর এলাকার পাঁচটি মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটেছে। দুবরাজপুর থানার যশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণনগর গ্রামের পঞ্চগ্রামীণ শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দির ও তার পুরোহিতের বাড়িতেও চুরি হয়েছে। উধাও হয়ে গিয়েছে সোনা ও রুপোর অলংকার। প্রায় লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী উধাও হয়ে গেছে বলে দাবি। কোনও মন্দিরে প্রতিমার সোনার চেন উধাও হয়ে গিয়েছে। কোথাও বাসনপত্র। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। কে বা কারা ঘটনার নেপথ্যে তা জানতে মরিয়া স্থানীয়রা। ইতিমধ্যেই পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে দুবরাজপুর থানার পুলিশ।

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজগুলি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এলএমজি/ইএনজিজি/১৩২ অফ ২০২৩, তারিখ: ২৮-১২-২০২৩; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** এডিইএন/বদরপুর ঘাটের আওতাধীন কোয়ার্টারে জল সরবরাহের উন্নতি সহ স্টাফ কোয়ার্টার কলোনী রোডের বিশেষ মেরামত। **টেন্ডার মূল্য:** ১,৪৬,৪৮,০৯২/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,২৩,৩০০/-টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২৯-০১-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘন্টায় এবং **খোলা ৩০-০১-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৯-০১-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

RADHAMOHANPUR-I GRAM PANCHAYAT
Chandanpur, Debra, Paschim Medinipur

NOTICE INVITING e-TENDER

e-N.I.T. – 04/G.P 11/1/15th Finance/2023-24 Date: 04.01.2024

The Pradhan, Radhamohanpur-I Gram Panchayat invites e-Tender for the 03 Nos Construction of concrete road Work under Debra Development Block under 15th CFCG. Intending Bidders may access detailed information and respond from e-procurement portal of Government of West Bengal at **https://www.wbtenders.gov.in. Bid submission start date online 04/01/2024 at 10.00hrs. Bid submission end date (Online) on 19/01/2024 at 10.00 hrs.**

Sd/- Pradhan,
Radhamohanpur-I Gram Panchayat

Office of The Ladhurka Gram Panchayat
Vill+PO-Ladhurka, PS-Hura, Purulia, Pin-723148
e-mail id: ladhurkagp@gmail.com

NIT No. WBPUR/Hura/LGP/NIT(e)-19/2023-24 E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the 9(Nine) Nos. similar work(s). Source of Fund: 15 th FC (both Tied & untied). Last date of submission of Bid (online) up to 17/01/2024 06.00 PM. Bid Opening date: 19/01/2024 at 06 PM. For details contact at GP Office or visit website http://wbtenders.gov.in.

Sd/- Pradhan
Ladhurka Gram Panchayat

লামডিং ডিভিশনে আউটসোর্সিং এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজগুলি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এসআর. ডিইই/এলএমজি/৩৩ অফ ২০২৩-২৪, তারিখ: ২৯-১২-২০২৩; **টেন্ডার নং.ঃ** ইএল/এলএম/২৩-২৪/২০-আরটি। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **কাজের নাম:** এডিইই/আগরতলা -এর এখতিয়ারের অধীনে দুই বছরের জন্য শিলচর কোচিং ডিপোতে টিএল/এসি (প্রচলিত + এলএইচবি) কোচের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, রোড সাইড স্টেশন এবং আগরতলা কোচিং ডিপোতে (ট্রেন পাসিং এবং ১১০ ভি ডিসি চার্জিং কার্যকলাপ) ননকোর কার্যকলাপ আউটসোর্সিং। **টেন্ডার মূল্য:** ২,৩১,৮৯,৮৮৩.৪০ টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,৬৬,০০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** ঘন্টায় এবং **খোলা ১৯-০১-২০২৪** তারিখে **১৫:৩০** ঘন্টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখুন।

সিনিয়র ডিইই, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Office of the Prodhan
Ichhapur-I Gram Panchayat
Gaighata, North 24PGS

Notice Inviting Tender No.: Icha-I/004/2023-24, Tender ID: 2024_ZPHD_637090_1, Date: 03.01.2024

Tender is invited through online from the experienced and resourceful bidders for execution of the work of Maintenance of concrete road with UC Balla pilling starting from Ajoy Das shop to h/o Swapan at Gaighata-I. Date of Opening of Bid: 22/01/2024. For details please visit https://wbtender.gov.in.

Sd/- Prodhan
Ichhapur-I Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER (CORRIGENDUM)

NIT No. 07 of 2023-24/PO/BCW/JAL for installation of 88 nos. solar lights at different locations in Jalpaiguri district. Last date of bid submission is extended up to 08-01-2024 up to 17:00 hours. Few other corrigenda have also been added. Details may be known from the office of the undersigned on any working day. Visit www.wbtenders.gov.in. for detailed notice.

Sd/- P.O-cum-D.W.O.
BCW. Jalpaiguri

NIT NO-MGP/450/E-TENDER/NIT-05/2023-24.Dated-31-12-2023.E-Tender ID-2023_ZPHD_635417_1 For NEW CC ROAD FROM SHIBAPRASHAD MAITY HOUSE TO CHANDAN HOUSE AT MOUZA KUSUMTALA ID: 2023_ZPHD_635417_2 For NEW CC ROAD FROM SK MOSLEM HOUSE TO MOKSED MAHAMMAD HOUSE AT MOUZA BALIARA_ID:- 2023_ZPHD_635417_3 For NEW CC ROAD FROM SUKDEB BERA TO BASANTA MAITY HOUSE AT MOUZA MOUSHUNI. NIT NO-MGP/451/E-TENDER/NIT-06/2023-24.Dated-31-12-2023. E-Tender ID:- 2023_ZPHD 635418_1 For SINKING OF TUBE WELL AT BIVUTI MANDAL HOUSE AT MOUZA BALIARA. ID:- 2023 _ZPHD 635418_2 For SINKING OF TUBE WELL AT SK ALAUDDIN HOUSE AT MOUZA MOUSHUNI. ID: 2023_ZPHD_635418_3 For SINKING OF TUBE WELL AT ALAMGIR HOUSE AT MOUZA BALIARA. ID:- 2023_ZPHD_635418_4 For SINKING OF TUBE WELL AT HIMANGSHU BERA HOUSE AT MOUZA KUSUMTALA. ID:- 2023_ZPHD_635418_5 For SINKING OF TUBE WELL AT NITAI BAKHRA HOUSE AT MOUZA KUSUMTALA. ID:- 2023_ZPHD_635418_6 For SINKING OF TUBE WELL AT RABIN PARTHA PAIK HOUSE AT MOUZA KUSUMTALA. Last date of Submission of Tender on 13/01/2024 upto 2.00PM at Gp Office. Details are available in Office Notice Board.

Sd/- Pradhan
Moushuni Gram Panchayat
Bagdanga, Namkhana, South 24 Parganas

লামডিং মণ্ডলে ক্যাটারিং স্টলের জন্যে ই-নিলাম

লামডিং মণ্ডলে ০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ক্যাটারিং স্টল সম্পদের জন্যে ই-নিলাম (জেনারেল মাইনর ইউনিট এবং স্পেশাল মাইনর ইউনিট)। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইচেন্স প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১৮২৭।

অক্সন ক্যাটালগ নং. কেটার-এলএমজি-১০-২৩

এসইকিউ নং.	এলওটি সংখ্যা/শ্রেণী	স্থান
এএ/১	সিএটিজি-এলএমজি-পিএসজি-জিএমইউ-১২০-২৩-১	পানীসাগর রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/২	সিএটিজি-এলএমজি-বিআরজিএম-জিএমইউ-৫০-২৩-১	বরাইগ্রাম রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/৩	সিএটিজি-এলএমজি-সিবিজেড-জিএমইউ-১০৪-২৩-১	চুরাইবাড়ী রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/৪	সিএটিজি-এলএমজি-ডিএসআৰ-জিএমইউ-১২২-২৩-১	ধনশিরি রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/৫	সিএটিজি-এলএমজি-জেআরএনএ-জিএমইউ-৫৮-২৩-১	জিরাণিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/৬	সিএটিজি-এলএমজি-কেডব্লিউএম-জিএমইউ-২১-২৩-১	কামপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/৭	সিএটিজি-এলএমজি-বিএইচআরবি-জিএমইউ-১১৯-২৩-১	ভৈরবী রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এবি/১	সিএটিজি-এলএমজি-এলকেএ-এসএমইউ-৪৮-২৩-১	লংকা রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এবি/২	সিএটিজি-এলএমজি-জেআইডি-এসএমইউ-৭৫-২৩-১	জাগীরোড রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এবি/৩	সিএটিজি-এলএমজি-এলএমজি-এসএমইউ-৪১-২৩-১	লামডিং রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এবি/৪	সিএটিজি-এলএমজি-সিপিকে-এসএমইউ-৬৬-২৩-১	চাপরমুখ রেলওয়ে ষ্টেশনে অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম
এবি/৫	সিএটিজি-এলএমজি-সিপিকে-এসএমইউ-৬৫-২৩-১	চাপরমুখ রেলওয়ে ষ্টেশনে অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম
এবি/৬	সিএটিজি-এলএমজি-সিপিকে-এসএমইউ-৬৩-২৩-১	চাপরমুখ রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এবি/৭	সিএটিজি-এলএমজি-এলএমজি-এসএমইউ-৩৫-২৩-১	লামডিং রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এবি/৮	সিএটিজি-এলএমজি-জিএইচওয়াই-এসএমইউ-১২৩-২৩-১	গুয়াহাটি রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ৪/৫
এবি/৯	সিএটিজি-এলএমজি-জিএইচওয়াই-এসএমইউ-১২৬-২৩-১	গুয়াহাটি ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ৪/৫

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৫-০১-২০২৪ তারিখে ১০.০০ ঘন্টায়। **নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৫-০১-২০২৪ তারিখে ১৩.০০ ঘন্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Water Supply), BR-XI, KMC invites e-tender for the following works (Submission of bid through online):

(1) NIe-T No. : KMC/WS/PRO./AMRUT/BR-XI/1/PH.-I/23-24 Date - 29.12.2023
Name of the work: **Improvement of filter water supply by laying 100 mm diameter DI pipe in Ward No.-101 (Phase-I).** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,83,207.00.** Earnest money: ₹ **9,665.00.** Time of completion: **180 days.**

(2) NIe-T No. : KMC/WS/PRO./AMRUT/BR-XI/2/PH.-I/23-24 Date - 29.12.2023
Name of the work: **Improvement of filter water supply by laying 100 mm diameter DI pipe in Ward No.-102 (Phase-I).** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,83,207.00.** Earnest money: ₹ **9,665.00.** Time of completion: **180 days.**

(3) NIe-T No. : KMC/WS/PRO./AMRUT/BR-XI/3/PH.-I/23-24 Date - 29.12.2023
Name of the work: **Improvement of filter water supply by laying 100 mm diameter DI pipe in Ward No.-111 (Phase-I).** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,83,207.00.** Earnest money: ₹ **9,665.00.** Time of completion: **180 days.**

(4) NIe-T No. : KMC/WS/PRO./AMRUT/BR-XI/4/PH.-I/23-24 Date - 29.12.2023
Name of the work: **Improvement of filter water supply by laying 100 mm diameter DI pipe in Ward No.-112 (Phase-I).** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,83,207.00.** Earnest money: ₹ **9,665.00.** Time of completion: **180 days.**

(5) NIe-T No. : KMC/WS/PRO./AMRUT/BR-XI/5/PH.-I/23-24 Date - 29.12.2023
Name of the work: **Improvement of filter water supply by laying 100 mm diameter DI pipe in Ward No.-113 (Phase-I).** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,83,207.00.** Earnest money: ₹ **9,665.00.** Time of completion: **180 days.**

(6) NIe-T No. : KMC/WS/PRO./AMRUT/BR-XI/6/PH.-I/23-24 Date - 29.12.2023
Name of the work: **Improvement of filter water supply by laying 100 mm diameter DI pipe in Ward No.-114 (Phase-I).** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,83,207.00.** Earnest money: ₹ **9,665.00.** Time of completion: **180 days.**

(7) NIe-T No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/75/2023-24 Date - 29.12.2023
Name of the work: **Change of pipe line to improve water supply line by providing 100 mm diameter D.I. pipe at Chakdah Govt. Colony (Chakdah Road) under Bustee area in Ward No.-113, BR-XI.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **1,93,116.44.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Time of completion: **21 days.**

(8) NIe-T No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/76/2023-24 Date - 29.12.2023
Name of the work: **Change of pipe line to improve water supply line by providing 100 mm diameter D.I. pipe at 7th Lane Vidyasagar Park (H.L. Sarkar Road) under Bustee area in Ward No.-113, BR-XI.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **1,78,705.17.** Earnest money: ₹ **3,600.00.** Time of completion: **21 days.**

(9) NIe-T No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/77/2023-24 Date - 29.12.2023
Name of the work: **Change of pipe line to improve water supply line by providing 100 mm diameter D.I. pipe at 7th Lane Vidyasagar Park (H.L. Sarkar Road) under Bustee area in Ward No.-113, BR-XI.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **1,75,974.95.** Earnest money: ₹ **3,600.00.** Time of completion: **21 days.**

(10) NIe-T No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/78/2023-24 Date - 29.12.2023
Name of the work: **Change of pipe line to improve water supply line by providing 100 mm diameter D.I. pipe at 8th Lane Vidyasagar Park (H.L. Sarkar Road) under Bustee area in Ward No.-113, BR-XI.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,61,399.02.** Earnest money: ₹ **5,300.00.** Time of completion: **21 days.** Last date and time of online submission of tender: **16.01.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 10).** Technical bid open date and time (online): **19.01.2024 (1 p.m.) (For Sl. No. 1 to 10).**

(11) NIe-T No. : KMC/WS/PRO./AMRUT/BR-XI/1/PH.-II/23-24 Date - 02.01.2024
Name of the work: **Improvement of filter water supply by laying 100 mm diameter DI pipe in Ward No.-101 (Phase-II).** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,77,836.00.** Earnest money: ₹ **9,557.00.** Time of completion: **180 days.**

(12) NIe-T No. : KMC/WS/PRO./AMRUT/BR-XI/2/PH.-II/23-24 Date - 02.01.2024
Name of the work: **Improvement of filter water supply by laying 100 mm diameter DI pipe in Ward No.-102 (Phase-II).** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,77,836.00.** Earnest money: ₹ **9,557.00.** Time of completion: **180 days.**

(13) NIe-T No. : KMC/WS/PRO./AMRUT/BR-XI/3/PH.-II/23-24 Date - 02.01.2024
Name of the work: **Improvement of filter water supply by laying 100 mm diameter DI pipe in Ward No.-111 (Phase-II).** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,77,836.00.** Earnest money: ₹ **9,557.00.** Time of completion: **180 days.**

(14) NIe-T No. : KMC/WS/PRO./AMRUT/BR-XI/4/PH.-II/23-24 Date - 02.01.2024
Name of the work: **Improvement of filter water supply by laying 100 mm diameter DI pipe in Ward No.-112 (Phase-II).** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,77,836.00.** Earnest money: ₹ **9,557.00.** Time of completion: **180 days.**

(15) NIe-T No. : KMC/WS/PRO./AMRUT/BR-XI/5/PH.-II/23-24 Date - 02.01.2024
Name of the work: **Improvement of filter water supply by laying 100 mm diameter DI pipe in Ward No.-113 (Phase-II).** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,77,836.00.** Earnest money: ₹ **9,557.00.** Time of completion: **180 days.**

(16) NIe-T No. : KMC/WS/PRO./AMRUT/BR-XI/6/PH.-II/23-24 Date - 02.01.2024
Name of the work: **Improvement of filter water supply by laying 100 mm diameter DI pipe in Ward No.-114 (Phase-II).** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,77,836.00.** Earnest money: ₹ **9,557.00.** Time of completion: **180 days.**

(17) NIe-T No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/79/2023-24 Date - 02.01.2024
Name of the work: **Change of pipe line to improve water supply line by providing 100 mm diameter D.I. pipe at 3 No. Bansdroni Govt. Colony (H.L. Sarkar Road) under Bustee area in Ward No.-113, BR-XI.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,11,967.08.** Earnest money: ₹ **4,300.00.** Time of completion: **21 days.** Last date and time of online submission of tender: **22.01.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 11 to 17).** Technical bid open date and time (online): **25.01.2024 (1 p.m.) (For Sl. No. 11 to 17).** For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **(For Sl. No. 1 to 17).** (1214/23-24)

বেড়ানো

গাছে ফলন্ত কমলালেবু দেখতে হলে চলে আসুন ছোট্ট গ্রাম দমবুক

শীতে কমলালেবু দেখতে হলেই পাহাড়ে ছোটেন পর্যটকরা। তার জন্য সকলেরই পছন্দ উত্তরবঙ্গের সিটং। সেখানে গাছে গাছে কমলালেবু ফলে থাকে। আর সেটা দেখতেই পর্যটকরা ভিড় করেন সেখানে। কিন্তু জানেন কি কমলালেবু দেখার আরও এক সুন্দর জায়গা রয়েছে। অরুণাচল প্রদেশের ছোট্ট গ্রাম দমবুক। যাকে বলা হয় কমলালেবুর ঝুড়ি। অরুণাচল প্রদেশের দিবাং ভ্যালির মধ্যে পড়ে ছোট্ট এই জায়গাটি। রাজ্যের পিকচারপারফেক্স একটি জায়গা। কাজেই যে যাবেন তিনিই মোহিত হয়ে যাবেন। এতোদিন অরুণাচল প্রদেশে যাওয়ার ঝক্কি কেউ নিতে চাইতেন না। তার একমাত্র কারণ ছিল রাস্তা।

পর্যটকদের জন্য পসরা সাজিয়ে বসে আছে গেরিগাঁও কিন্তু রাস্তা এখন অনেকটাই ভাল হয়ে গিয়েছে। সেকারণে অরুণাচল প্রদেশে ধীরে দীরে পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে। একাধিক বলিউডি সিনেমার শ্যুটিংও হচ্ছে এখানে। এই দিবাং ভ্যালিতে

পৌঁছনোও ছিল একটা কষ্টসাধ্য বিষয়। এখানকার বাসিঃদারাও খুবই কষ্টে দিন কাটাতেন। কিন্তু এখন সেই পরিস্থিতি থেকে এনেকটাই উন্নত হয়েছে অরুণাচল প্রদেশের রাস্তা। ধীরে ধীরে অরুণাচল প্রদেশে পর্যটকদের সংখ্যা বাড়ছে। অনেকেই বরফ দেখতে অরুণাচল প্রদেশে ভিড় করছেন। তাওয়াং পর্যন্ত সড়ক পরিষেবার উন্নয়ন হয়েছে। আর এই অরুণাচল প্রদেশে এমন একটি জায়গা রয়েছে যেটা অনেকেই জানেন না। যাতে বলা হয় কমলালেবুকর ঝুড়ি। এই ছোট্ট পাহাড়ি গ্রামে বাড়ির থেকে বেশি কমলালেবুর গাছ। এবং প্রতিটি গাছে কমলালেবু ফলে রয়েছে। ফলের ভারে গাছগুলি প্রায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এখানকার গ্রামবাসীদের কাছে কমলালেবু চাষই জীবিকা। গোটা গ্রামের অর্থনীতি নির্ভর করে এই কমলালেবুর ফলনের উপরে। কাজেই যাঁরা এতোদিন কমলালেবু দেখতে সিটং পাড়ি দিতেন তাঁরা একবার দেখে যান অরুণাচল প্রদেশের এই ছোট্ট গ্রাম। কাজেই আর দেরি না করে এখনই প্ল্যানিং সেরে নিন। একে মনোরম আবহাওয়া তার উপরে কমলালেবুর বাগান।

চন্দননগরে ৫০০ বছরের প্রাচীন মন্দির দেখেছেন কি?

বছরের শেষেও একটি উইকেন্ডে পড়েছে। কাজেই বেড়াতে যাওয়ার আদর্শ সময়। ঘরের কাছেই রয়েছে এমন একটি অচেনা জায়গা যেখানে কম খরচেই পরিবারের সকলকে নিয়ে ঘুরে আসা যায়। চন্দননগর তো আমরা সকলেই দেখেছিল। একদিকে জগদ্ধাত্রী পুজো আরেকডিকে পর্তুগিজ সভ্যতার নিদর্শণ বুকে করে দাঁড়িয়ে রয়েছে গঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন শহর চন্দননগর। এই চন্দনগরের পরিচিত জায়গা হলেও অনেকেই এর একটি জায়গার কথা জানেন না। সেই জায়গার বয়স প্রায় ৫০০ বছর। তখন চন্দননগরের নাম হয়তো চন্দননগরও হয়নি সেই সময়ে তৈরি হয়েছিল এই মন্দির। যাকে বলা হয় বোড়াই চণ্ডীতলা। শোনা যায় এই চণ্ডী নাম থেকেই নাকি চন্দননগর নামের উৎপত্তি। যদিও এই নামের উৎস নিয়ে অনেক মতোভেদ রয়েছে। কেউ বলেন আগে এই জায়গার নাম ছিল চণ্ডী নগর সেখান থেকে লোকমুখের অপভ্রংশে চন্দননগর নাম হয়েছে। আবার কেউ বলেন এখানে নাকি চন্দন কাঠের বাণিজ্য হতো, তাই নাম হযেছে চন্দননগর। জনশ্রুতি আছে আগে গঙ্গা নদী এখানে চন্দ্রাকার ছিল সেই থেকে থেকে প্রথমে চন্দ্রনগর তারপর অপভ্রংশ হয়ে চন্দননগর নাম হয়েছে। তবে একটা সময়ে এই জায়গার নাম যে ফরাসডাঙা ছিল সেটা সকলেই জানেন। ফরাসীরা থাকত বলে বলা হতো ফরাসডাঙা। বাংলা সাহিত্যের বিপ্রদাস পিপলাই রচিত মনসামঙ্গল কাব্যেও কিন্তু চন্দননগরের অন্তর্গত 'বোড়ো'র উল্লেখ আছে। প্রায় ৫০০ বছর ধরে মা বোড়াই চণ্ডী পুজিত হয়ে আসছেন এই মন্দিরে। মা দুর্গা রূপেই পুজিত হন তিনি। এই মন্দিরের পাশ দিয়ে নাকি গঙ্গা বয়ে যেত। কথিত আছে শ্রীমন্ত সওদাগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মা বোড়াইচণ্ডীর মন্দির। সিংহলে আটক পিতাকে মুক্ত করার জন্য শ্রীমন্ত সওদাগর বোড়াইচণ্ডীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

উত্তর পূর্ব রেলের ছাপড়া জং-এডাবলিং, বিদ্যুতায়নের কাজ চলছে

গোরখপুর, ০৩ জানুয়ারী ঃ রেল প্রশাসন দ্বারা যাত্রী সুবিধার আপগ্রেডেশন এবং পরিচালনা সহজ করার জন্য ছাপড়া জংশন। ইয়ার্ড রিমডেলিং, ছাপরা জং.- গৌতমস্থানের মধ্যে ০৯ কিমি। ডাবলিং ও বিদ্যুতায়নের কাজ চলছে এবং ছাপড়া-ছাপড়া কাছারির মধ্যে তৃতীয় লাইনের নির্মাণ কাজ চলছে। ফলস্বরূপ, ছাপড়া জংশনে তিনটি নতুন প্ল্যাটফর্ম পাওয়া যাবে।এর ফলে যাত্রীদের সুবিধার্থে মোট আটটি প্ল্যাটফর্ম পাওয়া যাবে, যা আরও যাত্রীবাহী ট্রেন পরিচালনা করা সম্ভব করবে। এসব কাজ শেষ হলে লাইনের ক্ষমতা বাড়বে এবং ট্রেনগুলো দ্রুত গতিতে চলতে পারবে। ছাপড়া জংশনের গুডস ইয়ার্ড, যা এখন পর্যন্ত নন-ইন্টারলকড ছিল এবং ট্রেনগুলি ম্যানুয়ালি চালানো হত, ইন্টারলক করা হবে, যার কারণে তুলনামূলকভাবে কম সময়ে বেশি পণ্য ট্রেন গ্রহণ এবং প্রেরণ করা যাবে। ফলে পণ্যবাহী ট্রেনের চলাচলের সময় কমে যাবে। যাত্রীবাহী ট্রেনের পরিচালন আরও মসৃণ হবে এবং ট্রেন পরিচালনা আরও সহজ হবে, যা সময়ানুবর্তিতাকে উন্নত করবে। প্ল্যাটফর্মের অভাবে গৌতম স্থান এবং ছাপড়া কাছারি থেকে আসা যাত্রীবাহী ট্রেনগুলিকে বাইরের দিকে থামতে হবে না, এতে যাত্রীদের সময় বাঁচবে। এই কাজের কারণে, ইতিমধ্যে সম্পন্ন হওয়া কিছু ট্রেনের বাতিলকরণ, ডাইভারশন, শর্ট টার্মিনেশনশর্ট অরিজিনেশন এবং নিয়ন্ত্রণপুনর্নির্ধারণ বাড়ানো হচ্ছে।

তামিলনাড়ুর প্রাণবন্ত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের জন্য দেশ গর্বিত ঃ প্রধানমন্ত্রী

তিরুচিরাপল্লী, ৩ জানুয়ারি ঃ তামিলনাড়ুর প্রাণবন্ত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের জন্য ভারত গর্বিত। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমার অনেক তামিল বন্ধু ছিল এবং আমি তাঁদের কাছ থেকে তামিল সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। আমি বিশ্বের যেখানেই যাই না কেন, তামিলনাড়ুর বিষয়ে কথা না বলে আমি থাকতে পারি না। মঙ্গলবার দুপুরে তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লীতে ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এদিন তিনি তিরুচিরাপল্লী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধনও করেছেন। পরে এক জনসভায় বক্তব্য রেখে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমি কামনা করছি, ২০২৪ সাল সবার জন্য শান্তিময় ও সমৃদ্ধ হোক। এটা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, ২০২৪ সালে আমার প্রথম অনুষ্ঠান তামিলনাড়ুতে হচ্ছে। প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প তামিলনাড়ুর অগ্রগতিকে শক্তিশালী করবে। আমি এই প্রকল্পের জন্য আপনাদের অভিনন্দ জানাই। তামিলনডুতে সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ২০২৩ সালের শেষ কয়েক সপ্তাহ, তামিলনাড়ুর মানুষজনের জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল। অতিবৃষ্টির কারণে আমরা অনেককে হারিয়েছি। সম্পত্তির উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে... সঙ্কটের এই সময়ে তামিলনাড়ুর জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। আমরা রাজ্য সরকারকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা দিচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ভারত এখন শীর্ষ পাঁচটি অর্থনীতির মধ্যে রয়েছে। এখন ভারত বিশ্বে এক নতুন আশা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বড় বড় বিনিয়োগকারীরা দেশে বিনিয়োগ করছেন এবং তামিলনাড়ু ও দেশের মানুষ এর সুফল পাচ্ছেন। তামিলনাড়ু মেক ইন ইন্ডিয়ার বড় ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়ে উঠছে। মোদী যোগ করেছেন, গত এক বছরে ৪০ জনেরও বেশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৪০০ বারের বেশি সময় তামিলনাড়ু সফর করেছেন। তামিলনাড়ু যখন দ্রুত অগ্রসর হবে, তখন দেশও দ্রুত উন্নতি করবে।

ছুটি কাটাচ্ছেন কেরলে, ইডি-র হাজিরা এড়ালেন আইএএস-এর ঘরোনি প্রীতি কুমার

রাঁচি, ৩ জানুয়ারি ঃ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি)-এর হাজিরা এড়াল আইএএস-এর ঘরোনি প্রীতি কুমার। বুধবার ঝাড়খণ্ডের স্বরাষ্ট্র দফতরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব অবিনাশ কুমারের স্ত্রী প্রীতি কুমার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) হাজিরা এড়িয়ে গেছেন। তিনি বেশ কিছুদিন সময়ও ইডির থেকে চেয়ে নিয়েছেন। প্রীতি কুমার বর্তমানে কেরলে ছুটি কাটাচ্ছেন। তিনি হাজিরার জন্য ইডির কাছ থেকে পরবর্তী তারিখ চেয়েছেন। বার্লিন হাসপাতাল সম্পর্কিত মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইডি প্রীতি কুমারকে সমন পাঠিয়েছিল। তাঁকে ৩ জানুয়ারি রাঁচিতে ইডির অফিসে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। জাল নথি করে কেনা-বেচার তদন্তের সময় বাদাগাইনের এক রাজস্ব কর্মচারীর বাড়ি থেকে জমির নথি বাজেয়াপ্ত করেছিল ইডি। এরপরে, সরকারের নির্দেশে রাজস্ব কর্মচারীর বিরুদ্ধে একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এই এফআইআরের ভিত্তিতেই ব্যবস্থা নেয় ইডি। এরপর প্রীতি কুমারের নামে কেনা জমি পরিমাপ করা হয়। এতে ওই জমিতে ভবন নির্মাণের সময় সরকারি জমি দখলের ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। এরপরে, ইডি ২৮ ডিসেম্বর প্রীতি কুমারকে সমন পাঠায় এবং ৩ জানুয়ারি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছিল। মঙ্গলবার রাতে ইডি-র তদন্তকারী অফিসারকে চিঠি পাঠিয়ে প্রীতি কুমার জানিয়েছেন যে তিনি ছুটিতে কেরলে রয়েছেন। তাই তাঁর জন্য অন্য কোনো তারিখ দেওয়া হোক।

উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা যুবকের

মির্জাপুর, ৩ জানুয়ারি ঃ উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরের জামালপুর থানা এলাকায় মঙ্গলবার গভীর রাতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে এক যুবক। জামালপুর থানার দোহরি গ্রামের বাসিন্দা মুকেশ বিশ্বকর্মা (২৩) নিজের বাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। খবর পেয়ে ঊর্ধ্বতন পুলিশ আধিকারিক ও জামালপুর থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। যুবকের পরিবার জানিয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরেই তিনি অস্থির ছিলেন। আত্মহত্যার কারণ জানার জন্য তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হিমাচলের সমতল ভূমিতে ঘন কুয়াশা, হলুদ সতর্কতা জারি

শিমলা, ৩ জানুয়ারি ঃ হিমাচল প্রদেশের সমতল ভূমিতে ঘন কুয়াশার দরুণ বুধবার হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। হিমাচল প্রদেশের পাহাড়ি মানুষের সমস্যা বেড়েছে। আবহাওয়া দফতর কুয়াশা সম্পর্কে এই সমতল জেলাগুলির জন্য একটি হলুদ সতর্কতা জারি করেছে। মঙ্গলবার গভীর রাত ও

এলাকায় পরিষ্কার আবহাওয়ার কারণে বায়ুমণ্ডল উষ্ণ থাকলেও সমতল ভূমিতে কুয়াশা অব্যাহত রযেছে। হিমাচলপ্রদেশ রাজ্যের বিলাসপুর, উনা, হামিরপুর, কাংড়া ও মান্ডির সমতল অংশে দুপুর পর্যন্ত সূর্যের দেখা মেলে। এসব এলাকায় ঘন কুয়াশার কারণে বুধবার হিমাচলের এসব জেলায় ঘন কুয়াশার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত সমতল ভূমিতে ঘন কুয়াশা থাকবে। এতে দৃশ্যমানতা কমে যাবে। ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যে বৃষ্টি বা তুষারপাতের কোনো সম্ভাবনা নেই। এই অবস্থায় এক সপ্তাহ শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। শিমলায় মৌসুমের প্রথম তুষারপাতের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন পর্যটকরা। হালকা রোদের কারণে শিমলা ও আশেপাশের এলাকার আবহাওয়া মনোরম থাকবে। তবে রাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মুখে পড়ছেন হিমাচলের মানুষ। বুধবার শিমলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রয়েছে ৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী জানা গিয়েছে, লাহৌল-স্পিতি জেলার কুকুমসেরি ছিল শীতলতম স্থান। যেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল -৯.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। লাহৌল-স্পিতির সামধোতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল -৭.১ ডিগ্রি, কিন্নরের কাল্পায় -২.৪ ডিগ্রি, রেকং পিওতে ০.২, ভুন্তারে ০.৫, মান্ডিতে ১.২, সোলানে ১.৪, সারাহান এবং সুন্দর নগরে ১.৫, চামবাতে ২.৯ ডিগ্রি, কুফরিতে ৩.১, ডালহৌসিতে ৪.৩, উনায় ৫ এবং ধর্মশালায় ৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে।

সল্টলেক মেট্রো স্টেশনে পেপার-ভিত্তিক কিউআর কোড টিকিটিং সিস্টেম চালু

টিকিট ব্যবস্থাকে সফল করতে গ্রীন লাইনের বিভিন্ন স্টেশনের এএফসি-পিসি সমস্ত গেট ইতিমধ্যেই আপগ্রেড করা হয়েছে।

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি ঃ মেট্রো যাত্রীদের আনন্দের জন্য ০২.০১.২০২৪ সন্ধ্যা থেকে পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো করিডোর (গ্রিন লাইন) সল্টলেক সেক্টর ৫ স্টেশনে পেপার-ভিত্তিক কিউআর কোড টিকিটিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ১১.১০.২০২৩ তারিখে শিয়ালদহ মেট্রো স্টেশনে গ্রীন লাইনে এই বিকল্প টিকিটিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, যাত্রীরা এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র শিয়ালদহ মেট্রো স্টেশনের কাউন্টার থেকে এই কাগজ ভিত্তিক কিউআর কোড টিকেট কিনে এই করিডোরের যে কোনও স্টেশনে যেতে পারতেন। কিন্তু এখন এই সুবিধা সল্টলেক সেক্টর ৫ স্টেশনেও বাড়ানো হয়েছে। সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস এই সিস্টেমটি তৈরি করেছে যা ইতিমধ্যেই মেট্রো যাত্রীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই নতুন

টানেল নং. টি-১৩ এরটানেল নং. ০৪ ও পোর্টাল নং. ১-এর অ্যাডিটে সাফল্য অর্জন

সেবক-রংপো নতুন রেললাইন প্রকল্পে আরও অধিক ফলক

মালিগাঁও, ০৩ জানুয়ারিঃ ৩০ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে একগুরুত্ব পূর্ণ মাইলস্টোন হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় অবস্থিত সেবক-রংপোরেল প্রোজেক্ট (এসআরআরপি)-এরটানেল নং টি-০৪-এর পোর্টাল নং.১-এর অ্যাডিট-এ এক সাফল্য অর্জন করা হয়েছে। তাছাড়া, ৩ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে এই প্রকল্পটির টানেল নং-১৩ এও সাফল্য অর্জন করা হয়েছে। টানেলের এই সমূহ সাফল্যের ফলে এই প্রকল্পের সমস্ত অ্যাডিট টানেল খননের কার্যকলাপ সফল ভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার হনুমান ঝোরার নিকটে অবস্থিত ৬০০মিটার দৈর্ঘের ইভাকুয়েশন টানেলের পাশাপাশিটি-০৪ টানেলটির দৈর্ঘ ৩৯৪৮ মিটার। এছাড়াও, টি-১৩ টানেল-এর দৈর্ঘ্য ২৫৬০ মিটার যা এই প্রকল্পের পশ্চিমবঙ্গ অংশের শেষ টানেল এবং কালিমপোং জেলায় অবস্থিত। মূল টানেলটি দুর্বল ও প্রত্যাহ্বান মূলক ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থা এবং তরুণ হিমালয়ের ভূকম্পীয় অবস্থার মধ্যদিয়ে প্রসারিত হয়েছে। এসআরআরপি-এর অন্যান্য সমস্ত টানেলের মতো মাটির ভারের দুর্বলতা প্রতিরোধ করতে, সর্বশেষও সবচেয়ে আধুনিক ও পরিশীলিত টানেলিংটে কনোলজিত থানিউ অস্ট্রিয়ান টানেলিংমেথড অথবা এনএটিএম ব্যবহার করা হয়েছে।সেবক-রংপো নতুন রেল সংযোগী প্রকল্পটি প্রায় ৪৫কে এমএস লম্বা, যা সেবক (পশ্চিমবঙ্গ) ওরংপোকে (সিকিম) সংযুক্ত করবে এবং ১৪টি টানেল, ১৭টি ব্রিজও ৫টি স্টেশন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দীর্ঘতম টানেলটি (টি-১০) ৫.৩ কিমি এবং দীর্ঘতম ব্রিজটি (বিআর-১৭) ৪২৫ মিটার লম্বা। সমগ্র প্রকল্পটির প্রায় ৩৮.৬ কেএমএস বিন্যাস টানেলের মাধ্যমে অতিক্রম হয়েছে এবং টানেল নির্মাণের ৯০ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে টানেলটি-১৪ -এ ফাইনাল লাইনিং সম্পূর্ণ করা হয়েছে এবং টানেলটি-০২, টি-০৫, টি-০৬, টি-০৯, টি-১০, টি-১১ওটি-১২-এর কাজ অগ্রগতি লাভ করেছে।

Name Change

I SUBAL BAIRAGI,SON OF JHARULAL BAIRAGI, RESIDING AT VILL-GARAPOTA DAKSHIN, PO-GARAPOTA,PS-HANSKHALI, NADIA-741502,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUDHIR BAIRAGI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/01/2024.THAT SUBAL BAIRAGI AND SUDHIR BAIRAGI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SUABRTA HALDER,SON OF LATE SRIMANT HALDER, RESIDING AT 87/2 WEST GHOSH PARA ROAD,PO-ATHPUR,PS-JAGATDAL, NORTH 24 PARGANAS-743128, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBRATA HALDER VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/01/2024.THAT SUABRTA HALDER AND SUBRATA HALDER ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন

আমি, Swarnaili Mukherjee (পুরাতন নাম) পিতা Ranajit Mukherjee, ঠিকানা -5-1311681.2.3, Gangarampur Road, Banerjee Para, P.S.- Maheshtala, Dist- South 24 Pgs, Pin-700141, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৩ /০১ /২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Swarnali Mukherjee (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Swarnali Mukherjee (নতুন নাম)এবং Swarnaili Mukherjee (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Kisore Kumar Maity (পুরাতন নাম) পিতা Nirmal Maity, ঠিকানা Agarara, Kumarda, West Medinipur, Pin- 721457, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৩ /০১ /২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Kishor Kumar Maity (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Kishor Kumar Maity (নতুন নাম) এবং Kisore Kumar Maity (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Gautam Kumar Chattopadhyay Gautam Chattopadhyay (পুরাতন নাম) পিতা Dinabandhu Chatterjee, ঠিকানা 19J Mohan Chand Road, Khiddirpore, P.S.- Watgunge, Kolkata- 700023, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৩ /০১ /২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Gautam Chatterjee (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Gautam Chatterjee (নতুন নাম) এবং Gautam Kumar Chattopadhyay Gautam Chattopadhyay (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Jay Kumar Shaw (পুরাতন নাম) পিতা Kanai Saw, ঠিকানা 26 Subodh Roy Sarani, P.O.- Kanchrapara, P.S.- Bizpur, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743145, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৩০১২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Jai Saw (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Jai Saw (নতুন নাম) এবং Jay Kumar Shaw (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি সন্দীপ কুমার খাঁড়া (old name) পিতা দ্বারকা নাথ খাঁড়া , ঠিকানা সিপাইবাজার গির্জা, মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর - ৭২১ ১০১, পশ্চিমবঙ্গ, নোটারি পাবলিক হাই কোর্টের Affidavit দ্বারা সন্দীপ খাঁড়া (new name) নামে পরিচিত হলাম । Affidavit No. ৩০২৪ Dated ০২ /০১ /২০২৪। সন্দীপ কুমার খাঁড়া (old name) এবং সন্দীপ খাঁড়া (new name) একই ব্যাক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Giasuudin Jamadar (পুরাতন নাম) পিতা Afchar Ali Jamadar, ঠিকানা Vill- Jhinga, P.O.- Amira, P.S.- Diamond Harbour, Dist- South 24 Pgs, Pin- 743368, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৩ /০১ /২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Giasuddin Jamadar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Giasuddin Jamadar (নতুন নাম) এবং Giasuudin Jamadar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি যোগমায়া বিশ্বাস (Yogmaya Biswas)(old name) স্বামী স্বর্গীয় নির্মল বিশ্বাস ঠিকানা গ্রামঃ রাঘবপুর, পোস্টঅফিস পানপাড়া, নদীয়া ৭৪১ ২০১, পশ্চিমবঙ্গ, নোটারি পাবলিক হাই কোর্টের Affidavit দ্বারা যোগমায়া বিশ্বাস (Jogmaya Biswas) (new name) নামে পরিচিত হলাম । Affidavit No. ১৮২৪ Dated 02.01.2024. যোগমায়া বিশ্বাস (Yogmaya Biswas)(old name) এবং যোগমায়া বিশ্বাস (Jogmaya Biswas) (new name) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি বিনয় মজুমদার (old name) পিতা স্বর্গীয় বিশ্বনাথ মজুমদার ঠিকানা ৬২জি, ক্রিস্টোফার রোড, পোস্টঅফিসঃ গোবিন্দ খটিক রোড, কলকাতা ৭০০ ০৪৬ ,পশ্চিমবঙ্গ, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কলকাতা Affidavit দ্বারা বিনয় কুমার মজুমদার (new name) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. ২০২৯ Dated 29.01.2014। বিনয় মজুমদার (old name) এবং বিনয় কুমার মজুমদার (new name) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি সুদেষ্ণা চ্যাটার্জী (old name) পিতা স্বর্গীয় আশিস কুমার রায় , ঠিকানা ফ্লাট এ২ , করুণাময়ী এপার্টমেন্ট , সাউথ বীরেশ পল্লি, পোস্ট অফিস এবং থানা - মধ্যমগ্রাম, নর্থ ২৪ পরগনা - ৭০০ ১২৯, পশ্চিমবঙ্গ, নোটারি পাবলিক হাই কোর্টের Affidavit দ্বারা সুদেষ্ণা রায় নামে (new name) পরিচিত হলাম। Affidavit No. ৩২২৪ Dated 02.01.2024। সুদেষ্ণা চ্যাটার্জী (old name) এবং সুদেষ্ণা রায় (new name) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Kamlesh Malo (পুরাতন নাম) পিতা Surendra Malo, ঠিকানা Rampur, Maheshtala Gobindapur, P.O.- Gobindapur, P.S.- Maheshtala, Dist- South 24 Pgs, Pin- 700141, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৩ /০১ /২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Kamalesh Malo (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Kamalesh Malo (নতুন নাম) এবং Kamlesh Malo (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I ANIL PASARI,SON OF LATE BISWANATH PASARI, RESIDING AT FD-371,SALTLAKE CITY,SECTOR-III,PS-BIDHANNAGAR NORTH, NORTH24PARGANAS - 700106,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANIL KUMAR PASARI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD METROPOLITION MAGISTRATE AT KOLKATA ON 20/05/2023.THAT ANIL PASARI AND ANIL KUMAR PASARI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I PALASH CH MONDAL,SON OF LATE BHAGIRATH MANDAL, RESIDING AT SWASTI PARA,PO-RANIHATI,PS-BONGAON, NORTH24PARGANAS - 743251, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PALASH MANDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/01/2024.THAT PALASH CH MONDAL AND PALASH MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Shamsuddin Mohammad (old name) S/O Late Amir Hossain, Residing at B/4/1/H/11, Bhukailash Road, P.S.- Ekbalpore, Kolkata-700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mohammed Shamsuddin (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 03/01/2024. Mohammed Shamsuddin (new name) and Shamsuddin Mohammad (old name) both are same identical person.

Name Change

I PARITOSH NANDI, SON OF MUKUNDA NANDI, RESIDING AT 1/1A SONALI PARK BAGPOTA ROAD,PO&PS-SARSUNA, KOLKATA-700061, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PARITOS NANDI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/01/2024.THAT PARITOSH NANDI AND PARITOS NANDI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I PURABI NANDI, WIFE OF PARITOS NANDI, RESIDING AT 1/1A SONALI PARK BAGPOTA ROAD,PO&PS-SARSUNA, KOLKATA-700061, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PURABEE NANDI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/01/2024.THAT PURABI NANDI AND PURABEE NANDI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Amiruddin Mohammed S/O Mohammed Shamsuddin declare that my child previously called Mohammad Arzaan Aamir Shams (old name) S/O Amiruddin Mohammed, Residing at 4/2/H/3, Mominpore Road, P.S.- Ekbalpore, Kolkata-700023, West Bengal, India, have changed my son name to (shall henceforth be known as) Mohammed Arzaan Shams (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 03/01/2024. Mohammed Arzaan Shams (new name) and Mohammad Arzaan Aamir Shams (old name) both are same identical person.

Name Change

I SOMA CHOWDHURY, DAUGHTER OF SUDHAM GHOSH, RESIDING AT NASKARHAT SWARUP KALIKA PLACE, KOLKATA - 700039,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SRITI GHOSH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 11/01/2022.THAT SOMA CHOWDHURY AND SRITI GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I,AMIT KR. BASU AND AMIT BASU & AMIT KR.BOSE,SON OF LATE SAMIR KUMAR BASU, RESIDING AT 44/2,JATIN DAS ROAD,ICHAPORE MAZHERPARA,PO-NABABGANG,PS-NOAPARA, NORTH24PARGANAS -743144,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMIT KUMAR BASU VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/01/2024.THAT AMIT KR. BASU AND AMIT BASU & AMIT KR.BOSE ALSO AMIT KUMAR BASU ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I,ARUN DHAR,SON OF LATE BIJAY KUMAR DHAR, RESIDING AT 36/1E/1A,TOPSIA ROAD EAST,MA-SHA ALLAH MANZIL,PO-TILJALA,PS-ANANDAPUR, KOLKATA - 700039,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARUN KUMAR DHAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/01/2024.THAT ARUN DHAR AND ARUN KUMAR DHAR ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MOHAMMAD ABDUL MUTTALIB, S/O LATE AL HAJ ABDUR RAJJAQUE MOLLA, R/O VILL & PO MALANCHA, PS MINAKHAN , BASIRHAT-743425, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL MUTTALIB MOLLA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/01/2024, ABDUL MUTTALIB MOLLA AND MOHAMMAD ABDUL MUTTALIB SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I PREETY AGARWAL, D/O OM PRAKASH AGARWAL, W/O SAURAV BAJAJ, R/O 40, NANDAN ROAD, BHAWANIPORE, 2ND FLOOR, KOLKATA-700025, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PREETY KUMARI AGARWAL, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/01/2024. PREETY KUMARI AGARWAL AND PREETY AGARWAL SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I, Santosh Kumar Ruj (old name) S/O Jyotish Chandra Ruj, Residing at Dhibar Para, Barakar Post Office, Asansol MC, Bardhaman, Pin-713324, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Santosh Ruj (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 03/01/2024. Santosh Ruj (new name) and Santosh Kumar Ruj (old name) both are same identical person.

Name Change

I,AJIT SEN,SON OF LATE PRAFULLA KUMAR SEN, RESIDING AT 1013, SAHID HEMANTA KUMAR BOSE SARANI,PO-MOTIJHEEL,PS-NAGER BAZAR, DUMDUM,NORTH24PARGANAS - 700074,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AJIT KUMAR SEN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/01/2024.THAT AJIT SEN AND AJIT KUMAR SEN ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MONIRUL HAK MOLLA, S/O HOSEN MOLLA, R/O CHAK KRISHNANAGAR DHARA PARA, MAHESHTALA, DIAMOND HARBOUR, PIN-700141, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOMIRUL HAQUE MOLLA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/01/2024, MOMIRUL HAQUE MOLLA AND MOMIRUL HAK MOLLA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I SAHIFUL MOLLA, S/O SAFAR ALI MOLLA, R/O MAJHERPARA, PATHARGHATA CHHAPNA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAIFUL MOLLA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/01/2024.SAIFUL MOLLA AND SAHIFUL MOLLA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I BOBITA AGARWAL,D/O GAJANAND AGARWALA,W/O DILIP KUMAR AGARWAL, RESIDING AT VILL & PO - CHAKPARA, PS-RAMPURHAT,BIRBHUM-731224,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BABITA AGARWAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/01/2024.THAT BOBITA AGARWAL AND BABITA AGARWAL ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SANGEETA PRAYAG SOMANI & SANGEETA SOMANI, W/O SUDARSHAN SOMANI, R/O 30, GURU PADA HALDER ROAD, 3RD FLOOR, PO KALIGHAT, PS KALIGHAT KOLKATA -700026, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANGITA SOMANI, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/01/2024. SANGEETA PRAYAG SOMANI & SANGEETA SOMANI AND SANGITA SOMANI SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I SUDARSHAN RATANLAL JI SOMANI, S/O RATANLAL SOMANI, R/O 30, GURU PADA HALDER ROAD, PO KALIGHAT, PS KALIGHAT, KOLKATA-700026, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUDARSHAN SOMANI, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/01/2024, SUDARSHAN RATANLAL JI SOMANI AND SUDARSHAN SOMANI SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I SANCHITA DEY, W/O SAMRAT DEY, R/O 6/1F, RAJABAGAN LANE, PO GHUGHUDANGA, PS SINTHI, KOLKATA-700030, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANCHITA SEN DEY, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/01/2024. THAT SANCHITA DEY AND SANCHITA SEN DEY ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I NIMAI SARKAR,SON OF SATYAJIT SARKAR, RESIDING AT JALESHWAR COLONY,PO-JALESHWAR,PS-GAIGHATA, NORTH24PARGANAS - 743249,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NIMAI KRISHNA SARKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/01/2024.THAT NIMAI SARKAR AND NIMAI KRISHNA SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, MITA KUNDU D/O MONMOTHA MONDAL, W/O - GOUTAM KUNDU R/O- RABINDRANAGAR, KALITALA, KULIHANDA, HOOGHLY,W.B Pin-712103, shall henceforth be known as MITA KUNDU MONDAL. I declare that MITA KUNDU AND MITA KUNDU MONDAL is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-01-2024.

Name Change

I, Prakash Singh Lohar S/o Singh Bahadur Biswakarma R/o Harizan Road, Near Goskhan, P.O. - Kalimpong, P.S. - Kalimpong, Darjeeling, Pin-734301 W.B., India shall henceforth be known as Prakash Singh Biswakarma. I declare that Prakash Singh Biswakarmaand Prakash Singh Loharis same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-01-2024.

Name Change

I, Shampa Beraalias Shampa-HazraW/o Sanjoy Hazra R/o Daksin Gopalpur Panskura (M), Patanda, Pin-721139, Purba Medinipur, W.B., India shall henceforth be known as Shampa HazraBera. I declare that Shampa HazraBera, Shampa Bera and Shampa Hazra is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-01-2024.

Name Change

I RAHENA MONDAL,WIFE OF BANSHINUR MONDAL, RESIDING AT BHIRA GHATBAOR, BONGAON, NORTH24PARGANAS - 743235, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FAROZ BIBI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/01 /2024. RAHENA MONDAL AND FAROZ BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I,Neha Gupta (old name) Wife of Subrata Das, Daughter of Ram Nath Gupta residing at P-347, C.I.T. Road,Scheme-V1M, Kankurgachi, P.S.-Phoolbagan, Kolkata-700054 W B, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) Neha Subrata Das(New Name) vide an affidavit sworn before the Ld.1st class Judicial Magistrate at Alipore 03/01/2024.Neha Gupta and Neha Subrata Das all are same and one identical person.

Name Change

I, Ramesh Chandra Adhikary S/o Lt. Gopal Chandra Adhikary,(Passport no H2346361)residing at Vill Karla, P.O. Thakurnagar,P.S. Gaighata, North 24 Pgs. Some official documents my name was wrongly recorded as Ramesh Chandra Adhikari and Ramesh Adhikary. Now Ramesh Chandra Adhikari, Ramesh Adhikary and Ramesh Chandra Adhikary are one and the same identical person vide an affidavit before the 1st class Judicial Magistrate at Bongaon on 2/1/2024.

এন কে রোলেক্স সার্কাসের জোকার রকি ভাই সকলের মন জয় করছে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি ঃ শীতের মরশুমের সাথে সার্কাস শিল্পের মজাদার এবং মনোরঞ্জন খেলা গুলি আজও ছোটবেলার কথা মনে করিয়ে দেয়। হাতি, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ এসব তো কবেই সরকারি নির্দেশ অনুসারে বন্ধ হয়ে গেছে। এরপর সার্কাস শিল্পটাও প্রায় বিলুপ্তের পথে। এরই মাঝে ইংরেজি নতুন বছরের শিলিগুড়িবাসীকে এন কে রোলেক্স সার্কাস মন মাতানো বিভিন্ন ধরনের খেলা নিয়ে হাজির শিলিগুড়ির জলপাই মোড় মেলা মাঠে। যা কিনা ৮ থেকে ৮০ সকলের মনকে এই রোলেক্স সার্কাস দেখার হাতছানি দিচ্ছে। এই সার্কাসের সবথেকে বড় নিজের জীবনের নানা কষ্টকে চেপে রেখে মানুষকে আনন্দ দিচ্ছেন জোকার অনিমেষ খাটুয়া, সার্কাসে তার পরিচিতি নাম রকি ভাই। এই রকি ভাই বাচ্চা থেকে বড় মন জয় করে চলেছে প্রতিদিন। প্রতিটি শো এরপর এই রকি ভাইয়ের সাথে সেলফি তুলতেও বেশ আগ্রহী দেখা গেল সার্কাস দেখতে আসা ছোট থেকে বড়দের।

পুরবী ও বলাকা গেট খোলা রাখার আর্জি নিয়ে চিঠি

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৩ জানুয়ারি ঃ মেলার পরেই নিশা লজের বিপরীতে চিত্রা গেট বন্ধ করে দেয় বিশ্বভারতী। অভিযোগ, হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে শান্তিনিকেতন থানা ও পূর্বপল্লীর সংযোগকারী রাস্তা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বন্ধ করায় বিঘ্নায় পড়েছে এলাকাবাসী। এই মর্মে কবিগুরু হস্তশিল্প উন্নয়ন সমিতি বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সঞ্জয় কুমার মল্লিককে একটি চিঠি দিয়েছে। তার প্রতিলিপি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসচিবকেও। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাইকোর্টের নির্দেশে পরিষ্কার বলা আছে চিত্রা, পুরবী ও বলাকা গেটগুলো বন্ধ করা যাবে না। পাশাপাশি, মেলার মাঠ ভোর ৫টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা রাখতে হবে। অন্যথায় তারা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে। পূর্বতন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বভারতীর সুরক্ষার কথা বলে ওই গেটগুলো বন্ধ করে দেন। এর পর আদালতে মামলা হয়। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের আইনজীবী, অ্যামিকাস কিউরীর পক্ষের আইনজীবী সহ অন্যান্যরা আদালতে তাদের বক্তব্য রাখেন। ২০২০ সালের ১৭ আগস্ট বিশ্বভারতীতে ঐতিহ্যবাহী গেট জেসিবি দিয়ে ভাঙা হয়, মেলার মাঠ ঘেরাকে কাণ্ড করে। তারপর আদালতের নির্দেশে ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বরে তদন্ত কমিটি সকলের সাথে কথা বলে আদালতে আটাশে সেপ্টেম্বর রিপোর্ট জমা দেয়।

'গ্রীন দীঘা, ক্লিন দীঘা' কর্মসূচি পালন করা হলো দীঘা থানার উদ্যোগে

দুরন্ত বার্তা, দীঘা, ৩ জানুয়ারি ঃ নিউ দীঘা সৈকত সংলগ্ন পিকনিক স্পট গুলিতে গ্রীন দীঘা ক্লিন দীঘা কর্মসূচি পালন করা হয়, দীঘা থানার উদ্যোগে এই বিশেষ কর্মসূচি। দীঘা থানার বড়বাবু অভিজিত পাত্র সহ পুলিশ কর্মীরা এই বিশেষ অভিযানে উপস্থিত ছিলেন। বড়দিন অন্যদিকে নতুন বছরে প্রচুর পরিমাণে পর্যটকের আগমন ঘটেছিল সৈকত শহর দীঘায়। বীচ সংলগ্ন এলাকায় ও পিকনিক স্পট গুলোতে নোংরা জমেছে। সমুদ্র সৈকত সহ দীঘা শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করল দীঘা থানা। এই অভিযানে অংশগ্রহণ করে পূর্ব মেদিনীপুর রোড রেস এসোসিয়েশন-এর প্রতিনিধি দল।

হিট অ্যান্ড রান সংক্রান্ত নতুন আইনের প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে আন্দোলন অব্যাহত

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি ঃ চালকদের উপর কেন্দ্রের নতুন আইন প্রয়োগ করার প্রতিবাদে আন্দোলনে সামিল চালকেরা। চালকদের দ্বারা দুর্ঘটনায় কারোর মৃত্যু হলে ১০ বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি ৭ লক্ষ টাকা জরিমানা আইন লাগু করেছে কেন্দ্রের সরকার। ১০৬(২) এর এই ধারায় পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে কোন গাড়ির চালক যদি স্বইচ্ছায় দুর্ঘটনায় কারোর প্রাণ কেড়ে নেয় তাহলে তার ১০ বছরের কারাদণ্ড ও ৭ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হবে। চালকদের ওপর এমন আইনের প্রতিবাদে সমগ্র দেশজুড়ে প্রতিবাদের সামিল হয় গাড়ি চালকেরা। পরবর্তীতে গত মঙ্গলবার রাতেই কেন্দ্রের এই নতুন আইনের সিদ্ধান্ত বদল হয়। আপাতত স্থগিত করা হয়েছে এই আইনটি। তবে যেহেতু কর্মসূচি আগে থেকে ঘোষণা করার ছিল সেই কারনে বুধবার গাড়ি বন্ধ রেখে আন্দোলনে সামিল হয় শিলিগুড়ি ইন্ডিয়ান ওয়েলের গাড়ি চালকেরা। এদিন তাদের এই আন্দোলনের সামিল হয় সিকিম ও নেপালের চালকেরাও। তবে ইন্ডিয়ান ওয়েল কর্তৃপক্ষের আবেদনে নেপাল ও সিকিমের চালকেরা গাড়ি চালাতে রাজি হয়। তবে নিজেদের আন্দোলন বহাল রাখে এনজেপির চালকেরা। তাদের উর্দ্ধতন নেতৃত্বের নির্দেশেই পরবর্তী সিদ্ধান্তে যাবেন তারা বলে জানান। এদিকে আন্দোলন ঘিরে যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য সকাল থেকেই এনজেপি থানার পুলিশ মোতায়ন রাখা হয়। নিজে ঘটনাস্থলে থেকে সমস্ত বিষয়ের উপর নজর রাখে এনজেপি থানার ওসি পার্থ সারথি দাস।

বর্ধমান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩ জানুয়ারি ঃ বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ, পূর্ববর্ধমান জেলা পরিষদ, বর্ধমান পৌরসভা এবং এফ এফ এস আই এর যৌথ সহযোগিতায় ২৫ তম বর্ধমান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হতে চলেছে ৪ জানুয়ারি থেকে। বর্ধমানের সংস্কৃতি লোকমঞ্চে আয়োজিত এই ৪ দিন ব্যাপি চলচ্চিত্র উৎসব চলবে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে চলচ্চিত্র কেন্দ্রের সম্পাদক বাপ্পাদিত্য দাঁ জানিয়েছেন, এবারের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ইজিপ্ট, জার্মানি, বাংলাদেশ ও ভারত মিলিয়ে মোট ৭ টি চলচ্চিত্র দেখানো হবে। ৪ জানুয়ারি এই চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করতে আসছেন পরিচালক শেখর দাস। পরিচালক ছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসাদ লোহার, সহকারি সভাধিপতি গার্গী নাহা, জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাঝি ও পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার। প্রতিদিন দুটি করে চলচ্চিত্র দেখানো হবে। বাংলা চলচ্চিত্র জগতের বরেণ্য পরিচালক মৃণাল সেন এর জন্ম শতবার্ষিকীকে মাথায় রেখে এবারে তার অপ্রকাশিত 'চালচিত্র এখন' চলচ্চিত্রটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিন দেখানো হবে। এছাড়া শুক্রবার অনুবাদ (আসাম) ও ক্রিম অফ দ্যা ক্রপ(ইজিপ্ট), শনিবার বিউটি সার্কাস (বাংলাদেশ) ও কমিটমেন্ট ফোবিয়া (জার্মানি), রবিবার লক্ষ্মীর পা (বাংলা) ও পায়ের ছাপ (বাংলাদেশ) ছায়াছবিগুলি দেখানো হবে। ১ জনের আমন্ত্রণ পত্রের মূল্য রাখা হয়েছে ১৫০ টাকা যা দিয়ে ৭ টি ছবি দেখা যাবে। এছাড়া একটি ছবির টিকিট মূল্য রাখা হয়েছে ৫০ টাকা বলে জানিয়েছেন বাপ্পাদিত্যবাবু। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে চর্চাকেন্দ্রের সম্পাদক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, কোষাধ্যক্ষ সুজিত চট্টোপাধ্যায়, সহ সভাপতি তারকনাথ দত্ত, কার্যকরী কমিটির সদস্য জনার্দন রায় এবং অন্যতন সহ সভাপতি অনন্ত মন্ডল।

চোপড়ার খুনের ঘটনায় নয়া মোড়

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৩ জানুয়ারি ঃ চোপড়ার মুকুন্দগছ খুনের ঘটনায় নয়া মোড়। পরকীয়া জেরেই এই খুন বলে দাবি পুলিশের। এই ঘটনায় নিহত আবুল হোসেনের স্ত্রী নাসিমা খাতুন ও তার সঙ্গী যুবক মতিবুর রহমান এই দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জানা গিয়েছে প্রায় একবছর ধরে নাসিমা খাতুন ও তার প্রতিবেশি যুবক মতিবুর রহমানের মধ্যে সম্পর্ক ছিল। অভিযুক্তরা পুলিশের জেরায় খুনের ঘটনা স্বীকার করেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, গত শনিবার সন্ধ্যার পর থেকে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায় চোপড়া থানার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মুকুন্দগছ এলাকার বাসিন্দা আবুল হোসেন। এরপর অনেক খোঁজাখুঁজির পর রাতে বাড়ি থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে একটি জমি থেকে আবুল হোসেনের রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

রাম মন্দির বিজেপির পৈতৃক সম্পত্তি নয়, নবদ্বীপে এসে বিজেপি কে তীব্র কটাক্ষ তৃণমূলের মুখপাত্র ঋজু দত্তের

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৩ জানুয়ারি ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের ২৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে নবদ্বীপ শহরের প্রাচীনমায়াপুর তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে ১ জানুয়ারি থেকে ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত তিন দিন ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচীর আয়োজন করে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। ১ জানুয়ারি সকালে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে যার সূচনা হয় ও রক্তদান শিবির সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠিত হয়। ৩ জানুয়ারি বুধবার বিকেলে নবদ্বীপ শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ডাকে আয়োজিত হয় এক প্রতিবাদী জনসভার। এদিনের এই প্রতিবাদী জনসভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র ঋজু দত্ত, অরূপ চক্রবর্তী, ছিলেন শহর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ পাল, ছিলেন বিধায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা, পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা, শহর যুব তৃণমূলের সভাপতি সুজিত সাহা, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মনিকা চক্রবর্তী সহ তৃণমূলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব, সকল কাউন্সিলর সহ কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক। সেখানেই বক্তব্যে তৃণমূলের মুখপাত্র ঋজু দত্ত বলেন আমি সকালেই নবদ্বীপ শহরে এসেছি, পুজো দিয়েছি বিভিন্ন মন্দিরে, খুব সুন্দর পরিবেশ এখানকার, পাশাপাশি তিনি আরও জানান আমি যেমন নবদ্বীপের নিমাই জন্মস্থান মন্দিরে গিয়েছি, তেমন পোড়ামা তলার মন্দিরেও পুজো দিয়েছি, ঠিক তেমনই আমি রাম মন্দিরেও পুজো দেব, অযোধ্যায়ও যাব, কারন রাম মন্দির বিজেপির পৈতৃক সম্পত্তি নয়, প্রভু রামচন্দ্রও বিজেপির পৈতৃক সম্পত্তি নয়, আমরা সর্বধর্মে বিশ্বাসী, আমাদের নেতৃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি সকলকে নিয়ে চলেন। ঋজু দত্তের পাশাপাশি সকল বক্তারাই একধারে যেমন রাজ্য সরকারের জনমুখী প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধেও তীব্র কটাক্ষ ছুঁড়ে দেন, এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনোনিত প্রার্থীকে জয়ী করার আবেদনও রাখেন। সব মিলিয়ে ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচন আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা না হলেও বছরের শুরুতেই তৃণমূলের তরফে রাজ্য মুখপাত্রের উপস্থিতিতে এহেন জনসভার আয়োজন ও তাতে কয়েক হাজার জনসমাগম আগামী দিনে বিরোধীদের যে যথেষ্ট চাপেই রাখতে চলছে তা বলাই বাহুল্য।

স্কিম বাতিলের প্রতিবাদে তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য

এজাজ আহম্মেদ, বহরমপুর, ৩ জানুয়ারি ঃ তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য প্রতিবাদে পঞ্চায়েতের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ কংগ্রেসের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের সাহাজাদপুর অঞ্চলে। এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখত মোতায়ন করা বিশাল পুলিশ বাহিনী। জানা গেছে, বহরমপুর থানার অন্তর্গত সাহাজাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অ্যানুয়াল একশেন প্লান অনুমোদনের জন্য মঙ্গলবার সাধারন সভা ডাকা হয়েছিল । সেই সভায় কংগ্রেসের সমস্ত স্কিমকে কেটে দেওয়ার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের হাতে আক্রান্ত হন রিয়াজুল সেখ নামে কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য । এই বিষয়ে কংগ্রেসের অভিযোগ তৃণমূল পঞ্চায়েত সদ্যরা জোর করে কংগ্রেসের স্কিম এক তরফা ভাবে বাতিল করে দিচ্ছিল। তার প্রতিবাদ জানিয়েছিল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য রিয়াজুল সেখ, প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে রিয়াজুলের উপর চড়াও হয়ে আক্রমণ করেন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য রাজেশ সেখ এবং তৃণমূলের বহিরাগত পরিতোষ মন্ডল। রিয়াজুলকে কিল ঘুষি মারায় গুরুতর জঘম হয়। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পঞ্চায়েত প্রধান ইঞ্জামুল হক। তিনি বলেন কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যরা আগে আক্রমন করেছিল। যদিও প্রধান কংগ্রেসসহ বিরোধী পঞ্চায়েত সদস্যদের কাজ না দেওয়া, স্কিম বাদ দেওয়ার কথা এড়িয়ে গেছেন । তৃণমূলের গুন্ডামী মস্তানীর বিরুদ্ধে ন্যায় বিচারের দাবিতে বুধবার সাহাজাদ পুর পঞ্চায়েতের সামনে ধর্ণা অবস্থান বিক্ষোভের সামিল হয়েছেন কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য সহ কর্মীরা। এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে মোতায়েন করা হয়েছে বহরমপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

তদন্ত শুরু করলো সিট

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩ জানুয়ারি ঃ দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে ফের বগটুই কাণ্ডে সিবিআই হেফাজতে থাকা লালন শেখের মৃত্যুর তদন্ত শুরু করল সিট। সেইমতো বুধবার বীরভূমের রামপুরহাটের পান্থশ্রী গেষ্ট হাউসে পৌঁছলেন সিটের সদস্যরা। এই গেষ্ট হাউসে সিবিআই এর অস্থায়ী ক্যাম্প ছিল। সিবিআইয়ের হেফাজতে থাকাকালীন ২০২২ সালের ১২ ডিসেম্বর এই অস্থায়ী ক্যাম্পের শৌচাগার থেকে লালন শেখের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। স্বামীর মৃত্যুর তদন্ত চেয়ে সিবিআইয়ের সাত আধিকারিকের নামে মামলা দায়ের করেন মৃত লালন শেখের স্ত্রী রেশমা বিবি। মামলা চলে কলকাতা হাইকোর্টে। রেশমা বিবির অভিযোগে সাত সিবিআই আধিকারিকের নামের সঙ্গে নাম ছিল গরু পাচার মামলায় তদন্তকারী সিবিআই এর আধিকারিক সুশান্ত ভট্টাচার্য্যের। সিবিআই দাবী করে সুশান্ত ভট্টাচার্য্য সহ বেশ কয়েকজন সিবিআই আধিকারিক যারা বগটুই কাণ্ডের তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন না তাদের নামেও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এই দাবি জানিয়ে মাসখানেক আগে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় সিবিআই। সিবিআই এর আবেদনের পরিপেক্ষিতে নতুন করে সিট গঠন করে লালন শেখের মৃত্যুর তদন্ত শুরু করতে নির্দেশ দেয়। সুপ্রিম কোর্টের সেই নির্দেশ মতো আজ বিকেলে সিটের আধিকারিকেরা রামপুরহাটে আসেন। সেই সময় সিবিআই- এর অস্থায়ী ক্যাম্প ঘুরে তদন্ত করবেন তারা। পাশাপাশি রামপুরহাট মহকুমা একজন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ক্যাম্পের যে শৌচাগার থেকে লালন শেখের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল সেই শৌচাগার খুলে দেখবেন তারা।

মিথ্যা প্রতিশ্রুতির জবাব চাই, অবিলম্বে মহকুমা চাই ! বিধায়কের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, ধূপগুড়ি, ৩ জানুয়ারি ঃ মিথ্যা প্রতিশ্রুতির জবাব চাই, অবিলম্বে মহকুমা চাই। ধূপগুড়ি মহকুমা নাগরিক মঞ্চ প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন হাতে মুখে কালো কাপড় পরে বিধায়কের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ। পেরোল অভিষেকের ডেড লাইন! মহকুমা হল কই? বিধায়কের বাড়ির সামনে ধর্ণায় নাগরিক মঞ্চ। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ধূপগুড়ি মহকুমা গঠন করা হবে। ভোট প্রচারে গিয়ে এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিশ্রুতি মত মহকুমার স্বীকৃতি না মেলায়, আন্দোলনে ধূপগুড়ি মহকুমা নাগরিক মঞ্চের সদস্যরা। খোদ বিধায়কের বাড়ির সামনেই ধর্ণায় ধূপগুড়ি মহকুমা নাগরিক মঞ্চ। ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ধূপগুড়ি মহকুমা হবে বলে, নির্বাচনী মঞ্চ থেকে ঘোষনা করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, মন্ত্রীসভায় ধূপগুড়ি মহকুমা বিল পাশ করা হয়েছে। বানারহাট, ধূপগুড়ি ব্লক এবং ধূপগুড়ি পুরসভা নিয়ে মহকুমা গড়া হবে। এরই মধ্যে অনেক জায়গায় পরিকাঠামো গড়া হবে বলে ঘুরেও দেখেছেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। তবে মহকুমা গড়ার জন্য এখন মেলেনি আদালতের ছাড়পত্র। তার জেরেই মহকুমার সরকারি স্বীকৃতি পাওয়া যায়নি। প্রতিশ্রুতি মত মহকুমা না মেলায় বুধবার বিধায়ক নির্মল চন্দ্র রায়ের বাড়ির সামনে ধর্ণায় মহকুমা নাগরিক মঞ্চ। নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক অনিরুদ্ধ দাশগুপ্ত জানান, যেদিন আমরা উৎসব করব সেদিন আমাদের কালো কাপড় মুখে দিয়ে বিধায়কের বাড়ির সামনে দাঁড়াতে হচ্ছে। ধূপগুড়ি নাগরিক হিসেবে এটা আমাদের খুব লজ্জার। আমরা বারবার প্রতিশ্রুতি পেয়েছি। ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহকুমা করা হয়নি। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ সে সময় দেওয়া হয়েছিল তারই প্রতিবাদে বিধায়ক যেহেতু আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটে জয়লাভ করেছিলেন সে কারণেই বিধায়কের বাড়ির সামনে আমরা তার বাড়ির সামনে আজ প্রতিবাদের সামিল হয়েছি। এরপর বৃহত্তর আন্দোলন নামার হুমকিও দেন নাগরিক মঞ্চের সদস্যরা। এদিন বিধায়কের বাড়ির সামনে বহু পুলিশ মোতায়ন করা হয়।

বিশ্বভারতী ছাত্রী ও অধ্যাপিকা আমেরিকার এমিলি ডিকিনশন পুরস্কার পেলেন সাহিত্যে

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৩ জানুয়ারি ঃ সাহিত্যে আমেরিকার এমিলি ডিকিনশন পুরস্কারে ভূষিত হলেন বিশ্বভারতীর ভাষাভবনের এক সময়ের ছাত্রী এবং অধ্যাপিকা অর্পিতা পাল। বাড়িও বোলপুরে। এগারো সালে বিশ্বভারতী থেকে জাপানি ভাষায় স্নাতক হন। তারপর তেরো সালে জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ২০২০ সাল থেকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানিজ বিভাগে অধ্যাপনার কাজে যুক্ত। তাঁর এই সম্মানে খুশির হাওয়া বিশ্বভারতীতে। ইংরেজি ভাষায় তাঁর লেখা কবিতা বইয়ের নাম 'সেরেন্ডিপিটি'। সেরিণ্ডিটি কাব্যকে হোমারের ওডিসির সঙ্গে তুলনা করেছেন সাহিত্যের বিদগ্ধ ব্যক্তিরা। মূলতঃ জাপানি ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি তাঁর পড়াশোনার মূল বিষয়। জাপানের ওসাকা কানসাই ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ ইন্সটিটিউট এবং টোকিও গাকুগেই বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেন। জাপানি ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি সাহিত্যেও তাঁর আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। তিনি কবিতা লেখেন। মূলত তাঁর কবিতাগুলি বন্ধুত্ব, পুরাণ, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, আধুনিক নারী, বাঙালি, জাপানি সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে লেখা। সেই কবিতাগুলি একত্রে সেরেন্ডিপিটি নামের কবিতার বইয়ে প্রকাশিত হয়। বাংলায় সেরিনণ্ডিপিটির অর্থ লাভজনক। সাহিত্যচর্চার আঙিনায় তা বৃহৎ ও ভিন্নধর্মী। এই বই প্রকাশনার দায়িত্বে ছিল আন্তর্জাতিক বুকলিফ পাবলিকেশন। যে সকল ভারতীয় সাহিত্যিক ইংরেজি সাহিত্যে ২০২৩ সালে বই প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের একটি তালিকা তৈরি করে এমিলি ডেকিনসন কমিটি। সেখানেই সেরেন্ডিপিটি বইটি লেখার জন্য '২১ শতকের এমিলি ডিকিনসন' পুরস্কারে সম্মানিত হন বিশ্বভারতীর অধ্যাপিকা। আই এ্যাম স্টিল হেয়ার এর মতো অসংখ্য বই তিনি লিখেছেন। পুরস্কার পেয়ে উচ্ছসিত অর্পিতাদেবী।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজগুলি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি/ইএল/১৮/২৩-২৪, তারিখ: ২৬-১২-২০২৩; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং. : এপি/ইএল/১৮/২৩-২৪; কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার জং. ডিভিশনে - বৈদ্যুতিক কাজগুলি যুক্ত : ময়নাগুড়ি রোডের প্রান্তে ক্রসওভার প্রদান করে নিউ চ্যাংরাবান্ধায় এল/নং. ৩-এ ডাইরেক্ট রিসেপশন -এর ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ১২,৬৬,৪৯৫.১৬ টাকা; বায়না মূল্য: ২৫,৩০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ১৫-০১-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট.(জি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

E-Tender Notice

Online Bids are invited for the year 2023-24 from the bonafide contractors for Listed Works under 15 th FC (Tied) in respect of NIT no. 1023/SUSU/2023, 1024/SUSU/2023 dated-28/12/2023. Last Date of Paper Submission on 15/01/2024 for details information contact to the undersigned.

Sd/- Prodhan
SUSUNIA GRAM PANCHAYAT

Office of The Khalore Gram Panchayat
Vill-Khalore, PO- Bagnan-1 Block, Dist-Howrah
NOTICE INVITING E-TENDER No:

(1) WB/HZP/KGP-421/NIET-13/2023-24, Date: 03/01/2024
(2) WB/HZP/KGP-422/NIET-14/2023-24, Date: 03/01/2024
(3) WB/HZP/KGP-423/NIET-15/2023-24, Date: 03/01/2024
(4) WB/HZP/KGP-424/NIET-16/2023-24, Date: 03/01/2024
(5) WB/HZP/KGP-425/NIET-17/2023-24, Date: 03/01/2024
(6) WB/HZP/KGP-426/NIET-18/2023-24, Date: 03/01/2024
(7) WB/HZP/KGP-427/NIET-19/2023-24, Date: 03/01/2024

For and on behalf of the Prodhan, Khalore Gram Panchayat invites percentage rate tenders through e-tendering for the total 7 Nos. works. Source of Fund: 5 th SFC. Bid submission start date on 04/01/2024 from 11.00 am up to 19/01/2024 at 05.00 pm. Date of Opening of Tender on 22/01/2024 at 10.30 am. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Khalore Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এম/ব্লু লাইন, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ কাজের নাম ঃ মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা-র নোয়াপাড়া থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত ট্রান্সফর্মারসমূহের তেল পরিশ্রুত করা এবং বিভিন্ন রেটিং ট্রান্সফর্মারের তেল লিকেজ বন্ধ করা এবং ট্রান্সফর্মারের তেল পরীক্ষা। বিজ্ঞাপিত মূল্যমান ঃ ১৭,২১,০৩০ টাকা। বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৫.০১.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.০০ টা (প্র.ভা.স.)। নোটিশ বোর্ডের ঠিকানাঃ প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার-এর অফিস, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল. নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১। ওয়েবসাইটের বিবরণঃ https://www.ireps.gov.in। টেন্ডার নং.ঃ ইএলএম_১০০_টিআর_অয়েল_ডিটি৯-১২-২৩

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist. – Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax.: 2680-6092

Notice for invitation e-Tender
e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/HML/NIT11/1e/24
Memo No-: 4759/Eng/AS Dated : 02.01.2024

e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for electrical works under this Municipality. Vide e-Tender ID No. 2023_MAD_636935_1-13 Closing date of Bid submission is 20.01.2024 up to 15.00 hours. Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality & visit website-https:// wbtenders.gov.in.

Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (O&M-III), GRWW, KMC invites e-Tender for the following works :-

1. NIT No. : EE/O-M-III/69OF2023-24/29
Name of the work : **Renovation of Laboratory Staff Room and adjacent Corridor with allied works at Chemical House under WTP-I, GRWW.** Estimated Amount : **Rs.2,89,810.00.** Earnest Money : **Rs.5,797.00.** Period of Completion : **21 Days.**

2. NIT No. : EE/O-M-III/39OF2023-24/20
Name of the work : **Renovation of side wall and adjoining railing with allied works at Incoming Raw Water Channel nearer to Chemical Dosing Zone under WTP-I, GRWW.** Estimated Amount : **Rs.2,46,836.00.** Earnest Money : **Rs.4,937.00.** Period of Completion : **14 Days.**

3. NIT No. : EE/O-M-III/65OF2023-24/27/2
Name of the work : **Renovation and installation of Pneumatic Operated Desludging System at Western Side of Clariflocculator No-2 with allied works under WTP-I, GRWW.** Estimated Amount : **Rs.2,79,459.00.** Earnest Money : **Rs.5,590.00.**

4. NIT No. : EE/O-M-III/54OF2023-24/26
Name of the work : **Improvement of Filter Bed No-15 by replacement of Filter Media with Allied Works under WTP-I, GRWW.** Estimated Amount : **Rs.4,84,446.00.** Earnest Money : **Rs.9,689.00.** Period of Completion : **21 Days (for Sl.No.3 & 4).** Last Date and Time of receipt/opening of Tender (Online) : **15.01.2024 at 2 p.m./17.01.2024 at 2 p.m. (for Sl.No. 1 & 2) and 16.01.2024 at 2 p.m./18.01.2024 at 2 p.m. (for Sl.No. 3 & 4).** The bid forms and other details will be available shortly from the website : **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Water Supply/GRWW), KMC invites e-Tender for the following works :-

1. NIT No. : KMC/EE/WS/GRWW/23-24/PH-II/27
Name of work : **Supply and replacement of Filter Media with Refurbishment of Filter Bed No.2 at WTP-III, GRWW.** Estimated Amount : **Quotation.** Earnest Money : **Rs.9,760.00.** Period of Completion : **21 Days.**

2. NIT No. : KMC/EE/WS/GRWW/23-24/PH-II/32
Name of work : **Renovation with replacement of Worn Out Spare Parts of Pneumatic System of Flocculator No.3 with other allied works at WTP-III, GRWW.** Estimated Amount : **Rs.1,89,060.91.** Earnest Money : **Rs.3,785.00.** Period of Completion : **15 Days.** Last Date and Time of receipt/opening of Tender (Online) : **19.01.2024 at 2 p.m./22.01.2024 at 2 p.m. (for Sl.No. 1 & 2).** The bid forms and other details will be available shortly from the website : **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 & 2)**

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-Tender for the following work :-

NIT No. : KMC/WS/W78-21/T-48/23-24
Name of work : **Restoration of Filtered Water Supply to avoid contamination surrounding the area at 4 Mayurbhanj Road in Ward-78.** Estimated Amount : **Rs.1,97,480.00.** Earnest Money : **Rs.3,950.00.** Period of Completion : **15 Days.** Last Date of receipt/opening of Tender (Online) : **13.01.2024 at 9 a.m./15.01.2024 at 9 a.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in**

1212 / 23-24

ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ১১-ইওটি-কেআইআর-২৩; তারিখঃ ২৯-১২-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা "সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম"-এ মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম ঃ ০৩ (তিন) বছর সময়ের জন্য কাটিহার ডিভিশনের কাটিহার নিউ সিক লাইনে ১৪টি ইওটি ক্রেন, শিলিগুড়ি জং., আরওএইচ/নিউ জলপাইগুড়িতে ডেমু কার শেড এবং কিষানগঞ্জের সিক লাইনের ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকা (এএমসি)। টেন্ডার মূল্যঃ ২৫,০২,৩২৬.৪৯/- টাকা; বায়নার মূল্য ঃ ৫০,১০০.০০/-টাকা। ই-টেন্ডার ২৯-০১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ২৯-০১-২০২৪ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৯-০১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিএমই, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Office of the Pradhan
Hutmura Gram Panchayat
Vill+PO – Hutmura, PS-Purulia(MF) Dist-Purulia
Memo No.-296/HGP Dated-03/01/2024
NOTICE INVITING e-TENDER No.- NIT 11(1)/2023-24/HGP

For and on behalf of the Hutmura Gram Panchayat, Pradhan, Hutmura Gram Panchayat invites tenders through e-Tendering for the work of SWM Project at GP area. Last date of submission of Bid 17.01.2024 at 6:30 pm. Bid Opening Date (Technical) 20.01.2024 at 9AM. For more details information visit: www.wbtenders.gov.in and office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Hutmura Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এমসি_এসসি_ওবিএইচএস_এসডিএএইচ_২৩, তারিখ ঃ ৩০.১২.২০২৩। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নম্বর ৪২, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী কন্ট্রাক্টরদের থেকে নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে 'টু প্যাকেট সিস্টেমে' সিলকরা ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ কাজের নাম/বিবরণ ঃ ০৩ বছরের জন্য শিয়ালদহ ডিপো ভিত্তিক ট্রেনগুলির জন্য ওবিএইচএস। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫৭,২৯,৮৬,১৩৬.৬১ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ৩০,১৪,৯০০ টাকা। চুক্তির মেয়াদ ঃ ৩ বছর। বিড শুরুর তারিখ ঃ ১০.০১.২০২৪। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৪.০১.২০২৪ তারিখে বেলা ৩টা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৪.০১.২০২৪ তারিখে বেলা ৩.১৫ মিনিট। ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং কাজের জন্য যোগ্যতার শর্তাবলী সমেত টেন্ডার নথিপত্র www.ireps.gov.in (ওয়েবসাইট URL)-এ দেখা যাবে এবং সেখান থেকে ডাউনলোড করা যাবে। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(SDAH-319/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

MIRAE ASSET
Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAP:

Date	Time	Address
January 06, 2024	11:00 A.M.	New Kenilworth Hotel, 1&2 Little Russel Street, Kankaria Estate, West Bengal, Kolkata - 700 071.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625**)**
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. 1800 2090 777 (Toll free), customercare@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

দ্রুত ফিরবেন? কেমন আছেন
ভিডিয়ো শেয়ার করে জানালেন হার্দিক

মুম্বই, ৩ জানুয়ারিঃ হার্দিক পান্ডিয়া দ্রুত ২২ গজে ফিরতে মরিয়া। পুরনো চোট সারিয়ে ভারতীয় অলরাউন্ডার হার্দিক নতুন উদ্দমে নামতে মরিয়া। নতুন বছরে তিনি কবে মাঠে ফিরবেন, সে আশায় রয়েছেন তাঁর ভক্তরাও। আর ৮দিন পর দেশের মাঠে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে টি-২০ সিরিজ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। সেখানেই কি হার্দিকের কামব্যাক হবে? হার্দিক পান্ডিয়ার অনুরাগীদের মনে এখন এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে। আপাতত উত্তর নেই। কিন্তু হার্দিক নিজেকে ফিট করার জন্য মরিয়া হয়ে পড়েছেন। চলছে দ্রুত বাইশ গজে ফেরার প্রস্তুতি। এ বার নিজের হেলথ আপডেট শেয়ার করলেন হার্দিক। কেমন আছেন তিনি? গত বছরের শেষের দিক থেকে বার বার হার্দিক পান্ডিয়ার মাঠে ফেরা নিয়ে একাধিক খবর শোনা গিয়েছে। বেশিরভাগ সময়ই শোনা গিয়েছে আসন্ন আফগানিস্তান সিরিজে ফিরতে পারবেন না হার্দিক পান্ডিয়া। কিন্তু সদ্য হার্দিক তাঁর ইন্সটাগ্রামে যে

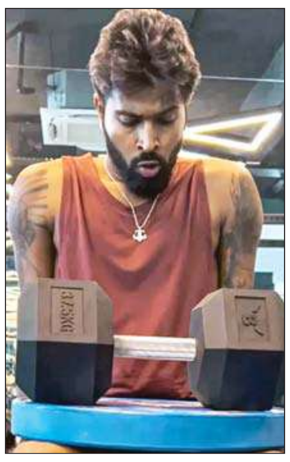

ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন, তা দেখে তাঁর অনুরাগীদের মনে আশা জাগবে। ইন্সটাগ্রামে হার্দিক পান্ডিয়া নিজের জিম সেশনের এক ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। ক্যাপশনে লিখেছেন, 'প্রতিদিন অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।' স্ট্রেন্থ বাড়ানোর জন্য কসরত করতে দেখা যায় হার্দিক পান্ডিয়াকে। সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার আসন্ন টি-২০ সিরিজের জন্য শীঘ্রই দল ঘোষণা করবে বিসিসিআই। তেমনটা হলে তখনই বোঝা যাবে দলের তারকা অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া কি এখনই মাঠে ফেরার জন্য তৈরি হয়েছেন? নাকি তাঁর ২২ গজে ফিরতে আরও সময় লাগবে। তেমনটা হলে, হয়তো ২০২৪ সালের আইপিএলেই কামব্যাক হবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নতুন অধিনায়কের। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের আইপিএলের নিলামের আগে গুজরাট টাইটান্স থেকে ট্রেডিংয়ে হার্দিক পান্ডিয়াকে দলে নেয় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। এবং রোহিত শর্মার জায়গায় হার্দিক পান্ডিয়ার হাতে এমআই-এর ক্যাপ্টেন্সি তুলে দেওয়া হয়।

বজরং সহ পাঁচ কুস্তিগির সরে দাঁড়ালেন আন্তর্জাতিক আসর থেকে

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারিঃ কুস্তিতে বিতর্ক এখনও থামেনি। বরং দিনের পর দিন বিদ্রোহের চেহারা বদলে যাচ্ছে। এদিন রাতে যেমন বজরং পুনিয়া সহ দেশের আরও চার কুস্তিগির জাগ্রেব আন্তর্জাতিক আসর থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। ওই চার কুস্তিগির হলেন অমিত পাঙ্গাল, পূজা গেহলট, মানসী আওলিহায়াট ও কিরণ সিং। মোট ১৩ জনের ভারতীয় দল এদিন ঘোষণা করেছে অলিম্পিক সংস্থার অ্যাড হক কমিটি। কিন্তু বজরংরা সেই দলের হয়ে নিজেদের বিবেচনা করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। ভারতের নামী তারকা কুস্তিগিররা মনে করছেন যে এখনও সমস্যার সমাধান হয়নি। ব্রিজ ভূষণ সিংয়ের প্রভাব থেকে

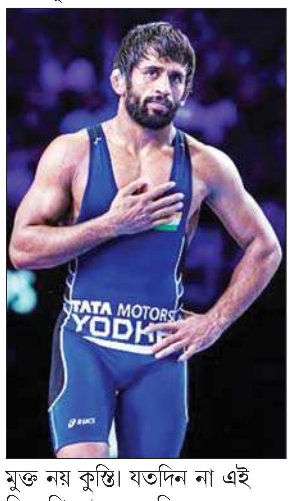

মুক্ত নয় কুস্তি। যতদিন না এই বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে কেন্দ্র ব্যবস্থা না নেবে ততদিন এই বিদ্রোহ জারি থাকবে তারকাদের। বজরংরা দীর্ঘ ছয় মাস ধরে এই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা প্রথমে দিল্লির যন্তর মন্তর অঞ্চলে ধর্নায় বসেছিলেন। তারপর সম্প্রতি বজরং পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রধানমন্ত্রীর দফতরের সামনে রেখে এসেছিলেন। এমনকী সাক্ষী মালিকের মতো তারকা অবসর নিয়ে নেন ব্রিজ ভূষণ সিংয়ের যৌণ হয়রানির প্রতিবাদে। তারপর এই পদক্ষেপ। যেখানে ক্রীড়া মন্ত্রকের উদ্যোগে অ্যাড হোক কমিটি জাতীয় দল বাছাই করল, সেই দল থেকে নাম তুলে নিয়ে বজরংরা আরও বড় বিদ্রোহের বীজ রোপণ করলেন।

ছয় উইকেট সিরাজের
১১ বলে ম্যাচের রং বদলে দিলেন লুনগি-রাবাডা!

কেপটাউন, ৩ জানুয়ারিঃ মহম্মদ সিরাজের বিধ্বংসী প্রথম স্পেল। সব মিলিয়ে আধডজন উইকেট। জসপ্রীত বুমরা, মুকেশ কুমারেরও অনবদ্য বোলিং। প্রথম সেশনে ভারতীয় পেসারদের দাপট। প্রথম ইনিংসে মাত্র ৫৫ রানেই অলআউট দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতের কাছে দুর্দান্ত সুযোগ ছিল প্রোটিয়াদের ম্যাচ থেকে ছিটকে দেওয়ার। তা তো হলই না, উল্টে ১৫ মিনিটের ঝড়ে সব তছনছ। ভারতীয় দল এখনও অ্যাডভান্টেজ হলেও ব্যাটিং বিপর্যয় ভোলার নয়। ১১ বলের ব্যবধানে ম্যাচের রং বদলে দিলেন লুনগি এনগিডি ও কাগিসো রাবাডা। ০ রানে পড়ল শেষ ৬ উইকেট। বিদেশের মাঠে ভারতের করুণ ব্যাটিংয়ের ছবি এর আগে দেখা গিয়েছে। অতীতের বিপর্যয়কেও যেন ছাপিয়ে গেল রোহিত শর্মার টিমের ব্যাটিং-ব্যর্থতা। ম্যাচের রং এ ভাবে বদলে যাবে, কেউই যেন প্রত্যাশা করেননি। চা বিরতির সময় ভারতের স্কোর ছিল ১১১-৪। ক্রিজে তখনও বিরাট কোহলি এবং সেঞ্চুরিয়নের সেঞ্চুরিয়ন লোকেশ রাহুল। দু-জনেই ভরসা দিচ্ছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি বদলে গেল লোকেশ রাহুলের আউটেই। আপারকাট খেলতে গিয়ে কট বিহাইন্ড হন লোকেশ রাহুল। কতটা বাজে শট খেলেছেন, তাঁর মাথা ঝাঁকুনিতেই পরিষ্কার। প্রথম টেস্টে চোটের জন্য খেলতে পারেননি রবীন্দ্র জাডেজা। টেস্ট ক্রিকেটে গত কয়েক বছর তাঁর ব্যাটিং ভারতীয় দলকে ভরসা দিয়েছে। যে কারণে, বিদেশের মাটিতে এক স্পিনার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে জাডেজাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। ফেরার টেস্টে রানের খাতাই খুলতে পারলেন না। জাডেজার আউটেই আতঙ্ক শুরু। লুনগি এক ওভারে ০ রানে তিন উইকেট নেন। পরের ওভারে রাবাডা এসে আরও দু-উইকেট। একটি রান আউট। উল্টোদিক থেকে উইকেট পড়ায় বিরাট কোহলি গত ম্যাচের মতোই বিধ্বংসী হওয়ার চেষ্টা করেন। তাতে লাভের লাভ হয়নি। তাঁকে ফেরান রাবাডা। বিরাট কোহলি সর্বাধিক ৪৬ রান করেন। প্রথম ইনিংসে ৯৮ রানের লিড নেয় ভারত। প্রথম দিনের খেলা যে ভাবে এগচ্ছিল, তাতে এই লিড খুব একটা কম নয়। তবে একদিনেই দু-দলের ইনিংস শেষ হয়ে যাওয়ায় ম্যাচ যেন দু-দিনেই শেষের ইঙ্গিত!

এমসিজির গ্যালারিতে বিয়ের প্রস্তাব ভারতীয় ফ্যানেরা, দেখা করলেন ম্যাক্সি

মেলবোর্ন, ৩ জানুয়ারিঃ প্রেমিক-প্রেমিকা দু'জনই ক্রিকেট প্রেমী। কিন্তু পছন্দের দল যখন হয় আলাদা, প্রবল ঝগড়া হওয়ার সম্ভবনাও থাকে। কিন্তু যে কাপল আলাদা টিমের সমর্থক হয়েও একসঙ্গে খেলা দেখতে যান, তাঁরা হয়তো মনে মনে ওই ঠাণ্ডা পানীয়র বিজ্ঞাপনের মতো, 'ডর কে আগে জিত হ্যায়' বলেন। বর্তমানে জমিয়ে হচ্ছে বিগ ব্যাশ লিগ। এ বার মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড সাক্ষী রইল, বিবিএলে ম্যাক্সি ম্যাজিক এবং এক ভারতীয় সমর্থকের ম্যারেজ প্রপোজাল (বিয়ের প্রস্তাব) এর। কোনও ক্রিকেট ম্যাচ বা ফুটবল ম্যাচ চলাকালীন প্রপোজ করার চল অনেক পুরনো। কিন্তু তারপরও প্রতিবারই যখন কোনও প্রেমিক-প্রেমিকাকে গ্যালারিতে প্রেম নিবেদন করতে দেখা যায়, সেই ছবি-ভিডিয়ো ঝড়ের গতিতে নেটদুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এ বার বিগ ব্যাশ লিগে মেলবোর্ন স্টারস বনাম মেলবোর্ন রেনেগেডসের এক ম্যাচে তেমন দৃশ্য দেখা গেল। বিগ ব্যাশ লিগের সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে সেই ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে। তাতে দেখা যায়, ম্যাচের মাঝে ধারাভাষ্যকার জেসন রিচার্ডসন ফ্যানেদের মাঝে পৌঁছে গিয়ে তাঁদের ম্যাচ দেখার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চান। সেই সময় ওই ধারাভাষ্যকার ম্যাচ দেখতে আসা এক কাপলকে তাঁদের অভিজ্ঞতা জিজ্ঞাসা করেন। ভিডিয়োতে দেখা যায় মহিলাটি মেলবোর্ন রেনেগেডসের জার্সি পরে রয়েছেন এবং তাঁর পাশে থাকা ভারতীয় বংশোদ্ভূত

পুরুষটি পরে ছিলেন মেলবোর্ন স্টারসের জার্সি। এরপর ধারাভাষ্যকার প্রশ্ন করেন, তাঁরা দু'জন আলাদা দলের সমর্থক বলে কি তাঁদের সম্পর্কে কোনও প্রভাব পড়ে। ওই ভারতীয় ভক্ত উত্তর দেন, ''আমি স্টারসের বড় ভক্ত এবং ও রেনেগেডসের ফ্যান। কিন্তু ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকেও ভালোবাসে এবং আমিও ম্যাক্সওয়েলের ফ্যান, তাই আমি ওকে নিয়ে এখানে এসেছি।'' এই কথাগুলো বলার পর পকেট থেকে আংটি বের করে ওই ভারতীয় ভক্ত এই সুযোগে বান্ধবীকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। আচমকা এমন প্রস্তাব পেয়ে চমকে যান ওই মহিলা। এরপরই ঘাড় নাড়িয়ে হাসতে হাসতে সম্মতি দেন তিনি। ম্যাচ প্রসঙ্গে বলতে গেলে, মেলবোর্ন রেনেগেডসের বিরুদ্ধে মেলবোর্ন স্টারস এই ম্যাচে ৮ উইকেটে জিতেছে। ৩২ নট আউট এবং ১টি উইকেট ও ২টি ক্যাচ নিয়ে ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়েছেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। এবং ম্যাচের শেষে এমসিজিতে প্রেম নিবেদন করা কাপলের সঙ্গে দেখাও করেন ম্যাক্সি।

কোপ পড়ল ফেরান্দোয়, বাগানের নতুন কোচ হাবাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারিঃ গুঞ্জন ছিল। তা-ই সত্যি হল। নতুন বছরের শুরুতেই হুয়ান ফেরান্দোর ছুটি হয়ে গেল মোহনবাগান থেকে। টেকনিক্যাল ডিরেক্টর আন্তোনিও হাবাসকে দেওয়া হল দলের দায়িত্ব। তাঁর কোচিংয়েই সুপার কাপ এবং মরসুমের বাকি ম্যাচ খেলবে মোহনবাগান। এএফসি কাপে ব্যর্থতা, আইএসএলে পরপর তিন ম্যাচে হার, এর জেরেই ফেরান্দোর ওপর অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল। বলা হয়েছিল, সুপার কাপ পর্যন্ত সময় পাবেন। তা আসলে হল না। ৯ জানুয়ারি থেকে শুরু কলিঙ্গ সুপার কাপ। এক সপ্তাহ সময় পাবেন হাবাস দল গোছানোর জন্য। হাবাসেই আপাতত ভরসা রাখছেন কর্তারা। আশা করা হচ্ছে, হাবাসের হাত ধরেই মোহনবাগান আবার জয়ে ফিরবে। ২০২১ সালে ঠিক উল্টো ছবি দেখা গিয়েছিল মোহনবাগানে। সে বার হাবাসের কোচিংয়ে আইএসএলে সাফল্য আসছিল না। ওই মরসুমেই গোয়ার কোচ হিসেবে ডুরান্ড কাপ জিতেছিলেন হুয়ান ফেরান্দো। ওই সাফল্যের কথা মাথায় রেখে মরসুমের মাঝপথে হাবাসকে সরিয়ে বাগানের কোচ হয়েছিলেন ফেরান্দো। দু'বছর পর সেই ফেরান্দোকে সরিয়ে আবার বাগানের হটসিটে এলেন হাবাস। এই মরসুমে ফেরান্দোকে সরানোর পিছনে তিনটে যুক্তি কাজ করেছে-এক, আইএসএলে টানা ৭ ম্যাচ জিতে রেকর্ড গড়েছিলেন ফেরান্দো। কিন্তু শেষ ৩ ম্যাচে দলকে জেতাতে পারেননি। তার মধ্যে ঘরের মাঠে ২টো ম্যাচে হার। ভালো দল দেওয়া সত্ত্বেও টিমকে প্রত্যাশিত সাফল্য দিতে পারেননি, এই অভিযোগ ছিল ফেরান্দোর বিরুদ্ধে। দুই, মূলত কার্ড এবং চোটের সমস্যাতেই মোহনবাগান বেলাইন হয়ে পড়ে। অভিযোগ, চোট যে কোনও সময় টিমকে চাপে ফেলে দিতে পারে। এটা মাথায় রেখেই কোচেরা রিজার্ভ বেঞ্চ গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। মোহনবাগানের রিজার্ভ বেঞ্চে ভারতের অন্যতম সেরা প্লেয়াররা রয়েছেন। তারপরও ফেরান্দো কেন পরিবর্ত প্লেয়ারদের তৈরি রাখতে পারলেন না? তিন, যে কোনও লম্বা লিগে ৩ পয়েন্ট যেমন লিগ টেবলের অবস্থান বদলে দেয়, তেমনই ১ পয়েন্ট অক্সিজেন দেয়। ফেরান্দো বরাবর আগ্রাসী ছক নিয়েই মাঠে নামার চেষ্টা করেন। টানা ৭ ম্যাচ অপরাজিত থাকার মধ্যে ৫টাতে এসেছিল জয়। শেষ ৩ ম্যাচে হারতে হল কেন? ময়নাতদন্তে নেমে কর্তারা দেখেছেন, ডিফেন্সই ঠিকঠাক সাজাতে পারেননি ফেরান্দো। যা তাঁর মতো অভিজ্ঞ কোচের কাছে প্রত্যাশিত ছিল না।

পাখির চোখ টি-২০ বিশ্বকাপ
বিরাট-রোহিত-সহ ৩০ ক্রিকেটারে বিশেষ নজর ভারতীয় বোর্ডের

মুম্বই, ৩ জানুয়ারিঃ বছর আসে, বছর যায় ভারতে বিশ্বকাপের দেখা নাই! ভারতীয় শিবিরে কবে আসবে আইসিসি ট্রফি? এই প্রশ্ন সকল ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীর মনে সর্বক্ষণ ঘুরপাক খায়। টিম ইন্ডিয়ার ১২ বছরের ওডিআই ট্রফির খরা কাটানোর সুযোগ ছিল ২০২৩ সালের একদিনের বিশ্বকাপে। টানা ১০ ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠেওছিল মেন ইন ব্লু। কিন্তু শেষ অবধি বিশ্বকাপ জেতা হয়নি রোহিত শর্মার ভারতের। নতুন বছরে এ বার ভারতের ফোকাসে ২০২৪ সালের টি-২০ বিশ্বকাপ। চব্বিশে পা রেখেই কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপের ভাবনায় ডুব বোর্ডের। ২০০৭ সালের পর থেকে ভারত আর টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পায়নি। এ বার সেই অপেক্ষা কি মিটবে ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের? চলতি বছরের টি-২০ বিশ্বকাপ প্রসঙ্গ এলেই রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির নাম আসে। এই দুই সিনিয়র ক্রিকেটারকে কি দেখা যাবে এ বারের কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপে? সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী, বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মা এ বছরের টি-২০ বিশ্বকাপে খেলতে চান। যে কারণে জাতীয় নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর পৌঁছে গিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। রোহিত-বিরাটের সঙ্গে তাঁদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবেন অজিত আগরকর। শোনা গিয়েছে, দেশের মাটিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে

টি-২০ সিরিজের আগে সেই মতো সিদ্ধান্ত নিয়ে দল গঠন করা হবে। হার্দিক পান্ডিয়া এবং সূর্যকুমার যাদব যেহেতু চোটের কারণে বর্তমানে মাঠের বাইরে রয়েছেন, তাই আফগান সিরিজেই হয়তো ফের টি-২০ নেতা হিসেবে কামব্যাক হতে পারে রোহিত শর্মার। শোনা গিয়েছে, এ বছরের আইপিএলের সময় বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা সহ ২৫-৩০ জন ভারতীয় ক্রিকেটারের ওপর বিশেষ নজর থাকবে ভারতীয় বোর্ডের। তাঁদের পারফরম্যান্স পর্যবেক্ষণ করার পরই আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য দল বাছা হবে। এ বারের টি-২০ বিশ্বকাপ হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। আইপিএলের ঠিক পরেই ৪ জুন থেকে ৩০ জুন অবধি আইসিসির এই টুর্নামেন্ট হওয়ার কথা।

এমবাপেসহ এ বছর চোখ থাকবে যেসব 'ফ্রি এজেন্টে'

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

শুরু হয়েছে শীতকালীন দলবদল। তারকা খেলোয়াড়দের সম্ভব্য দলবদল নিয়ে চলছে নানা জল্পনাকল্পনাও। ২০২৪ সালের জুনে কিলিয়ান এমবাপে-থিয়াগো আলকানতারাসহ অনেক খেলোয়াড় আবার চুক্তির মেয়াদ শেষে হয়ে যাবেন ফ্রি এজেন্ট (মুক্ত খেলোয়াড়)। তাঁরা চাইলে অবশ্য জানুয়ারিতেই অন্য ক্লাবের সঙ্গে আগেভাগে চুক্তি পাকা করে নিতে পারবেন। কেউ চাইলে নতুন করে চুক্তি নবীকরণও করতে পারেন। এমবাপে-আলকানতারা ছাড়াও এ তালিকায় আছেন আনহেল দি মারিয়া ও জর্জিনিওর মতো তারকারা।

● কিলিয়ান এমবাপে
(পিএসজি)

দলবদল ও কিলিয়ান এমবাপে-নাটক যেন একসূত্রে গাঁথা। কয়েক মরসুম ধরে এটাই যেন পরিচিত দৃশ্য। ২০২১ সালে গ্রীষ্মকালীন দলবদলের পর পিএসজির এই ফরোয়ার্ডকে কিনতে প্রায় প্রতি মরসুমে চেষ্টা করেছে রিয়াল

মাদ্রিদ। কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছে। শীতকালীন দলবদলে আবার সামনে এসেছে এমবাপে-প্রসঙ্গ। তবে ইউরোপিয়ান সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, এবারই হয়তো এমবাপেকে নিয়ে শেষবারের মতো চেষ্টা করবে রিয়াল। এবার নয়তো আর কখনোই নয়। এরই মধ্যে নাকি এমবাপের সঙ্গে যোগাযোগও করেছে তারা। তবে এমবাপেকে ধরে রাখতে চায় পিএসজিও, যদিও কাজটা তাদের জন্য মোটেই সহজ হবে না। এ বছরের জুনেই পিএসজির সঙ্গে চুক্তি শেষ হবে এমবাপের। 'লস ব্লাঙ্কোস' শিবির চায়, জুনে চুক্তি শেষ হওয়ার পর রিয়ালে আসার বিষয়টি যেন এমবাপে এখনই নিশ্চিত করেন। তবে পিএসজিও হয়তো সহজে হাল ছাড়বে না। এখন ছয় মাস পর ফ্রি এজেন্ট হতে যাওয়া এমবাপেকে নিয়ে নতুন কোনও নাটক মঞ্চস্থ হয় কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

● থিয়াগো আলকানতারা
(লিভারপুল)

চোটের সঙ্গে থিয়াগো আলকানতারার যেন অবিচ্ছেদ্য এক সম্পর্ক। মাঠে তাঁর সামর্থ্য নিয়ে সন্দেহ আছে সামান্য! তবে চোটের কারণে সেভাবে নিজেকে মেলে ধরার সুযোগই পাননি এই মিডফিল্ডার। এখনো প্রায় এক বছর ধরে চোট নিয়ে মাঠের বাইরে আছেন এই স্প্যানিশ

তারকা। তবে সুস্থ হয়ে মাঠে নামলে এখনো ইয়ুর্গেন ক্লপের দলে বড় সম্পদ হতে পারেন আলকানতারা। এরই মধ্যে তাঁর মাঠে ফেরার কথাও শোনা যাচ্ছে। তবে আগামী জুনে 'অল রেড'দের সঙ্গে তাঁর চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। এখন চোটপ্রবণ আলকানতারাকে লিভারপুল নতুন চুক্তির প্রস্তাব দেবে, নাকি ফ্রি এজেন্ট হিসেবে তিনি নতুন কোনও ঠিকানায় যাবেন, সেটাই দেখার অপেক্ষা। এরই মধ্যে অবশ্য তাঁর স্প্যানিশ ক্লাব বার্সেলোনায় ফিরে আসার জোর গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছে।

● জর্জিনিও
(আর্সেনাল)

কদিন আগেও ইতালিয়ান মিডফিল্ডার জর্জিনিওকে সময়ের সেরা মিডফিল্ডার বিবেচনা

করা হতো। তবে সেই জর্জিনিও এখন অনেকটাই আলোচনার বাইরে। গত জানুয়ারিতে সবাইকে চমকে চেলসি থেকে আর্সেনালে আসেন জর্জিনিও। এসে 'গানার'দের পারফরম্যান্সে নিজের ছাপও রাখেন এই ইতালিয়ান। তবে ডেকলান রাইস আসার পর চলতি মরসুমে গুরুত্ব হারিয়েছেন জর্জিনিও। এরপর গত নভেম্বরে জর্জিনিও জানান, আর্সেনালের সঙ্গে আগামী জুনে চুক্তি শেষ হওয়ার পর তিনি ইতালিতে ফিরতে চান। হয়তো এ মাসেই কোনও একটি ইতালিয়ান ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করবেন জর্জিনিও।

● আনহেল দি মারিয়া
(বেনফিকা)

বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার আনহেল দি মারিয়ার ক্যারিয়ার এখন গোধূলিলগ্নে প্রবেশ করেছে। এরই মধ্যে এ বছরের কোপা আমেরিকার পর আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের কথা জানিয়ে দিয়েছেন দি মারিয়া। বর্তমানে বেনফিকাতে খেললেও সেখানেও দি মারিয়া এখন আর প্রধান খেলোয়াড় নন। মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে বেনফিকার নতুন চুক্তিও এখন প্রায় অসম্ভব মনে হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, ফ্রি এজেন্ট হিসেবে

মরসুম শেষেই বেনফিকা ছাড়বেন দি মারিয়া। এখন দি মারিয়ার জন্য কেউ নতুন প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয় কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

● আদ্রিয়ান রাবিও
(জুভেন্তাস)

ছয় মাস পর ফরাসি মিডফিল্ডার আদ্রিয়ান রাবিওর সঙ্গে জুভেন্তাসের চুক্তিও শেষ হবে। তবে কদিন আগে শোনা গিয়েছিল, জুভেন্তাস নাকি তাঁর সঙ্গে আরও এক বছরের জন্য চুক্তি নবীকরন করতে আগ্রহী। তাঁকে কিনতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের আগ্রহের কথাও শোনা

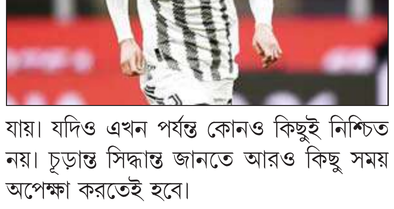

যায়। যদিও এখন পর্যন্ত কোনও কিছুই নিশ্চিত নয়। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানতে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতেই হবে।

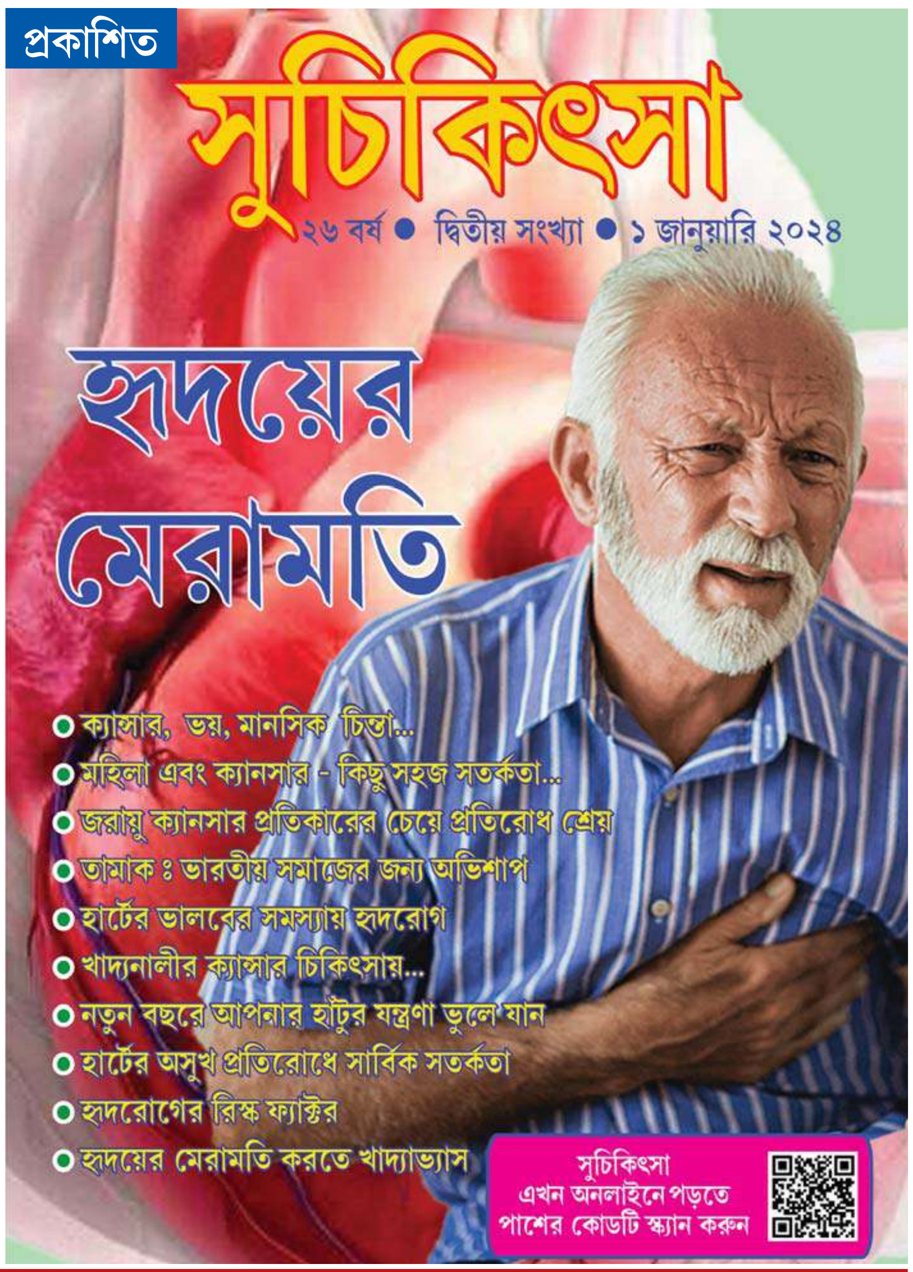

দুরন্ত বার্তা প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com